চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister
Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 21 November, 2019 ■ আগরতলা, ২১ নভেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সারা দেশেই হবে এনআরসি

চিন্তিত হওয়া অনুচিত, রাজ্যসভায় আশ্বস্ত করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর (হি.স.): হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, খ্রিস্টান, পার্সী শরণার্থীদের নাগরিকত্ব পাওয়া উচিত, এ জন্যই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের প্রয়োজন রয়েছে। যাতে পাকিস্তান, বাংলাদেশ অথবা আফগানিস্তানে ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্যের শিকার শরণার্থীরা ভারতীয় নাগরিকত্ব পান। বুধবার সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় এমনই মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) প্রসঙ্গে রাজ্যসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'এনআরসি-র ক্ষেত্রে এমন কোনও বিধান নেই, যা বলে অন্য কোনও ধর্ম এনআরসি-র অধীনে নেওয়া হবে না। ধর্ম নির্বিশেষে ভারতের সমস্ত নাগরিক এনআরসি তালিকায় স্থান পাবেন। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের থেকে ভিন্ন জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি)।'

কী কারণে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের প্রয়োজন রয়েছে, সেই উত্তর দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, খ্রিস্টান, পার্সী শরণার্থীদের নাগরিকত্ব পাওয়া উচিত, এ জন্যই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের প্রয়োজন রয়েছে। যাতে পাকিস্তান, বাংলাদেশ অথবা আফগানিস্তানে ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্যের শিকার শরণার্থীরা ভারতীয় নাগরিকত্ব পান।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিন আরও বলেছেন, 'জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) প্রক্রিয়া গোটা দেশেই চলবে। ধর্ম নির্বিশেষে কারও চিন্তিত হওয়া উচিত নয়, সবাইকে এনআরসি-র অধীনে আনাটাই শুধুমাত্র প্রক্রিয়া।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, 'খসড়া তালিকায় যাদের নাম পাওয়া যায়নি, তাঁদের ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার অধিকার রয়েছে। অসমজুড়ে ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হবে। যদি কোনও ব্যক্তির কাছে ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার টাকা না থাকে, তাহলে আইনজীবী নিয়োগের ব্যয় বহন করবে অসম সরকার।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পক্ষ থেকে এদিন রাজ্যসভায় জানানো হয়েছে, ২০১৬ সালে লোকসভায় পেশ করা হয়েছিল নাগরিকত্ব (সংশোধন) বিল এবং সংসদের যৌথ কমিটিতে পাঠানো হয়েছিল। ওই কমিটি ২০১৯ সালের ১ জানুয়ারি রিপোর্ট পেশ করেছিল। ৮ জানুয়ারি লোকসভায় বিবেচিত এবং পাশ হয়েছিল নাগরিকত্ব (সংশোধন) বিল, ২০১৯।

মহারাষ্ট্রে সরকার গড়তে শিবসেনার সঙ্গে জোট বাঁধতে তৈরি সোনিয়া

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : মহারাষ্ট্রে সরকার গড়তে শিবসেনাকে সমর্থন করার বিষয়ে নিজের সম্মতি প্রকাশ করেছেন কংগ্রেসের জাতীয় সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী।

সূত্রের খবর অনুযায়ী সোমবার এনসিপির বর্ষীয়ান নেতা শরদ পাওয়ায়ের সঙ্গে বৈঠকেই শিবসেনাকে সমর্থনের বিষয়ে রাজি হন ইউপিএ-র চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী। বৈঠকে মহারাষ্ট্রে শিবসেনা, কংগ্রেস, এনসিপির জোটে ন্যূনতম কর্মসূচি কি হবে, তা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সরকার গড়া নিয়ে আগামীদিনে রণকৌশল কি হবে, তা নিয়ে বৈঠকে বসবেন কংগ্রেস ও এনসিপির নেতারা।

অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর পদ যে শিবসেনার দখলেই থাকবে বুধবার তা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিম্ন আদালতের পরিকাঠামো উন্নয়নে রাজ্যকে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ৮৪.৩৫ কোটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। নিম্ন আদালতে পরিকাঠামো উন্নয়নে চলতি অর্থবর্ষে ত্রিপুরার জন্য ৮৪ কোটি ৩৫ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। মূলত, কেন্দ্রীয় অনুদান প্রাপ্ত প্রকল্পের অধীন বিচার ব্যবস্থার স্বার্থে নিম্ন আদালতে পরিকাঠামো উন্নয়নে ওই অর্থবরাদ্দ করা হয়েছে বলে আজ সংসদে তারকাচিহ্নবিহীন এক প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য দিয়েছেন কেন্দ্রীয় ন্যায় ও বিচার মন্ত্রী রবি শংকর প্রসাদ।

এদিন সংসদে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক নিম্ন আদালতের পরিকাঠামো উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ অবশিষ্ট রয়েছে কিনা তারকাচিহ্ন বিহীন প্রশ্নে তা জানতে চেয়েছেন। ওই প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় ন্যায় ও বিচার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি'র অধিক ক্ষমতায়ণে গুচ্ছ প্রস্তাবে সায় রাজ্য মন্ত্রিসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। এডিসির অধিক ক্ষমতায়ণে কেন্দ্রীয় সরকারকে পাঠানো গুচ্ছ প্রস্তাবে সায় দিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। এক্ষেত্রে ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদকে আঞ্চলিক পরিষদে উন্নীতকরণে রাজ্য মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। সম্প্রতি, কেন্দ্রীয় সরকার এডিসির অধিক ক্ষমতায়ণে প্রশ্নমালা পাঠিয়ে মতামত জানতে চেয়েছিল। রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে এডিসির অধিক ক্ষমতায়ণে নয়টি মতামত পাঠিয়েছে।

এডিসি হচ্ছে তিপ্রা টেরোটরিয়াল কাউন্সিল

বুধবার সন্ধ্যায় মহাকরণে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, রাজ্য সরকার এডিসিতে ত্রিশটি আসন থেকে বেড়ে পঞ্চাশ আসন করার প্রস্তাব দিয়েছে। তার মধ্যে ছয়জন সদস্য মনোনিত রাখার কথা বলা হয়েছে। তিনি জানান, বাকি সদস্যদের মধ্যে মহিলাদের জন্য তিনটি আসন সংরক্ষিত রাখা হোক, চাইছে রাজ্য সরকার। জনজাতির ঊনিশটি সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে নেওয়া হোক তাদের যারা কোনও ধরনের সাংবিধানিক প্রতিনিধিত্ব করছেন না।

তিনি আরও জানান, ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। স্বশাসিত জেলা পরিষদ তিপ্রা টেরোটরিয়াল কাউন্সিল অথবা তিপ্রা আঞ্চলিক পরিষদ নামে মন্ত্রিসভা নামে মন্ত্রিসভা সিলমোহর দিয়েছে। এডিসি এলাকার ওই নাম কেন্দ্রে কাছে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী। তিনি আরও জানান, প্রস্তাবে রাজ্যপাল আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচনে সচিব স্তরের কোনও আধিকারীককে নিযুক্তির বিষয়টি রাখা হয়েছে। সাতে তিনি যোগ করেন, আঞ্চলিক পরিষদে ত্রিস্তরিয় পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থাপনা থাকবে। তাতে, ভিলেজ কাউন্সিল, ব্লক কাউন্সিল এবং মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল গঠিত হবে।

আইনমন্ত্রী আরও জানান, নতুন আঞ্চলিক পরিকল্পনা কমিটি গঠনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ব্লক কাউন্সিল ও মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠন করা হবে এই কমিটি। তিনি আরও জানান, সংবিধানের একাদশ তপশিল মোতাবেক শিল্প, যোগাযোগ, নিম্ন ও উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষা, কৃষি, মৎস্য দপ্তর সহ ২৯টি দপ্তর আঞ্চলিক পরিষদকে হস্তান্তর করা হবে। সাথে তিনি বলেন, সংবিধানের দ্বাদশ তপশিল মোতাবেক তিপ্রা আঞ্চলিক পরিষদকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারকে পাঠানো হবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রোজভ্যালীতে টাকা রাখার জন্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উৎসাহিত করেছেন, সংসদে বললেন প্রতীমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। চিটপান্ড সংস্থা রোজভ্যালীতে টাকা রাখার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। বুধবার লোকসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক একথা বলেন। তিনি বাম জমানার প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়িকা বিজিতা নাথের নামও উল্লেখ করেছেন তাঁর বক্তব্যে।

তিনি রোজভ্যালী চিটফান্ড সংস্থা রাজ্য থেকে প্রায় দশ হাজার কোটি টাকা নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে বলে উল্লেখ করেন। রোজভ্যালী ছাড়াও আরও কয়েকটি চিটফান্ড সংস্থার নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, যতগুলি চিটফান্ড রাজ্যের সাধারণ জনগণের কষ্টার্জিত টাকা আত্মসাৎ করেছে সবগুলর শিকড় পশ্চিমবঙ্গে। তিনি বলেন, রোজভ্যালী পার্কের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেছেন রোজভ্যালী ভাল করছে এবং তাতে টাকা বিনিয়োগ করার জন্য। শুধু মানিক সরকারই নয় অন্যান্য মন্ত্রিরাও এক্ষেত্রে জনগণকে উৎসাহিত করেছেন।

এরাজ্যে একটি অর্থবছরে যে পরিমাণ টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয় তার থেকে বেশী টাকা রোজভ্যালী নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। প্রায় দশ হাজার কোটি টাকা নিয়ে গিয়েছে রোজভ্যালী। সিপিএমের সমস্ত বহু নেতা কর্মী চিটফান্ড রোজভ্যালীর এজেন্ট ছিলেন। হাজার হাজার যুবক যুবতী কাজ করেছেন। লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে রোজভ্যালী। রাজ্যের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ থেকে শুরু করে চাকুরীজীবীরাও রোজভ্যালীর খপ্পরে পড়ে গিয়েছিলেন। দুই কিংবা তিন বছরে দ্বিগুন টাকা ফেরতের প্রলোভন দেখানো হয়েছে। আর তাতেই রাজ্যের মানুষ ওই চিটফান্ডে টাকা গচ্ছিত রাখেন এবং প্রতারণার শিকার হন। এমর্মে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক।

গুলিকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত সমীর বণিক জেল হেফাজতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। বাড়িতে ঢুকে মহিলাকে গুলি করার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সমীর বণিককে বুধবার পুলিশ রিমান্ড শেষে আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ। আদালত তাকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে।

এ-বিষয়ে সরকারি আইনজীবী জানিয়েছেন, শহরতলির ভুবনবনে শিবাণী সরকারকে তাঁর বাড়িতে ঢুকে গুলি করার ঘটনায় পুলিশ গত ১৭ নভেম্বর জনৈক সমীর বণিককে গ্রেফতার করেছিল। তার পাঁচদিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়েছিল। আদালত চারদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছিল। তিনি জানান, আজ পুলিশ রিমান্ড শেষে তাকে আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ। আদালতে পুলিশ আজ তদন্ত রিপোর্ট এবং সিডি পেশ করেছে। সাথে তাকে জেল হেফাজতের আবেদন জানিয়েছে। তিনি বলেন, আদালত উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে স্বামীর বণিককে আগামী ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে।

প্রসঙ্গত, গতকাল ভোরে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ ওই ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে রামনগর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের দাবীতে ফটিকরায়ে পথ অবরোধ উপজাতি মহিলাদের

পানীয় জলের দাবীতে ফটিকরায়ের ডেমডুমে মহিলাদের পথ অবরোধ বুধবার। ছবি নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২০ নভেম্বর।। পরিবর্তনের ত্রিপুরায় কোন না কোন সমস্যা নিয়ে পথ অবরোধ বলতে গেলে নিত্য দিনের ঘটনা হয়ে পড়েছে। তবুও সমস্যা সমাধানের বিষয়ে সরকারের কোন পদক্ষেপ নেই বলে অভিযোগ। এলাকার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় বিধানসভার ডেমডুম এডিসি ভিলেজের দুটি পৃথক পৃথক জায়গায় রাস্তা রুখ করলো এলাকার প্রমিলা বাহিনী। এলাকার ডুমডুম এবং রবীন্দ্র পাড়া এই দুইটি জায়গায় সকাল সাতটা থেকে এলাকার রাস্তা, পানীয় জলের ব্যাবস্থা করা, স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের দাবীতে আচমকা অবরোধে বসে পড়ে উপজাতি প্রমিলা বাহিনী।

উল্লেখ্য দীর্ঘদিন ধরেই এই এডিসি উপজাতি এলাকাটিতে সংশ্লিষ্ট সমস্যা সহ আরও বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত এলাকার বাসিন্দারা।চলাচলের জন্য তাদের নেই সুস্থ রাস্তা, নেই পানীয় জলের কোন সুবন্দোবস্ত, চিকিৎসার জন্য প্রত্যন্ত এলাকাটিতে নেই কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

এইসব ইসুকে সামনে রেখেই বুধবার প্রথমে এলাকার প্রমীলা বাহিনী ২০৮ নং জাতীয় সড়কের ডেমডুম-কমলপুর রাস্তা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধীতায়

৫ ডিসেম্বর ১২ ঘণ্টার জাতীয় সড়ক ও রেল অবরোধের হুশিয়ারী আইএনপিটি'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে রাজ্যে ১২ ঘণ্টার জাতীয় সড়ক এবং রেল অবরোধের ডাক দিয়েছে উপজাতি ভিত্তিক আঞ্চলিক দল 'ইন্ডিজিনিয়াস ন্যাশনালিস্ট পার্টি অব তুইপ্রা' সংক্ষেপে আইএনপিটি। আগামী ৫ ডিসেম্বর ওই কর্মসূচি পালন করা হবে বলে জানিয়েছেন দলের সভাপতি বিজয়কুমার রাঙ্খল। ওইদিন বড়মুড়া পাহাড়ের চম্পকনগরের চন্দ্রসাধুপাড়ায় জাতীয় সড়ক এবং ভৃগুদাসপাড়ায় রেল অবরোধের ঘোষণা করেছেন তিনি। অন্য রাজনৈতিক দলগুলিকেও তাঁদের প্রতিবাদী কর্মসূচিকে সমর্থন এবং যোগ দেওয়ার জন্য তিনি আবেদন

জানিয়েছেন বলে জানান। চলতি সংসদ অধিবেশনে এই বিল পেশ না করে স্থায়ীভাবে সিদ্ধান্ত বাতিলের জন্য কেন্দ্রের প্রতি আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি।

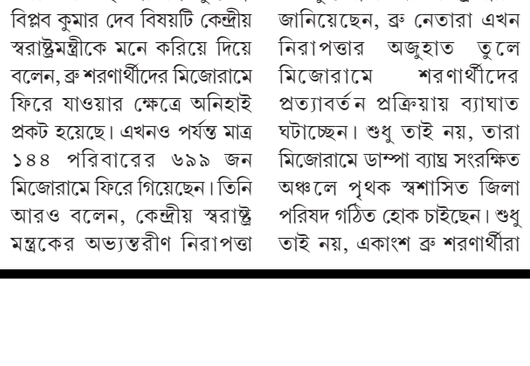

বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে বিজয়বাবু বলেন, আইএনপিটি-র কেন্দ্রীয় কার্যকারিণী কমিটির বৈঠকে বিভিন্ন আলোচনার পাশাপাশি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করতে এই কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পেশ করবে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু, এই বিল পাস হলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দাদের, বিশেষ করে এই অঞ্চলের ভূমিপুত্রদের সর্বনাশ হবে। তাঁর বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে আইএনপিটি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের প্রতিবাদে আন্দোলন জারি রেখেছে। তাছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনও এই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবি বাজারে উচ্ছেদ অভিযান পুর নিগমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর ।। রাজধানীর জিবি বাজার এলাকায় বুধবার সকাল থেকে জবরদখলমুক্ত অভিযানে নেমেছে আগরতলা পুর নিগমের টাস্ক ফোর্স। সরকারি জায়গা দখল করে যারা দোকান ঘর কিংবা বারান্দা তৈরি করেছিলেন সেগুলি ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার সৌন্দার্যায়ন ও যানজট সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে প্রশাসন কোমর বেঁধে ময়দানে নেমেছে। জিবি আইটিআই রোডে অভিযান চালায় পুর নিগমের টাক্সফোর্স বাহিনী। জবরদখলকারীদের আগাম নোটিশ পাঠিয়ে দোকানপাট সরকারি জায়গা থেকে সরিয়ে নিতে বলা হয়েছিল।

মঙ্গলবার দু'বার সকাল ও বিকালে মাইক যোগে প্রচার করে শেষবারের মতো সতর্ক করা হয়। অনেকেই দোকানপাট অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছেন। যারা সরিয়ে নেননি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরায় স্থায়ী বসবাসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। ৪০০-৫০০ রিয়াং শরণার্থী পরিবারকে ত্রিপুরাতেই স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা হোক, চাইছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে লেখা চিঠিতে এই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কারণ, ত্রিপুরায় আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনে অধিকাংশই অনিহা প্রকাশ করেছেন। ফলে, রিয়াং শরণার্থীদের নিয়ে স্থায়ী সমাধানের জন্যই এই পথ খুঁজে বের করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকার, মিজোরাম ও ত্রিপুরা সরকার এবং ব্রু শরণার্থী সংগঠনের নেতাদের মধ্যে হওয়া চুক্তি অনুযায়ী ৩ অক্টোবর থেকে রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই প্রক্রিয়া ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে বলে স্থির হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বিষয়টি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, ব্রু শরণার্থীদের মিজোরামে ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনিহাই প্রকট হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মাত্র ১৪৪ পরিবারের ৬৯৯ জন মিজোরামে ফিরে গিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা শাখার প্রধান সচিবের ব্রু নেতাদের সাথে বৈঠক সত্বেও পরিস্থিতিতে কোনও অগ্রগতি হয়নি। বরং সম্প্রতি ব্রু শরণার্থীরা দশদা-আনন্দবাজার রাস্তা ত্রাণ সামগ্রীর জন্য অবরোধ করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানিয়েছেন, ব্রু নেতারা এখন নিরাপত্তার অজুহাত তুলে মিজোরামে শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, তারা মিজোরামে ডাম্পা ব্যাঘ্র সংরক্ষিত অঞ্চলে পৃথক স্বশাসিত জিলা পরিষদ গঠিত হোক চাইছেন। শুধু তাই নয়, একাংশ ব্রু শরণার্থীরা ত্রিপুরাতেই বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের স্থায়ী বসবসারে সুযোগ দেওয়ার দাবী তুলেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী ওই চিঠিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে মনে করিয়েছেন, ১৯৯৭ সালে মিজোরাম থেকে ব্রু জনজাতি ৫০৮২ পরিবারের ৩৪ হাজার মানুষ উত্তর ত্রিপুরা জেলায় কয়েকটি শিবিরে আশ্রয় নেয়। তিনি বলেন, এটা আমরা কোনও ভাবেই মেনে নিতে পারি না, এই দেশের নাগরিকস্বদেশেই শরণার্থীর জীবনযাপন করুক। তাতে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রভাব পড়ে। তাই, ব্রু শরণার্থীদের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চাইছেন তাদের সুযোগ দেওয়া হোক বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এক্ষেত্রে মিজোরামে প্রত্যাবর্তনে ব্রু শরণার্থীদের যে প্যাকেজ ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, একই প্যাকেজ এরাজ্যে বসবাস করতে চাইছেন যারা তাদের দেওয়া হোক।

মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠিতে বলেছেন, ব্রু শরণার্থীদের এরাজ্যে স্থায়ী বসবাসের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জমি অন্যতম প্রধান সমস্যা। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এটিএম হ্যাক ঃ বিদেশেও জাল বিস্তার করেছিল তুর্কির ওই দুই হ্যাকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। এটিএম হ্যাকারদের কীর্তি ফাঁস হতেই পুলিশের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে। শুধু ত্রিপুরা নয়, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের পাশাপাশি সূদর শ্রীলঙ্কাতেও তারা এটিএম হ্যাকিংয়ের থাবা বসিয়েছিল। ত্রিপুরার সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চ জানিয়েছে, ২০১৪ সালে শ্রীলঙ্কাতে তাদের এমনই গতিবিধি সামনে এসেছে। তবে, ওই চারজন হ্যাকারকে ত্রিপুরায় আনা সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কারণ, এটিএম জালিয়াতি ত্রিপুরা বাদে অন্যান্য রাজ্যে আরও বেশি পরিমাণে হয়েছে। ফলে, ওই চারজনকে কোন রাজ্যের পুলিশ হেফাজতে নেবে সেই প্রশ্ন উঠেছে।

ত্রিপুরা সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চ সূত্রে জানা গেছে, এটিএম হ্যাকিংয়ের ঘটনায় ধৃত দুই তুর্কির বাসিন্দা একই ধরনের অপরাধ ২০১৪ সাল থেকে করছেন। সূত্রের দাবি, ২০১৪ সালে তারা শ্রীলঙ্কায় একই ধরনের অপরাধ করেছে। শুধু তাই নয়, গত কয়েক বছরে আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গেও তারা হ্যাকিংয়ের থাবা বসিয়েছে। ক্রাইম ব্রাঞ্চ সূত্রে জানা গেছে, মুম্বাই পুলিশও তাদের খুঁজছে।

তুর্কির ওই হ্যাকাররা প্রত্যেক জায়গায় এটিএম কার্ড ক্লোন করে হ্যাকিংয়ের জাল ছড়িয়েছে। এর মাধ্যমেই তারা মানুষের ব্যাঙ্ক একাউন্ট থেকে টাকা তুলে নিয়েছে। সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চ সূত্রে খবর, তাদের কাছে ভুয়ো পাসপোর্ট মিলেছে। তারা ওই পাসপোর্টের সহায়তায় প্রতিনিয়ত বিভিন্ন দেশে ঘোরাফেরা করেছে। সূত্রের দাবি, এখন পর্যন্ত কল্পনাতীত টাকা মানুষের ব্যাঙ্ক একাউন্ট থেকে হ্যাকিং করে লুটেছে। সূত্রের আরও দাবি, ত্রিপুরায় বিভিন্ন এটিএম হ্যাক করে টাকা লুট করার পর ওই ভারতীয় মুদ্রা আমেরিকান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৬ ◻ সংখ্যা ৪৪ ◻ ২১ নভেম্বর ২০১৯ ইং ◻ ৪ অগ্রহায়ণ ◻ বৃহস্পতিবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

বাঁশ শিল্পের জয়গান

ত্রিপুরা ছোট রাজ্য হইলেও তাহার ইতিহাস অতি প্রাচীন বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন রাজ্যপাল রমেশ বৈশ। মঙ্গলবার আগরতলায় বেম্বো এন্ড কেইন ডেভলাপমেন্ট ইনস্টিটিউটে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাফট এক্সচ্যাঞ্জ প্রোগ্রামের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, মহাভারতেও তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ত্রিপুরা যে প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ তাহার উল্লেখ করিয়া রাজ্যপাল রাজ্যের বাঁশ শিল্পীদের উৎসাহিত করিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়াছে বলিয়া জানাইয়াছেন। ত্রিপুরা বাঁশ উৎপাদন বাড়াইতে বেম্বো মিশন কতখানি কার্য্যকরী ভূমিকা নিতে পারিয়াছে তাহা নিয়াও প্রশ্ন উঠিয়াছে। ত্রিপুরার পাহাড়ে বাঁশ তো প্রায় উধাও। যেভাবে বাঁশের কড়ুল তুলিয়া আনা হইতেছে সেই অনুযায়ী তো বাঁশের চাষ হইতেছে না। ফলে, বাঁশের অগ্নিমূল্য দেখা দেওয়ায় সাধারণ মানুষ আর পারতপক্ষে বাঁশের উপর নির্ভর করিতে চায় না। অনাদিকাল ধরিয়া ত্রিপুরায় বাঁশ অবদান যুগাইয়া চলিয়াছে। অতীতে বিশেষ করিয়া রাজন্য আমলে তো ত্রিপুরা ছিল বাঁশ নির্ভর। অধিকাংশ বাড়ী ঘরই নির্মাণ হইত বাঁশ দিয়া। বাঁশ এরাজ্যের জীবন যাত্রা, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিত। আজ বাঁশের জন্য আমাদের সামনে নতুন করিয়া ভাবনা আসিয়াছে। বাঁশ শিল্পও যে লাভের মুখ দেখাইতে পারে তাহা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু, বাঁশ তো প্রায় নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। শিল্পীরা উৎসাহিত হইয়া শিল্পের বিকাশ ঘটাইবে কিভাবে? ত্রিপুরা প্রাচীন রাজ্য হইলেও এরাজ্যের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়িয়া উঠে নাই। ত্রিপুরার রাজার রাজত্বে উপজাতিদের দারিদ্রতা বাড়িয়াছে। এই দারিদ্র মুক্তির জন্য রাজন্য যুগে কোনও কর্মসূচী নেওয়া হয় নাই। বরং রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলে রাজা কড়া হাতে দমন করিতে কসুর করিতেন না। রাজার রাজত্বে উপজাতিরা বাঁশ ইত্যাদি শিল্পে নিয়োজিত ছিল তেমন তথ্যও খুব একটা নাই। ত্রিপুরা যদি মহাভারতে উল্লেখ থাকে তাহা হইলে এই রাজ্যের এমন দৈন্যদশা ছিল কেন? রাস্তাঘাট ছিল না। ত্রিপুরা ছিল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন একটি রাজ্য। এই রাজ্যের প্রাচীনত্বের গৌরব রাজ্যবাসীকে তেমন আলোড়িত করে না। এই পার্বতী রাজ্যটি যুগ যুগ ধরিয়া বঞ্চিতই রহিয়া গেল। রাজন্য যুগ হইতে গণতন্ত্রে উত্তরণের ইতিহাস আছে। ভারতভুক্তিতে অংশ নেওয়ার পরই তো এই রাজ্যের উন্ননযন কর্মযজ্ঞ হাতে নেওয়া হয়। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক চালু হয় স্বাধীনতার পরই। তখন সড়াক নির্মাণে কাহারা বাধা দিত, শ্রমিক খুন করিত কাহারা, সেই ইতিহাস কি মুছিয়া গিয়াছে? প্রাচীন রাজ্য হইলেও ত্রিপুরা পিছনেই হাটিয়াছে। বাঁশ বেত তখনও প্রাণবন্ত ছিল। কিন্তু, রাজ্যের মানুষ সেখানে বাঁশকে অবলম্বন করিয়া বাঁচিবার পথ করিতে পারে নাই। আজ রাজ্যে বাঁশ যখন অগ্নিমূল্য, উৎপাদন যখন নিম্নমুখী তখন বাঁশ নিয়া স্বপ্ন দেখা শুরু হইয়াছে। প্রাচীন এই রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর থাকিলেও এই সম্পদ ব্যবহার করিয়া তেমন কোনও প্রকল্প তো গড়িয়া উঠিতেছে না। ত্রিপুরায় এক সময় কাগজ কল স্থাপনের জন্য উত্তর ত্রিপুরায় ভিত্তিপ্রস্তর পর্য্যন্ত স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু, চক্রান্ত করিয়া তাহা আসামের পাঁচগ্রামে স্থাপন করা হইয়াছিল। সেই কাগজ কলকে লাটে তুলিয়াছে একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা। রক্ত চোষার দল কাছাড় পেপার মিলের মৃত্যু ঘন্টা বাজাইয়া ছাড়িয়াছে। বাঁশ ত্রিপুরার অর্থনীতিতে কি ভূমিকা পালন করিতে পারে তাহা নিয়াই প্রকল্প রচনা করিতে হইবে। কোনও পরিকল্পনা ছাড়া বাঁশ নিয়া শিল্পের বড়াই করা ঠিক হইবে না। আগে বাঁশ উৎপাদনে জোর দিতে হইবে। ত্রিপুরায় বনকে বাঁচাইতে হইবে। বন দস্যুদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না নিলে বন তো সাবার হইয়া যাইবে। বাঁশ নিয়া শিল্পের জয়গান সার্থকতার ছোঁয়া কতখানি পাইবে তাহাই এখন দেখিবার বিষয়।

বুধবার উর্ধমুখী সেনসেক্স

মুম্বাই, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : বুধবার বাজার খোলার পরেই ৩০০ পয়েন্টের বেশি উঠল সেনসেক্স। মূলত রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের শেয়ারের দাম বাড়ার জন্যই চাঙ্গা বাজার। ৮৭ পয়েন্টের বেশি উঠেছে নিফটিও। ভারতী এয়ারটেল ও ভোডাফোনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মোবাইলের মাসুল বাড়াতে পারে রিলায়েন্স জিও। তার পরেই বুধবার তার শেয়ারের দাম বাড়ে ৪.০৫ শতাংশ। এর পাশাপাশি টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস, লার্সেন অ্যান্ড টুব্রো, ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক, ভারতী এয়ারটেল, ওএনজিসি এবং আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কেরও শেয়ারের দাম বেড়েছে। এর ফলেই সেনসেক্স ৩৪৬ পয়েন্ট বেড়ে পৌঁছেছে ৪০,৮১৬-এর ঘরে। অন্যদিকে নিফটি ৮০ পয়েন্ট বেড়ে পৌঁছেছে ১২,০২০-এর ঘরে। অন্যদিকে এফএমসিজি সেক্টরের বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার পড়েছে ০.৬ শতাংশ। বড় কোম্পানিগুলির শেয়ারের দাম যেমন বেড়েছে, সেই তুলনায় মিড ও স্মল ক্যাপ শেয়ারের দাম তেমন বাড়েনি। এদিন যে কোম্পানিগুলির শেয়ারের দাম কমেছে, তাদের মধ্যে আছে ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ, ভারতী ইনফ্রাটেল, আইটিসি, এনটিপিসি, ইছার মোটর্স, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক এবং নেসলে ইন্ডিয়া।

বোমাবাজিতে উত্তপ্ত ভেটাগুড়ি

দিনহাটা, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : বোমাবাজিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহারের দিনহাটার ভেটাগুড়ি। মঙ্গলবার রাতে ভেটাগুড়ি বাজার এলাকার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

একটি গাড়ি থেকে পরপর বোমা ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে দিনহাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বেশ কয়েকটি তাজা বোমা উদ্ধার করে। ঘটনায় তৃণমূল ও বিজেপি একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে। উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগে ভেটাগুড়ির খারিজা বালাডাঙা গ্রামে একটি বোমা তৈরির কারখানার হদিশ পায় পুলিশ। সেখান থেকে বেশকিছু তাজা বোমা ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার হয়।

করিমগঞ্জের হাতিখিরায় শিবমন্দিরে বুনো হাতির ভাঙচুর, আতঙ্কিত নাগরিককুল

পাথারকান্দি (অসম), ২০ নভেম্বর (হি.স.) : ফি বছরের মতো এবারও বুনো হাতির দল করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকায় ব্যাপক উপদ্রব চালিয়েছে। দামালের দল এবার কেবল খেতে সোনালি ধান সাবাড় করেই ক্ষান্ত নেই, হামলা চালিয়েছে মন্দিরেও। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, পাঁচটি বুনো হাতির এক দল হাতিখিরা চা বাগানের সাত নম্বর লাইনে বহু পুরনো শিবমন্দিরে হানা দিয়ে ভাঙচুর চালিয়েছে। নাটমন্দিরের দুটি পাকা খুঁটি ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে দামলরা। ঘটনার সময় মন্দিরের সেবাইত পালিয়ে প্রাণে বেঁচেছেন। গত মাসাধিককাল ধরে পাথারকান্দির লোয়াইরপোয়া ব্লকের হাতিখিরা বাগান এলাকায় অবস্থান করেছে পাঁচটি মহিলা বুনো হাতিরদল। এরা বিস্তীর্ণ এলাকার চাষিদের খেতে পড়ে পাকা ধান খেযে তছনছ করে দিচ্ছে। হাতির উপদ্রবে আতঙ্ক বিরাজ করছে এলাকায়। উদ্ভূত সমস্যার স্থায়ী সমাধান সূত্র বের করতে ভুক্তভোগীরা জেলাশাসক আনবামুথান এমপি, ডিএফও এমএন ডেকা, সর্বোপেরি বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। পাঁচটি মহিলা বুনো হাতি দল বেঁধে এলাকার অসম-ত্রিপুরা ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন ডেঙ্গারবন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি) লাগোয়া হাতিখরার পাঁচ, সাত, আট, আঠান্ন, চৈলতাগুল প্রভৃতি গ্রামের চাষিদের উৎপাদিত সোনার ফসল পাকা ধানে হানা দিয়ে তছনছ করে দিচ্ছে। একে বাগানে গত দেড়মাস ধরে চলছে লকআউট। তার ওপর মাঠের ধানও উধাও হয়ে যাওয়ায় চাষিদের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়েছে।ভুক্তভোগীরা জানান, গত কয়েকদিনে এলাকার প্রায় ৩০ বিঘা খেতের পাকা ধান বুনো হাতি তাণ্ডবে তছনছ হয়ে গেছে। বিষয় সম্পর্কে পাথারকান্দি রেঞ্জ ফরেস্ট দফতর অবশ্য নেই। বুনো হাতির ভয়ে এলাকার জনগণ নিজেদের জানমাল রক্ষা করতে টিন বাজিয়ে, আগুনের মশাল জ্বালিয়ে, বাজি-পটকা পুড়িয়ে রাত জেগে প্রহরা দিচ্ছেন। এমন-কি অনেকে নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন বলেও জানান তাঁরা।

বিজেপিকে আটকাতে মহারাষ্ট্রে লড়াই

অপূর্ব দাস

দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বর্তমানে দুটি নাট্যপালা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রথমটির নাম 'মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি'। দ্বিতীয়টির নাম 'চলো সরকার গড়ি'। রঙ্গশালার নাম মহারাষ্ট্র। সেখানে অভিনীত হচ্ছে সরকার গড়া নিয়ে চড়া নাটক। অংশ নিয়েছে চার চারটি দল ও প্রায় আড়াইশো কুশীলব। তাঁরা আবার কখনও হোটেলে থাকে। দল ভাঙানিয়ার খেলায় ইদানিং, 'রিসট রাজনীতি' বাজারে চালু হয়েছে। প্রথম পর্বে সরকার গড়ার ক্ষেত্রে বড় শরিক বিজেপি ও ছোট শরিক শিবসেনা পালা আপাতত শেষ হয়ে গেছে। ফলাফল অমীমাংসিত। অনেকের বিশ্বাস আবার ঘুরেফিরে সেই পালা ফিরলেও ফিরতে পারে। প্রথম ধাপে বিস্তর টানাপোড়েন শেষে দুই দল ব্যর্থতার দায় চাপিয়েছে পরস্পরের ঘাড়ে। অন্য দুই দল রঙ্গতামাশা দেখেছে। এখন চলছে দ্বিতীয় অঙ্ক। মঞ্চে এই পর্বে এন্ট্রি নিয়েছে পিছনের স্টেজে দাঁড়িয়ে থাকা দুটি দল। এবার ফ্রন্ট স্টেজ থেকে সরে গিয়ে বিজেপি ইউংসের অন্তরাল থেকে তীক্ষ্ণ নজরে রাখছে তার পুরনো শরিক শিবসেনা ও শত্রু শিবিরের দুই দল কংগ্রেস ও এনসিপিকে। শিবসেনার সঙ্গে অচ্ছুত দুই দলের গলা জড়াজড়ি দেখে তাজ্জাব হলেও গেরুয়া শিবির এক অসম জোট গড়ার খেলা দেখছে। মাপছে জল কতদূর গড়ায়।

অথচ প্রাথমিক চিত্রনাট্য যা লেখা হয় তাতে এমনটা হওয়ার কথা নয়। বিধানসভা ভোটের ফলে ঘোষণার দিন ২৪ অক্টোবর কিন্তু কেউ অনুমান করতে পারেনি যে সরকার গড়া নিয়ে সাসপেন্স এই পর্যায়ে পৌঁছবে। রাজ্যে বিজেপি শিবসেনার দোস্তি ৩০ বছরের। সরকারও ছিল তাদের। জোট বেঁধেই আসন বাঁটোয়ারা করে ভোটের আসরে নামে দুই শরিক। কিন্তু দু'দলের বন্ধুত্বের জোড় যে আলগা হয়ে গেছে তা কি টের পাওয়া যায়নি? যারা জানে তার জানে, শিবসেনা মাঝে মাঝে বড় ভাইয়ের কাজের সমালোচনা করত। কটাক্ষ করত দলের 'সামনা' মুখপত্রে। বিজেপি সব হজমে করে যেত। বৃহত্তম দল হিসেবে বিজেপি আধিপত্য বিস্তার করছিল নিঃশব্দে। শুধু মহারাষ্ট্র নয়, অন্য রাজ্যেও। অস্তিত্ব রক্ষার বিপন্নতা চেপে বসেএনজিএ জোটে থাকা ছোট শরিকদের মধ্যে। শিবসেনা কি সেই জন্যই বেপরোয়া হয়ে মুখ্যমন্ত্রী পদের অর্ধেক মেয়াদের ভাগ চেয়ে গোঁ ধরে বসল? এই যুক্তি কিন্তু খারিজ করে দেওয়া যায় না। যে দল মারাঠাভূমকে ভিত্তি করে এবং মারাঠিদের সম্বল করে মাথা তুলে উঠেছে সেই রাজ্যে বিজেপি ছড়ি ঘোরাবে আর তারা সেকেন্ড ইন কম্যান্ড লেজুড়বৃত্তি করে যাবে কতদিন? এ তো নিজভূমে পরবাসী হয়ে থাকা। ছায়ার নীচে থাকলে গাছ বাড়ে না। দলের প্রসার ঘটাতে চ্যালেঞ্জ ছোড়ে শিবসেনা। নেপথ্যে উস্কানিও রয়েছে। শরদ পাওয়ার ভোটের ফল ঘোষণার পর উদ্ধবকে ফোন করে বলেছিলেন বিজেপির সঙ্গে থাকার বিপদের কথা। বোধহয় অহংবোধে ঘা খেয়ে মরিয়া হয়ে বাজি খেলায় নামেন শিবসেনার প্রধান উদ্ধব ঠাকরে। তিনি জানেন বাঘের পিঠে চড়েছেন। ঝুঁকি নিয়েই চাল দিয়েছেন। এসপার ওসপার একটা হবেই। সেই খেলার পরিণতি দেখতে সাগ্রহে বসে আছেন সবাই।

তবে অঙ্কের হিসেবে বিজেপিরই মুখ্যমন্ত্রীর পদ প্রাপ্য ছিল। বিধানসভার ২৮৮ আসনের মধ্যে কেউই গরিষ্ঠতা পায়নি এককভাবে। বিজেপি ১০৫ আসন পেয়ে বৃহত্তম দল হিসাবে প্রশাসনের শীর্ষপদের দাবিদার হয়। কিন্তু বাদ সাধল শরিকের লোভ। বিজেপির থেকে অর্ধেক আসন ৫৬ পেয়েও সিংহাসনের অর্ধেক ভাগ চাইলেন উদ্ধব। প্রশ্ন উঠেছে, তার কি বড় ভাইয়ের মধ্যেও লোকসভার ভোটে ৩০৩ আসনের জোরে শরিকদের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব এসেছে? ক্ষমতার অলিন্দে চোখকান খোলা রাখলেই তা বোঝা যায়। গরিষ্ঠতার অভাবে বিজেপির ছড়ি ঘোরানোর দিন শেষ হয়েছে বুঝেই মোক্ষম চাল দেয় শিবসেনা। দাবি জানায়, কুর্সি আধা ভাগের। টানাপোড়েন চলে ১৮ দিন। নিঃসন্দেহ দুই দলের মধ্যেই অহংকার বাসা বাঁধে। বিজেপি চেষ্টা করে মান ভাঙাতে মাঝারি গোছের নেতাকে দিয়ে। কিন্তু 'মাতশ্রী'র বন্ধ দরজার ওপার থেকে উদ্ধব মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সির ভাগ ছাড়া কথা বলতে নারাজ বলে জানিয়ে দেন। বড় হয়ে ওঠে শিবসেনার জাত্যাভিমান। রাজ্যের কাণ্ডারি হতে চাওয়ার অদম্য আকাঙ্ক্ষা এবং বিজেপির আগ্রাসী চেহারায় শঙ্কিত হয়ে নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারতেও পিছপা হয়নি শিবসেনা। এ সেই নিজের নাককেটে অন্যের যাত্রাভঙ্গের মতো। নাহলেহয়ত মহারাষ্ট্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে ক্ষমতার ভাগ নিয়ে ঘরোয়া বিবাদে পাড়াপড় শিরা না গলানোর সুযোগ পেত না। যদিও রাজনৈতিক অস্থিরতা কাটাতে বিধানসভা জিইয়ে রেখে শেষপর্যন্ত জারি হয়েছে রাষ্ট্রপতি শাসন। শিবসেনা যে এমন একটা চাল দেবে তা কিন্তু আগে থেকে বোঝা যায়নি। বিজেপির মতো প্রভাবশালী দলের সঙ্গে পাঙ্গা নেওয়ার মতো চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন ঠাকরে। মহারাষ্ট্রের মসনদে বুমিপুত্রের অধিকার কায়েম করার জন্য ভাবাবেগের তাস খেলেছে শিবসেনা। এমনকী ৩০ বছরের পুরনো জোট ভেঙে দিতেও কসুর করেনি। বিজেপি সবচেয়ে পুরনো দোস্ত শিবসেনার সঙ্গে হিন্দুত্ব লাইনে হাত

এখন সেই পথ ধরেছে। আরেক মারাঠা শক্তি এনসিপি নেতা শরদ পাওয়ারের সঙ্গে তালমিল খুঁজে সুযোগ নিচ্ছেন উদ্ধব অঙ্ক বদল করেন ভোটের আগে। ছেলে আদিত্যকে নির্বাচনে দাঁড় করান। ছেলেকে মুখ্যমন্ত্রী করার দাবিতে অর্ধেক ভাগ চান ক্ষমতার। যাকে কেন্দ্র করে সংঘাত বেঁধেছে। অনেকে বলতে শুরু করে বাঘের দাঁতে আর জোর নেই, কামড় দেবে কী করে? শিবসেনার প্রতিপত্তি ও গৌরব ফিরিয়ে আনতেই বড় বাজি ধরেছেন উদ্ধব। সেকারণে কংগ্রেস এখন আর তাঁদের প্রধান প্রতিপক্ষ নয়। হয়ত গোড়ায় শিবসেনা ভেবেছিল, এনসিপি ৫৪ জন ও কংগ্রেসের ৪৪ বিধায়ক যখন সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে বহু দূরে তখন সেনার ডাক শুনেই ছুটে আসবে এনসিপি ও কংগ্রেস। বাস্তবে যে তা হয়নি সেটা স্পষ্ট হয়ে গেছে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে সরকার গড়ার প্রথম প্রয়াসে। শিবসেনা এ ক্ষেত্রে বড় ঝুঁকি নিয়েছে বোঝাই যায়। বাজি ধরে জিততে না পারলে অস্তিত্বের সংকটে পড়বেন উদ্ধব। প্রয়াস সফল হলে নতুন করে জোট রাজনীতি চাঙ্গা হবে। ঘটবে রাজনৈতিক সমীকরণ। ব্যর্থ হলে শিবসেনার একুল ওকুল দুকুলই যাবে। কংগ্রেসেরও একই সংকট। কারণ শিবসেনা হিন্দুত্ব লাইনের সঙ্গে লম্বা ইনিংস খেলা কংগ্রেসের পক্ষে কঠিন। যদিও একসময় বালাসাহেব ইন্দিরা গান্ধির জরুরি অবস্থা ঘোষণাকে সমর্থন করে। পরে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে ভোটেও লড়াই করে। আশির দশক থেকে আদায় কাঁচকলার সম্পর্ক দাঁড়ায়। দুই দল দুই মেরু থেকে লড়াই করেছে। এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তেলে জলে মিশ খাওয়াতে নেমেছেন ৭৮ বছর বয়সী ধুরন্ধর রাজনীতিক শরদ পাওয়ার। সোনিয়া গান্ধির কাছে উদ্ধবকে নিয়ে যাওয়ার পিছনে তাঁরই হাতযশ। কংগ্রেসের মধ্যে শিবসেনার দিকে ঝোঁকা নিয়ে দলের অন্দরেই বিস্তর মতভেদ রয়েছে। দীর্ঘদিন ক্ষণতার বৃত্তের বাইরে থাকা একদল প্রবীণ নেতা ও বিধায়ক শিবসেনারসঙ্গে জোট সরকারে যেতে আগ্রহী। তাঁদের বক্তব্য, তাঁরা একক প্রয়াসে জয়ী হয়েছেন। সরাকারে না গেলে কংগ্রেস দলটাই মুছে যাবে মহারাষ্ট্রে। আবার মেলায়। ৫৩ বছরের পুরনো দল শিবসেনার প্রতিষ্ঠাতা বালাসাহেব হিন্দুত্ব ছাড়াও মারাঠি ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে পায়ের তলার মাটি শক্ত করেছেন। ২০১২ সালে বালাসাহেবের মৃত্যুর পর ছেলে উদ্ধব দায়িত্ব নেন। বালাসাহেবের মতো ক্যারিশমা ও বলিয়ে কইয়ে না হলেও নীতির ক্ষেত্রে তাঁর নমনীয়তা রয়েছে। কথায় বলে, নীতির শ্রেষ্ঠ রাজনীতি। সর্বত্র তার অবাধ গতি। প্রভুত নোংরামি জড়িয়ে থাকে তবু তাকে কেন্দ্র করেই মাতামাতি। রাজনীতিতে তাই চিরশত্রু বলেকিছু হয় না। কালকের শত্রু আজ মিত্র হয়ে যায় রাতারাতি। শিবসেনাও কংগ্রেসের হাইকম্যান্ডের কয়েকজন নেতা বাদ সেধেছেন। তাঁদের যুক্তি শিবসেনার সঙ্গে আদর্শকত দিক বিপরীত মেরুর একটা দলের সঙ্গে সরকার কখনও দীর্ঘস্থায়ী হবে না। আজ না হোক কাল ভাঙবেই। উপরন্ত সংখ্যালঘুর কাছে কংগ্রেসের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যাবে। তিন দলের মধ্যে তুলনায় নিরাপদ অবস্থানে রয়েছে এনসিপি।

ভারতের রাজনীতিতে অনেক সময় অন্ধকার উঁকি দেয়। নীতিগতভাবে সম্পূর্ণ দুই মেরুর বা দুই বা একাধিক দল নীতি বিসর্জন দিয়ে সরকার গড়ে শুধু ক্ষমতার মোহে। পরে ভেঙেও গেছে সেই মিলিজুলি সরকার। এই যেমন কাশ্মীরে বিজেপিও পিডিপির বা বিহারেও সুবিধাবাদী জোট হয় বিজেপির সঙ্গে নীতীশের জেডিইউ-র। গড়তেও যতক্ষণ ভাঙতেও ততক্ষণ। বড় দল হলে সব সময়ই ছোট দলকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। একসময় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল এখন বিজেপির দিকে ভয়ের চোখে তাকায় ছোট দলগুলোও। ছোট দলগুলো আরও ছড়াতে চায়, বৃহৎ দল বিস্তারিত হয়। যেমন পশ্চিবঙ্গের বামফ্রন্ট আমলে সিপিএমের সঙ্গে অন্য বাম দলগুলোর টানাপোড়েন ছিল একারণেই। এভাবেই দড়ি টানাটানি চলতেই থাকে। যেমন ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা বোটের ঢাকে কাঠি পড়তেই শুরু হয়ে গেছে আসনের ভাগ নিয়ে বিজেপির সঙ্গে দুই ছোট শরিক এলজেপি ও আজসুর দ্বন্দ্ব।

ফিরে যাই মহারাষ্ট্রের বৃত্তান্তে। সেখানে অভিন্ন কর্মসূচিকে ভিত্তি করে শিবসেনা এনসিপি কংগ্রেস উঠেপড়ে নেমেছে সরকার গড়তে। বিরোধী আসনে বসার কথা ঘোষণা করেও মহারাষ্ট্রে জনতাকে ফের ভোটের মুখে ঠেলে না জেওয়ার দোহাই দিয়ে তিন দলের বিভেদ ঘুচে গেছে। গেরুয়া দলকে ধনী রাজ্যে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে রাখতে তিনদলই মরিয়া জনয়ার রায় ভেসে গেছে ক্ষমতার গন্ধে। শিবসেনা পাখির চোখ মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি। দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে। উদ্ধব ঠাকরের স্বপ্নপূরণে বাধা হবে না। এনসিপি ও কংগ্রেস। তারা বুঝে গেছে একটু দলাই মলাই করলেই কেকের বখরা সন্তোষজনক হবে। বিরোধী আসনে বসে মধুভাণ্ডের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকাটা হবে মূর্খামি। তার থেকে বুদ্ধিমানের কাজ হবে শাসদণ্ড হাতে পাওয়া। নাইবা হলে পুরোপুরি। সেই জন্যই উদ্ধবের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন ভিন্ন ঘরানার সোনিয়া ও শরদ। ছক তৈরি হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী পদ শিবসেনাকে দিয়ে দুই উপমুখ্যমন্ত্রী হবে কংগ্রেস ও এনসিপিএর। জল যেদিকে গড়াচ্ছে তাতে বিজেপি ও শিবসেনার জোট বাঙানের কিনারায়, যদি না বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব হস্তক্ষেপ করে। দিল্লির সর্বদলীয় বৈঠক বয়কট করেছে শিবসেনা। সংসদেও বিরোধী আসনে বসছে। আগেই মন্ত্রিসভা থেকে সরে এসেছে। অন্যদিকে শরদ পাওয়ারও কোমর বেঁধে নেমে সোনিয়ার সঙ্গে দেখা করে নাটকের চূড়ান্ত অঙ্কে পৌঁছতে চেয়েছেন। এই জোট যদি সফল হয় তাহলে অন্য ছোট দলগুলো ডানা, মেলার সালসা শক্তি পাবে। মহারাষ্ট্রে তিন জোটের সরকার বাস্তবায়িত হলেও কংগ্রেস ও শিবসেনার কাছে ভবিষ্য? ব্যাপক ঝুঁকির। সেদিক থেকে বিজেপি সুবিধানজনক অবস্থায় থাকবে। সেনা ও বিজেপি কথা খেলাপের পারস্পরিক দোষারোপ করলেও ভোটারদের সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গের দায় কিন্তু উদ্ধাবদের ঘাড়েই চেপে বসবে। বিজেপি বলার সুযোগ পাবে যে বৃহত্তম দল হয়েও ন্যায্য অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। মানষের মন থেকে এই আবেগ চট করে মুছে দেওয়া কঠিন।

কিছু পেতে গেলে কিছু ছাড়তে হয়। এই নীতিকথা মেনে কেউ ছাড়ছে আদর্শ, কেউ বৈবিতা। তিন দলের সামনে এখন গাজবের মতো ঝুলছে ক্ষমতা। হাতছানি দিচ্ছে সরকার দখলের স্বপ্ন। বিজেপি নামক বাঘকে ৭মতা থেকে দূরে সরিয়ে অকেজো করে রাখার এই সুবর্ণ সুযোগ একমাত্র মুখই হাতছাড়া করে। তাই আদর্শকে গুলি মেরে সরকার গড়ার দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে আপাত 'অসম জোট'। অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি যার ভিত্তি। সেই ভিত্তিতে রাতারাতি ধস নামার সম্ভাবনা থাকলেও দলের ধনী রাজ্যের সিংহাসন দখল করতে কে না চায়? এ মুহূর্তে মহারাষ্ট্রকেন্দ্রিক দখল রাজনীতির জমজমাট নাটক রুদ্ধশ্বাস মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

জে এন ইউয়ের বিদ্রোহ করা বিরুদ্ধে?

প্রীতীশ নন্দী

আমি যখন তরুণ, কলেজে পড়ি, তখন নকশালবাড়ি আন্দোলন সবে শুরু হয়েছে। আমার অনেক সহপাঠী নিঃশব্দে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। কানে এল, ওরা গ্রামে চলে গিয়েছে চাষি আর ভূমিহীন শ্রমিকদের জন্য লড়তে। ওদের অনেকেই আর ফেরেনি কোনও দিন। আমরা শুনেছিলাম, সেই লড়াইয়ের বছরগুলোয় ওদের মধ্যে কেউ কেউ বড়লোক জমিদার এবং তাঁদের তাঁবেদারি করা স্থানীয় পুলিশের হাতে খুন হয়েছে। বাকিরা অবশ্য ফেরত এসেছিল কয়েক বছর পর, তখন চিন্তিত মা- বাবারা চুপিচুপি দেশের বাইরে পাচার করে দিয়েছিল ওদের—এই আশায় যে, বিদেশে পড়াশোনা শেষ করে তারা ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার লইয়ার কিংবা অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসাবে নিরাপদ, কিন্তু একঘেয়ে জীবনের নিশ্চিন্ত ঘেরাটোপ বেছে নেবে। সেই সময় মা বাবাদের কাছে ছেলেমেয়ের জন্য এসবই ছিল আদর্শ চাকরি।

নকশালবাড়ি চলে যাওয়া তরুণদের অধিকাংশই মোটামুটি উচ্চবিত্ত পরিবারের প্রতিনিধি ছিল। ওরা ওদের 'প্রিভিলেজড' উত্তরাধিকার এবং যে সুবিধাবাদী আরামের জীবনের দিকে ওদের প্রতিনিয়ত ঠেলে দেওয়া হত, ক্লান্তিকর একটা আপাত শ্রদ্ধা ভদ্রতার মুখোশ পরে বসে থাকার যে দীর্ঘ একঘেয়ে জীবনযাপন---তা নিয়ে যথেষ্ট অবসন্ন ছিল। মনে হয়, মুক্তির একটা পথ খুঁজছিল ওরা, একটা কারণ যা ওদের উদ্দীপিত করবে, অনুপ্রাণিত করবে,বিষণ্ণ দৈনন্দিন ছাত্রজীবনের শূন্যতাকে মুছে দেবে। অবশ্য, সেই সময় কলেজে বেশ কয়েকজন ডাকসাইটে শিক্ষক পড়াতেন আমাদের, তাঁদের মধ্যে অর্থনীতিতে অন্যতম ছিলেন সদ্য নোবেলজয়ীর বাবাও। কিন্তু আমাদের সময় বেশিরভাগ তরুণের লক্ষ্যই শুধুমাত্র পড়াশোনা ছিল না। ওরা খুঁজছিল প্রাসঙ্গিকতা বা এখ ধরনের নীতিগত অ্যাডভেঞ্চার। ওরা আসলে চেয়েছিল, চারপাশের অসাম্যের এই পৃথিবীটাকে বদলে দিতে।

তখন ওদের উজ্জীবিত করছিল সেই সময়কার কবিতা, নাটক, চলচ্চিত্র,যেসব অসামান্য গল্প লিখে ফেলছিল লোকজন বা যেসব লিটল ম্যাগাজিনে খবরের কাগজের স্টলগুলো উপচে পড়ছিল সেই সমস্ত কিছুই। ওদের চারপাশের সবকিছু চলতি স্থিতাবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছিল, আর ওরাও, এই তরুণ তরুণীরাও, ঠিক সেটাই করেছিল। আদতে, ওরা আরও একধাপ এগিয়ে ওদের স্বপ্নকে রাজনৈতিক পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে একটা ন্যায্যা, সমদর্শী সমাজের রূপ দিতে চেয়েছিল। আজকে আপনি যা ই শুনুন না কেন, সেসবের বিপরীতে দাঁড়িয়ে সত্যিটা হল এটাই যে, সেদিন কেউ ওদের সমর্থন করতে আসেনি। স্থিতাবস্থাকে প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া কংগ্রেসও নয়, পছন্দ অপছন্দের প্রশ্নে ওদের বড্ড বেশিই 'অ্যানার্কিক' মনে করা কমিউনিস্টরাও নয়, এমনকী, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণিও নয়। মধ্যবিত্তরা শুরুর দিকে ওদের দুঃসাহস, ওদের আদর্শকে শ্রদ্ধার চোখে দেখলেও, পরে রক্তাক্ত উদ্দামতায় মাখা এই রাজনৈতক লড়াইকে নিজেদের পক্ষে যথেষ্ট বিপজ্জনক মনে করে পিছিয়ে আসে।

পৃথিবী জুড়ে গা বাঁচিয়ে চলা মধ্যবিত্তর মতোই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্তরাও, ন্যায্য একটা সমাজ সৃষ্টির ধারণা মনে মনে ভালবাসলেও, সেই পদ্ধতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা হিংস্রতা হজম করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। বরং তারা বেশ ভয়েই পেয়ে গিয়েছেল। সুতরাম, মধ্যবিত্ত বাঙালিই সবার আগে এই ছাত্রছাত্রীদের পাশ থেকে সরে দাঁড়ায়। তাদের বাঁধাধরা বক্তব্য ছিল ছাত্রছাত্রীদের কাজ পড়াশোনা করা, রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামানো নয় দিনবদলের কাজে অধিকার শুধুমাত্রা রাজনীতিকদের। কিন্তু সারা পৃথিবীতেই ছাত্রছাত্রীরা দারুণ বদলে গিয়েছে ততদিনে। ফ্রন্স বিপর্যয়ের মুখে, সঙ্গে জার্মানিও। ঘটনা হল, পশ্চিম ইউরোপের প্রায় পুরোটা জুড়েই একটা বিশাল ওলটলাপলট চলছে তখন। নতুন হিরোদের মধ্যে উঠে আসছে তারিক আলি, রুডি দুৎশকা, ড্যানিয়েল কন বেনডিট (বেশি জনপ্রিয় ড্যানি লে রু' হিসাবে)—সেসব ছাত্রনেতা, যাঁরা মার্কসিজম যৌন স্বাধীনতা ও নানা অ্যানার্কিক ধারণার মিশেলে তৈরি করছেন যেন বা এক ডাইনর মোহময়ী মদমত্ততা। গল সরকারের বিরুদ্ধে ১৯৬৮ সালের মে মাসের যে ছাত্র ও শ্রমিক রিদ্রোহ, তা এই ধরনের বিভিন্ন ছাত্র প্রতিরোধের একটা সম্মিলিত রূপ হয়ে দেখা দিল। কন বেনডিটি এর লিখিত বই অবসোলিট কমিউনিজ দ্য লেফ্‌ট উইংগ অলটারনেটিভ নামের মধ্য দিয়েই কিন্ত এই সামগ্রিক চিত্রটা ব্যক্ত করে দেয়। এই সেই বই যে, স্ট্যালিনিজম, কমিউনিজম ট্রেড ইউনিয়ন নামের নানা প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা করেছে। আবার অন্যদিকে, ঠিক এই সময়ই বব ডিলার লাইছেন দ্য টাইমস দে আর অ্যা চেঞ্জিং। অ্যালেন গিনসবার্গ এর 'হাউল' ইতিমধ্যেই নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে দিয়েছে কবিতার ভবিষ্যৎ। জাঁ কেরুয়াক এর দ্য ধর্মা বাম্‌স ক্লাল্ট হয়ে গিয়েছে। আর বাংলার ছাত্রছাত্রীরা স্লোগান তুলেছে তোমার নাম আমার নাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম মূর্খরাই শুধুমাত্র হো চি মিনকে কমিউনিস্ট ভাবত। বিশ্বজোড়া ছাত্রছাত্রীর কাছে, বিশেষত যে আমেরিকা ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল, সেখানে তিনি হয়ে উঠেছিলেন একজন সেখানে তিনি হয়ে উঠেছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী একজন হিরো। ঠিক যেমন কাস্ত্রো ও।

কিন্তু প্রশ্ন হল, আমি ছয়ের দশকের কথা বলছি কেন এখানে? উত্তরটা খুব সরল। যখনই আলোচনায় জেএনইউ-এর নাম উঠে আসে, প্রতিবাদ শুনি সরকার বলে ছাত্রচাত্রীরা কেবল ছা সংশ্লিষ্ট ত্রছাত্রীই, তাদের একমাত্র কাজ পড়াশোনা করা, রাজনীতি করা নয়। ছাত্রনেতাদের প্রায়শই টুকরে টুকরে গ্যাং হিসাবে তুলে ধরা হয় আর নির্দোষ স্লোগান তোলার অপরাধে তাদের রাষ্ট্রদ্রোহে অভিযুক্ত করা হয়। অথচ ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদ না করলে, কে করবে? যখন আমেরিকায় ছাত্রছাত্রীরা ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে কই, রষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়নি তো। ব্রিটেনে ছাত্রছাত্রীরা 'ব্রক্সিটি'-এর বিরুদেধ প্রতিবাদ করলে তাদের 'অ্যান্টি-ন্যাশনাল' বলা হয় না। ইউরোপে মে বিদ্রোহের সময় কোনও দেশ তাদের ছাত্রছাত্রীদের বিশ্বাসঘাতক বলেনি। তাদের খালি বিদ্রোহী বলে ডাকা হয়েছে। আদাতে কিন্তু সমস্ত ছাত্রছাত্রীই বিদ্রোহী। তারা ক্রটিপূর্ণ পৃথিবীর মধ্যেই আবিষ্কার করে নিজেদের এবং সেই পৃথিবীর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে বারবার।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

শারীরিক অসুস্থতার কারণে তারেক ফিরতে পারছেন না: আব্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ২০।। শারীরিক অসুস্থতার কারণে তারেক রহমান দেশে ফিরতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস। তিনি বলেছেন, সরকারের কূটকৌশলে আজ দেশনেত্রী খালেদা জিয়া জেলে আর তারেক রহমানের মতো নেতা বিদেশে। শারীরিক অবস্থার (অসুস্থতা) কারণে উনি দেশে আসতে পারছেন না। সেখান (লন্ডন) থেকেই তিনি দলের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। বুধবার (২০ নভেম্বর) দুপুরে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নীচতলায় দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৫৫তম জন্মবার্ষিকী উপলে যুবদল আয়োজিত দোয়া মাহফিলে মির্জা আব্বাস এসব কথা বলেন।

বিএনপির নেতৃত্ব নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতাদের বক্তব্যের সমালোচনা করে মির্জা আব্বাস বলেন, বিএনপির নেতৃত্বশূন্য হয়ে যায়নি। সেখান থেকেই তারেক রহমান সাহেব আমাদের দল পরিচালনা করছেন। এটা নিয়ে আবার আওয়ামী লীগের মন্ত্রীরা মাঝে মাঝে লম্ফঝম্ফ করে ওঠেন। বলে ফেলেন- সবকিছু তারেক রহমানের নির্দেশে হচ্ছে।হ্যাঁ ভাই তারেক রহমান সাহেব তো আমার দলের ভাইস চেয়ারম্যান, যা কিছু হয়, মিছিল- মিটিং আন্দোলন সবকিছু-ই তার কথা মতোই তো হবে। আপনাদের কথা মতো করবো নাকি?,প্রশ্ন করেন তিনি।

খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কথা উল্লেখ করে বিএনপির এই নেতা বলেন, আজকে দেশের অবস্থা এমন হয়েছে যে, আমাদের নেত্রী কোন অবস্থায় রয়েছেন, সেটাও আমরা জানতে পারছি না। কিছুদিন পরপর একটা গৃহপালিত মেডিকেল বোর্ড গঠিত হয়। সেই বোর্ড কি বলে তা আমরা বুঝতে পারি না। যা বলা হয়, তা অত্যন্ত ভীতিকর। তারা (সরকার) কি দেশনেত্রী খালেদা জিয়াকে জেলের ভেতরে রেখে মেরে ফেলতে চান?

যুবদলের উপস্থিত নেতাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা কী ভুলে গেছেন নব্বইয়ের আগে এই যুবদল নেতৃত্ব দিয়ে স্বৈরাচার এরশাদকে পরাজিত করেছিল। আজকে তারেক রহমানের জন্মবার্ষিকীতে আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যুবদলের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনুন, এই দেশকে স্বাধীন-সার্বভৌম থাকতে সাহায্য করুন। আমি বিশ্বাস করি যুবদল সেটা পারবে। আমাদের বয়স হয়ে গেছে তবুও বলছি যদি তেমন কিছু করতে পারেন আমাদের পাশে পাবেন।

অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির অপর সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, আজকে এই দোয়া মাহফিলের মধ্য দিয়ে অনেকটাই নীরবে আমরা আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের জন্মবার্ষিকী পালন করছি। কিন্তু সবকিছু যদি নীরবে আমরা অপো করি তাহলে আমাদের দায়িত্বগুলো অনাধিকাল পর্যন্ত এভাবে নীরবেই পালন করবো। জন্মদিন বলতে যে উৎসাহ বোঝায় সেভাবে আমরা কখনই কি পালন করতে পারবো না।তিনি বলেন, আমরা আছি একটি দ্বন্দ্বের মধ্যে। নেত্রীর মুক্তি প্যারোলে নাকি জামিনে!

কিন্তু নেত্রীর মুক্তি যে রাজপথে হয় কেন জানি আমরা এ কথাগুলো বিবেচনায় নিচ্ছি না। কি কারণে যেন মুক্তির জন্য দোয়া মাহফিল, মানববন্ধন ও প্যারোল এবং জামিন নিয়ে বারবার আলোচনা করছি। মনে হয় গণতন্ত্রের নেত্রী খালেদা জিয়া আমাদের কাছে এই ধরনের আচরণ প্রাপ্য নয়।আমরা যদি খালেদা জিয়ার জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে লাখো লোক কারাগারে যাই সেটি হবে তার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা। আমরা যদি রাজপথে গুলি খেয়ে মারাও যাই সেটি হবে গণতন্ত্রের নেত্রী খালেদা জিয়ার প্রতি মনোবল প্রদর্শন করা।

জাতীয়তাবাদী যুবদলের সভাপতি সাইফুল আলম নীরবের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর সঞ্চালনায় দোয়া মাহফিলে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ বুলু, সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী, অ্যাডভোকেট সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট আবদুস সালাম আজাদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

পরিবহন ধর্মঘটে বিএনপির উসকানি দেখছেন কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ২০।। সড়ক পরিবহন আইন সংশোধনের দাবিতে পরিবহন শ্রমিকদের ধর্মঘটের পেছনে বিএনপির উসকানি দেখছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।পেঁয়াজের বাজারে অস্থিরতা এবং লবণের দাম নিয়ে গুজবের পেছনেও বিএনপির উসকানি রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

বুধবার নোয়াখালী স্টেডিয়ামে জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনে মতাসীন দলটির সাধারণ সম্পাদক কাদের বলেন,উসকানি দিয়ে লাভ হবে না, আশা করি আজ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে শ্রমিকরা উঠে যাবে।পরিবহন শ্রমিকদের 'স্বেচ্ছা কর্মবিরতিতে' দেশের দণি পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তরের বেশ কিছু জেলায় গত দুদিন ধরেই বাস চলাচল বন্ধ ছিল।

বুধবার সকাল থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট ও ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কেও দূরপাল্লার বাস চলাচলে বাধা দেওয়ার খবর এসেছে।

এর মধ্যেই সকাল থেকে সারাদেশে শুরু হয়েছে ট্রাক ও কভার্ড ভ্যান ধর্মঘট। ফলে পণ্য পরিবহনে বড় ধরনের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। পাশাপাশি রাজধানীর প্রধান বাস টার্মিনালগুলো থেকে বাস না ছাড়ায় ভোগান্তিতে পড়েছে সাধারণ মানুষ।

আওয়ামী লীগ নেতা শাজাহান খান নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশে সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন এবং জাতীয় পার্টির মহাসচিব মসিউর রহমান রাঙ্গার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি বলছে, এই ধর্মঘটের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। অন্যদিকে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, নতুন সড়ক পরিবহন আইন বাস্তবসম্মত নয়। সব পরে সঙ্গে আলোচনা করে আইন করা হলে সঙ্কট তৈরি হত না। আইন সংশোধনের দাবিতে ধর্মঘটে থাকা বাংলাদেশ ট্রাক-কভার্ডভ্যান পণ্য পরিবহন মালিক-শ্রমিক ঐক্য পরিষদের নেতাদের সঙ্গে বুধবার রাতে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামালের।

সেখানেই এর সমাধান আসবে আশা প্রকাশ করে ওবায়দুল কাদের নোয়াখালীর অনুষ্ঠানে বলেন, শ্রমিকদের উসকানি দিয়ে কোনো লাভ হবে না।ফখরুল সাহেব ধীরে, ধীরে,এখান থেকেও কোনো লাভ হবে না।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টাস্কফোর্সের বৈঠক করছেন, শ্রমিকদের সঙ্গে বৈঠক করছেন, আশা করি বৈঠক শেষে শ্রমিকরা ঘরে ফিরে যাবে।আন্দোলনে 'ব্যর্থ হয়ে' বিএনপি এখন 'ইস্যু' খুঁজছে মন্তব্য করে তিনি বলেন, পেয়াজের সঙ্কট ছিল কৃত্তিম সঙ্কট। এই সময়ও তারা ইস্যু খুঁজেছে। পেঁয়াজের সঙ্কটের পেছনে সিন্ডিকেট, এই সিন্ডিকেটের পিছনে উসকানিদাতা বিএনপি।

সর্বশেষ লবণের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে এমন গুজব ছড়িয়েছে। বিএনপি এখন গুজবের পার্টি। এখন চালের বাজারে অস্থিরতার চেষ্টা হচ্ছে। আমাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি চাল মজুদ আছে, চাল রপ্তানি করতে আমরা বাজার খুঁজছি। এখানে গুজবে কোন লাভ হবে না।

সড়ক পরিবহন মন্ত্রী বলেন, সড়ক পরিবহন আইন করা হয়েছে সড়কে শৃঙ্খলা ফেরানোর জন্য, কাউকে জেল জরিমানা করার জন্য নয়।পরিবহন মালিক শ্রমিকদের উদ্দেশে কাদের বলেন, প্লিজ শাস্তির ভয়ে জনগণকে শাস্তি দেবেন না, জনগণকে দুর্ভোগে ফেলবেন না।

নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্য এ এইচ এম খায়রুল আনম সেলিমের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল-আলম হানিফ, সাংগঠনিক সম্পাদক এ কে এম এনামুল হক শামীম, খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল, সদস্য মির্জা আজম, নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক একরামুল করিম চৌধুরী, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক জামাল উদ্দিন আহমেদ, যুবলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার সম্পাদক ইকবাল মাহমুদ বাবলু, বেগমগঞ্জ পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি আক্তার হোসেন ফয়সালসহ স্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে।

পাকিস্তান থেকে উড়ে এলো বাংলাদেশে ৮২ টন পেঁয়াজ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ২০।। পাকিস্তানের করাচি থেকে ৮২ টন পেঁয়াজ নিয়ে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে আজারবাইজানের সিল্ক ওয়ে ওয়েস্ট এয়ারলাইন্সের একটি কার্গো উড়োজাহাজ।বুধবার (২০ নভেম্বর) সোয়া সাতটার দিকে কার্গোটি বিমানবন্দরে অবতরণ করে।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের এক ঊর্ধতন কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।ওই কর্মকর্তা জানান, শাদ এন্টারপ্রাইজ নামক একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এ পেঁয়াজ আমদানি করেছে। যে কেউ যেকোনো দেশ থেকেই পেঁয়াজ আমদানি করতে পারে। এটা নিয়ে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।পেঁয়াজের দাম বেড়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় ১৫ বছর পর পাকিস্তান থেকে পেঁয়াজ আমদানি করছে বাংলাদেশ। রাত ১টার সময় সৌদি এয়ারলাইন্সের একটি যাত্রীবাহি উড়োজাহাজে জেদ্দা হয়ে পেঁয়াজ আসবে মিশর থেকেও।পাকিস্তানের বাণিজ্য উন্নয়ন কর্তৃপরে (টিডিএপি) এক কর্মকতা জানিয়েছিলেন, অন্তত ১২টি কন্টেইনারভর্তি পেঁয়াজ বাংলাদেশে পাঠানো হবে। করাচি-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান রোশান এন্টারপ্রাইজের সঙ্গে বাংলাদেশের তাশো এন্টারপ্রাইজের মধ্যে পেঁয়াজ আমদানি-রপ্তানি বিষয়ক একটি চুক্তি হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক প্রতি টন চালান ৬০০ ডলার মূল্যে পাকিস্তান থেকে পেঁয়াজ আমদানি করবে বাংলাদেশ।

সরকার খালেদাকে কৌশলে জেলে আটকে রেখেছে ফখরুল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ২০।। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, বর্তমান সরকার চায় না খালেদা জিয়া জেল থেকে বাইরে আসুক। কৌশলে খালেদা জিয়াকে তারা আটক করে রেখেছে।বুধবার (২০ নভেম্বর) সকালে ঠাকুরগাঁও কালীবাড়িস্থ তার নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

ফখরুল বলেন, যে মামলায় খালোদা জিয়াকে আটকে রাখা হয়েছে তা একটি সাজানো মামলা। এই মামলায় খালেদা জিয়ার জামিন পাওয়ার যে আইনগত অধিকার রয়েছে সেটা থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে।খালেদা জিয়া একজন জনপ্রিয় নেতা দাবি করে ফখরুল বলেন, এই সরকার খালেদা জিয়াকে আটকে রেখে ভুল কাজ করেছে। যদি তিনি জেল থেকে বেরিয়ে আসতেন তাহলে বর্তমানে দেশে যে সংকট রয়েছে তা কাটিয়ে উঠতে পারতো। সরকার যদি খালেদা জিয়ার সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করেন তাহলে এই সংকট থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করা যাবে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন,জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মির্জা ফয়সাল আমীন, সহ-সভাপতি নূরে সাহাদাত স্বজনসহ জেলা বিএনপির নেতাকর্মীরা।

চাইল্ড ফ্রেন্ডলি কোর্ট হচ্ছে জেলায়

সিউড়ি, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : চাইল্ড ফ্রেন্ডলি কোর্ট হচ্ছে জেলায়। আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সপ্তাহের শেষ দিন বিশ্ব শিশু দিবস, উপলক্ষ্যে পালিত হয় বীরভূম ডিস্ট্রিক লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির কনফারেন্স হলে। উপস্থিত ছিলেন মহামান্য জেলা জজ আনন্দ মুখোপাধ্যায়, জেলা শাসক মৌমিতা গোদরা বসু, এস পি শ্যাম সিং, ডিস্ট্রিক লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির সচিব বিচারক দেবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, সিউড়ি বার এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি গৌর হরি চন্দ, অনান্য বিশিষ্ট ব্যাক্তি ও প্যারা লিগ্যাল

ছয়ের পাতায়

বুধবার পূর্বাশার উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

হাতি-মানুষ সংঘাত! ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গোয়ালপাড়ার রংজুলিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আরেকটি বুনো হাতির মৃত্যু

রংজুলি (অসম), ২০ নভেম্বর (হি.স.) : অসমে হাতি-মানুষের সংঘাত সমানে অব্যাহত রয়েছে। মানুষের নৃশংসতার বলি হয়ে করুণ মৃত্যু হয়েছে আরও এক বুনো হাতির। ঘটনা গোয়ালপাড়া জেলার রংজুলিতে সংগঠিত হয়েছে। এ নিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে দ্বিতীয় বুনো হাতির।

মঙ্গলবার কন্যাকুচি বনাঞ্চলের কাছে খেড়পাড়া গ্রামের ধানখেতে বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের সংস্পর্শে এসে একটি হাতিটির মৃত্যু হয়েছিল। এ ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতে আজ বুধবার আরেকটি হাতির বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে জেলায় সংশ্লিষ্ট মহলে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

জেলা বন দফতর সূত্রের খবর, মঙ্গলবার ধানখেতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যে বুনো হাতির মৃত্যু হয়েছিল, সেই দলে ছিল আজকের নিহত হাতিটি। সে গতকালই বিদ্যুতের সংস্পর্শে এসে আহত হয়েছিল। ফলে আজ সে মৃত্যুবরণ করেছে। আহত হাতিটি বিদ্যুতের ছোবলের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে এবং প্রাণের ভয়ে জঙ্গলে চলে যায়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করে করুণ মৃত্যু হয় তার। সূত্রের দাবি, আহত হাতিটির চিকিৎসার জন্য চিকিৎসককে খবর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসকের দল ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হওয়ার আগেই প্রাণ ত্যাগ করে আহত হাতিটি।

এদিকে গোটা ঘটনা সম্পর্কে রংজুলি থানায় এফআইআর করেছে বন দফতর। বুনো হাতির হাত থেকে সোনার ফসল ধানকে রক্ষা করতে খেতের চারপাশে বিদ্যুৎ পরিবাহী তার লাগানো হয়েছিল। ওই তারের সংস্পর্শে এসেই দুই হাতির মৃত্যু হয়েছে। সাম্প্রতিককালে গোয়ালপাড়া জেলার রংজুলি এলাকায় হাতি ও মানুষের সংঘাত তীব্র রূপ ধারণ করেছে। কখনও হাতি মানুষ মারছে, আবার কখনও মানুষের হাতে মারা যাচ্ছে হাতি।

এ ধরনের হাতি-মানুষের সংঘাত বাড়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে অরণ্য সুরক্ষা সমিতি নামের বন ও পরিবেশপ্রমী সংগঠন।

প্রসঙ্গত, গত ১৭ নভেম্বর মারা গিয়েছিল গোয়ালপাড়ার ত্রাস 'কৃষ্ণ' নামের বুনো হাতি। তাকে ট্র্যাংকুলাইজড করার পর মারা গিয়েছিল সে। এর আগে গত ১২ নভেম্বর রাতে শিবসাগরের চরগুয়া গ্রামে দু-দুটি বুনো হাতির মৃত্যু হয়েছিল। ওই হাতি দুটির মৃত্যুও বিদ্যুস্পৃষ্টের ফলে হয়েছিল বলে বন দফতরের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়েছিল। ঘটনার পুলিশি তদন্ত চলছে বলে জানা গেছে।

প্রতি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে, সমাজ বিরোধী নামলে পুলিশকেও দেখে নেবো দিলীপ ঘোষ

খড়্গপুর, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : খড়্গপুর বিধানসভা উপনির্বাচনে প্রার্থীর হয়ে প্রচারে এবার সাংসদ সৌমিত্র খাঁ এর স্ত্রী সুজাতা খাঁ । তাকে নিয়ে বিজেপি রাজ্য সভাপতি বুধবার বিকেলে প্রার্থী প্রেমচাঁদ ঝা সমেত প্রচার সারলেন খড়্গপুর শহরে । প্রার্থীর সঙ্গে প্রচার কর্মসুচী সহ খড়্গপুর বিধানসভা সামাল দিতে বুধবার থেকেই খড়্গপুর শহরে পাকাপাকি ভাবে ঘাঁটি গাড়লেন দিলীপ ঘোষ । বিভিন্ন দোকান বাজার ঘোরা,রোড শো করে মানুষের কাছে ভোট প্রার্থনা করেছেন দিলীপ ঘোষ । এদিন দিলীপ ঘোষ বলেন, বিধানসভার তুলনায় লোকসভা নির্বাচনে ভোট বেড়েছে । সেটা বেড়ে এক লক্ষ হবে এবার। তৃণমূল ইতিমধ্যেই দুষ্কৃতিদের জেল থেকে বের করে কাজে নামিয়েছে । নির্বাচনের দিনও বিশৃঙ্খলা হতে পারে । আমরা ১৫ কোম্পানী কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়েছি । যাতে প্রতি বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী দেওয়া যায় । রাজ্য পুলিশকে বুথ থেকে কমপক্ষে একশো মিটার দূরে রাখতে বলবো । সমাজ বিরোধী নামলে তাদেরও দেখে নেবো সেই সাথে পুলিশকেও দেখে নেবো । ডোমকলে রাজ্যপালকে কালো পতাকা দেখানো ইস্যুতে তিনি বলেন, মানুষ যে পরিবর্তন চাইছে সেই সত্যকে লুকোনোর চেষ্টা করছে এরা ।রাজ্যপালকে বিরোধী ভাবছে এরা । সাংবিধানিক প্রধানকে বিরোধী যারা ভাবে তাদের পতন অবস্যম্ভাবী । কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তৃণমূল বিজেপির যে গোপন আঁতাতের অভিযোগ করা হয়েছে, সেই

ছয়ের পাতায়

সারাদেশে অভ্যন্তরীণ ও দূরপাল্লার বাস চলাচল বন্ধ,চরম ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ২০।। সড়ক পরিবহনের নতুন আইন কার্যকরের প্রতিবাদে বুধবার সকাল থেকে পরিবহন ধর্মঘট পালন করছেন মালিক-শ্রমিকরা। দেশের বিভিন্নস্থানে অভ্যন্তরীণ ও দূরপাল্লার বাস চলাচল বন্ধ থাকায় দুর্ভোগ পড়েছেন সাধারণ মানুষ।

সড়ক আইন বাতিলের দাবীতে জয়পুরহাট হতে সকল রুটে থ্রি হুইলার গাড়ী ব্যতিত সকল প্রকার যানবাহন বন্ধ রেখেছেন শ্রমিকরা। বুধবার সকাল হতে জয়পুরহাট বাস টার্মিনাল হতে শ্রমিকরা বগুড়া ও নওগাঁ সড়কে প্রথমে যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখেন। পরে বেলা সাড়ে ১০টা থেকে সকল রুটে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিয়েছেন শ্রমিকরা। শ্রমিকরা বলছেন নতুন এই আইন বাতিল না হওয়া পর্যন্ত তারা যানবাহন চালাবেন না।

ঝালকাঠির অভ্যন্তরীন ও দূরপাল্লার ৯টি রুটে সব ধরনের বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। মালিক সমিতির সাথে আলাপ ছাড়াই শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ দূরপাল্লা ও অভ্যন্তরীন সকল রুটে বাস বন্ধ করে দেন। এতে যাত্রীরা চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়েছেন।পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠনের প থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কোনো ধরনের ধর্মঘটের করা না হলেও জেলা শহর থেকে দূরপাল্লার কোনো যাত্রীবাহী বাস ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যাচ্ছে না। ফলে দূরপাল্লার যাত্রীরা দুর্ভোগে পড়েছেন। জানা যায়, বুধবার সকালে শহরের পৈরতলা বাস স্ট্যান্ড থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে কয়েকটি বাস ছেড়ে যায়। কিন্তু কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলায় যাওয়ার পর পরিবহন সংশ্লিষ্টদের বাধার কারণে বাসগুলো সেখানে যাত্রী নামিয়ে ফিরে আসে।সড়ক আইন সংশোধনের দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মুন্সীগঞ্জে পরিবহন ধর্মঘট চলছে। সড়কে কোনও বাস, ট্রাক চলছে না। কোথাও কোথাও সড়কে ব্যারিকেড দিয়ে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধেরও চেষ্টা করেন শ্রমিকরা।টানা তিন দিন ধরে বাস ধর্মঘটের পর বুধবার সকাল থেকে জেলায় শুরু হয়েছে ট্রাক, ট্রাংক লরি ও কভার্ডভ্যান ধর্মঘট। ফলে সকাল থেকে কোন পণ্যবাহী পরিবহন জেলা থেকে ছেড়ে যায়নি। পাশাপাশি বন্ধ রয়েছে আন্তঃজেলা ও দূরপাল্লার বাস।দেশের উত্তরাঞ্চলের এ জেলাতেও অভ্যন্তরীণ ও দূরপাল্লার সকল রুটে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। সকাল থেকে ট্রাক কাভার্ডভ্যান শ্রমিকরা ধর্মঘট পালন করলেও পরে তাদের সাথে যোগ দিয়েছে বাস শ্রমিকরা।

কোনও রকম ঘোষণা ছাড়াই কুমিল্লায় চলছে পরিবহন ধর্মঘট। ফলে বন্ধ রয়েছে দূরপাল্লার যানচলাচল। কুমিল্লা থেকে অভ্যন্তরীণ সব সড়কপথে যাত্রীবাহী বাস, ট্রাক, কভার্ডভ্যানসহ পণ্যবাহী সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। পাশাপাশি, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কসহ সকল রুটের বাস চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।টাঙ্গাইলের পরিবহন শ্রমিকরাও অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করেছে। বুধবার সকাল থেকে শহরের নতুন বাস টার্মিনাল থেকে প্রায় সবধরনের বাস চলাচল বন্ধ করে দেয় পরিবহন শ্রমিকরা। এতে টাঙ্গাইল থেকে ঢাকা, ময়মনসিংহসহ অন্যান্য জেলার সাথে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

সন্ত্রাসবাদ শুধু সরকারের নয় সব ধর্মের শত্রু: মনিরুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ২০।। ডিএমপির কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের প্রধান অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ডিআইজি) মনিরুল ইসলাম বলেন, উগ্রবাদ তথা সন্ত্রাসবাদ শুধুমাত্র সরকারের শত্রু নয়, সন্ত্রাসবাদ দেশের শত্রু, মানুষের শত্রু, মানবতার শত্রু, সব ধর্মের শত্রু। এদের প্রতিরোধ করতে না পারলে উন্নয়নের যে অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে তা এগিয়ে নেওয়া যাবে না।

বুধবার (২০ নভেম্বর) বিকেলে কিশোরগঞ্জ সার্কিট হাউজে 'উগ্রবাদ প্রতিরোধে গণমাধ্যমকর্মী ও সুশীল সমাজের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ পুলিশের সন্ত্রাস দমন ও আন্তর্জাতিক অপরাধ প্রতিরোধ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প এ সেমিনারের আয়োজন করে।

মনিরুল ইসলাম বলেন, জঙ্গিবাদের কারণে সবচেয়ে বেশি তিগ্রস্ত হচ্ছে ইসলাম ধর্ম। এ কারণে বহির্বিশ্বে মুসলমান শুনলেই সন্দেহের চোখে তাকায়। পশ্চিমারা জঙ্গিবাদ ও ইসলামকে সমার্থক করে ফেলেছে। ধর্ম কোন মানুষকে হত্যা বা ঘৃণা করতে শেখায় না। ধর্মীয় দায়িত্ববোধ থেকে এ বিষয়টা ওলামা ও মাশায়েখদের কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, জিপিএ-৫ কিংবা গোল্ডেন জিপিএ এর চেয়ে আপনার সন্তান মানুষ হবে কি না, দায়িত্ববোধ সম্পন্ন নাগরিক হবে কি না সেদিকে নজর দিতে হবে। তাহলেই শর্টকাটে বেহেশতে যাবার জন্য সে প্রলুব্ধ হবে না। সে যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে সঠিক পথটি বেছে নেবে।তিনি আরও বলেন, সন্ত্রাসবাদ উগ্রবাদ, সামাজিক অন্যায় অনাচার এগুলো দমন করতে হলে সামাজিক ঐক্যবদ্ধ রূপ, রাজনৈতিক সচেতনতা ও সদিচ্ছা থাকতে হবে। এেত্র বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা রয়েছে।

জেলা প্রশাসক (ডিসি) সারওয়ার মুর্শেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে সেমিনারে বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার (এসপি) মাশরুকুর রহমান খালেদ, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এমএ আফজল, জিপি অ্যাডভোকেট বিজয় শংকর রায়, শিবিদ অধ্যাপক প্রাণেশ কুমার চৌধুরী, কিশোরগঞ্জ প্রেসকাবের সাধারণ সম্পাদক সাকাউদ্দিন আহাম্মদ রাজন প্রমুখ। এসময় নরসিংদীর পুলিশ সুপার (এসপি) প্রলয় জোয়ারদারসহ জেলা পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তা, গণমাধ্যমকর্মী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

শাসকদলের তোলাবাজির বিরুদ্ধে জেলা শাসককে স্মারকলিপি বিজেপির

সিউড়ি, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : একদিকে কর্মী সম্মেলনে অনুব্রত মণ্ডল তাঁর দলীয় নেতা কর্মীদের থানায় অভিযোগের মাধ্যমে বালিঘাট বন্ধের নির্দেশ দিচ্ছেন। অন্যদিকে শাসক দলের মদতপুষ্ট নেতা কর্মীরা বালিঘাট ও বালি বহনকারী গাড়িগুলি থেকে অবৈধভাবে টাকা তোলার অভিযোগ নিয়ে জেলা শাসক ও জেলা পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হলেন বিজেপির প্রক্তন জেলা সম্পাদক কালোসোনা মণ্ডল। বুধবার বেলার দিকে তিনি প্রথনে জেলা শাসকের দফতরে যান এবং সেখান থেকে জেলা পুলিশ সুপারের দফতরে কাছে যান। দুই জায়গায় তিনি স্মারকলিপিও প্রদান করেন।

কালোসোনা মণ্ডল ওই স্মারকলিপিতে দাবি করেছেন যে, শাসক দলের মদতপুষ্ট লোকজনেরা বৈধ বালিঘাটে আগত ট্রাক মালিকদের কাছে থেকে "প্যাড" মারফত তোলা আদায় করছে। তাঁর দাবি যে প্রতিটি ট্রাক থেকে ১৫০০ টাকা করে তোলা হচ্ছে। সেই কারণে বাইরে থেকে আগত ট্রাকগুলি বৈধ ঘাটেও ঢুকতে চাইছে না। এছাড়া ওই তোলা আদায়ের কারণে বৃদ্ধি পাচ্ছে বালির দামও। তাই তিনি জেলা শাসক ও জেলা পুলিশ সুপারের হস্তক্ষেপের দাবি করেছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হল? তৃণমূলের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল কিছুদিন আগে সাঁইথিয়ায় এবং গত সোমবার সিউড়িতে কর্মী সম্মেলনে স্থানীয় কর্মীদের কাছে বালিঘাট নিয়ে অভিযোগ শুনে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, পুলিশে অভিযোগ জানিয়ে ওই ঘাটগুলি বন্ধ করে দিতে। এবার তাঁর দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাল বিজেপি।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

বিগ বস ১৩'-এ অশালীন দৃশ্য ঘিরে বিতর্ক! কেন্দ্রের তরফে সলমনের শো ঘিরে নয়া পদক্ষেপ

বিগ বস বিতর্ক নিয়ে এবার ইলেকট্রনিক মিডিয়া মনিটারি সেন্টারকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিল কেন্দ্রীয় তথ ও সম্প্রচার মন্ত্রক। "বিগবস ১৩" এর সবেমাত্র কয়েকটি পর্ব সম্প্রচারিত হয়েছে। আর তাতেই শুরু হয়ে গিয়েছে বিতর্ক।বিজেপি নেতা কিশোর গুজ্জরের দাবি , অত্যন্ত অশালীন শয্যা দৃশ্য বিগ বস -এ সম্প্রচারিত হচ্ছে। যা পরিবারের সঙ্গে বসে দেখা যায় না বলে দাবি করেন তিনি। এখনই দাবি কার্নি সেনা থেকে ব্রাহ্মণ মহাসভারও। তাঁদের দাবি, ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী এই অনুষ্ঠান। এই মর্মে চিঠি যায় কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের কাছে। এরপরই নড়েচড়ে বসে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। শুরু হয়েছে ইলেকট্রনিক মিডিয়া মনিটারি সেন্টার থেকে অনুষ্ঠান সম্পর্কে খোঁজ খবর। প্রসঙ্গত, এই অনুষ্ঠানকে নিষিদ্ধ করার দাবি তোলা হয় বিভিন্ন মহল থেকে।এই মুহূর্তে "বিগ বস ১৩" টিআরপি তালিকায় শীর্ষে। টেলিভিশন চ্যানেলগুলির সিরিয়াল ও অনুষ্ঠানের মধ্যে এই মুহূর্তে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে "বিগবস ১৩"। এমন এক পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠান বন্ধ হয় কিনা তা নিয়ে রয়েছে জল্পনা।

ডাকাত বেশে তাক লাগিয়ে দিলেন এই বলিউড স্টার

চলছিল ফিল্মের শ্যুটিং।আর তার সেই সময়ই ক্যামেরাবন্দি হয়ে যায় ডাকাত বেশে অভিনেতা রণবীর কাপুরের লুক। ছবি "শমশেরা"র শ্যুটিং এর সময়ই ফাঁস হয়ে গেল রণবীর কাপুরের ফার্স লুক।শেষবার "সঞ্জু" ছবিতে দেখা গিয়েছিল রণবীরকে। আর যাঁর জীবনী নিয়ে তৈরি হয়েছিল ছবি, সেই সঞ্জয় দত্তের সঙ্গেই এবার "শমশেরা" ছবিতে দেখা যেতে চলেছে রণবীর কাপুরকে। প্রসঙ্গত, রণবীরের "শমশেরা" ফিল্মের শ্যুটিং ফ্লোর থেকে যে লুকটি এই মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, তাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে রণবীরের একটি চোখে কাটা দাগ।যা ডাকাত বেশে রণবীরের চরিত্রের সঙ্গে মানানসই বলে মনে করছেন নেটিজেনরা।উল্লেখ্য, রণবীর কাপুরের পরবর্তী ছবি "ব্রহ্মাস্ত্র" ঘিরে আপাতত ভক্তকূল অধীর অপেক্ষায়। অয়ন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই "ব্রহ্মাস্ত্র" ছবিটি বলিউডে রণবীরের কেরিয়ারগ্রাফে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। ছবিতে রণবীরের সঙ্গে রয়েছেন আলিয়া ভাট। প্রসঙ্গত, এই "ব্রহ্মাস্ত্র" ছবি থেকেই শুরু রণবীর আলিয়ার প্রেম পর্ব।

সাবেক ছিটমহলে ঢুকতে বাধা অপর্ণা-বোলানদের, ক্ষুব্ধ বিদ্বজ্জনরা

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: সাবেক ছিটমহলে ঢুকতে বাধা দেওয়া হল অভিনেত্রী অপর্ণা সেন, বোলান গঙ্গোপাধ্যায়-সহ বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবিদের। শনিবার কোচবিহার জেলার দিনহাটার করোলা নামক ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় গিয়েছিলেন অভিনেত্রী। তবে সেখানে ঢুকতে দেওয়া হয়নি তাঁদের। সাবেক ছিটমহলে ঢোকার চেষ্টা করলেই বাধা দেয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী। আর এতেই বেজায় রেগে গিয়েছেন বুদ্ধিজীবিরা। নিজের দেশে গণ্ডীর ভিতর কেন কেউ অনায়াসে যাতায়াত করতে পারবেন না? প্রশ্ন তুলে প্রতিবাদে সরব হন অপর্ণা-বোলানরা।কেন ঢুকতে দেওয়া হল না? এই জায়গা তো ভারতের মধ্যেই পড়ছে, একজন নাগরিক নিজের দেশের যে কোনও জায়গায় ইচ্ছেমতো যেতে পারেন। দেশের স্পর্শকাতর কিছু এলাকায় অবশ্য শর্তসাপেক্ষে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে সেরকম কোনও সমস্যা না থাকলেও কেন সীমান্তরক্ষী বাহিনীরা বাধা দিলেন? প্রশ্ন তুলেছেন অভিনেত্রী তথা বুদ্ধিজীবী মহলের অন্যতম মুখ অপর্ণা সেন।

প্রসঙ্গত, সীমান্ত এলাকায় ভোটার আইডি কার্ড কিংবা যে কোনও ধরনের পরিচয় পত্র দেখিয়ে প্রবেশ করার অনুমতি নিতে হয়। কিন্তু অপর্ণা সেনের মতো একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলার তো কথা নয়! তিনি যে ভারতীয় নাগরিক, সেটাও আলাদা করে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তবুও কেন সাবেক ছিটমহলের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএসএফ জওয়ানরা বাধা দিলেন তাঁকে? এমন প্রশ্ন কিন্তু অনেকেই তুলেছেন।শনিবার বেলা নাগাদ বেশ কজন বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে অপর্ণা সেন গিয়েছিলেন সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলতে। রেশন কার্ড কিংবা একটা মানুষের যে বেঁচে থাকার জন্য জল-আলো-খাবারের মতো নানান প্রাথমিক চাহিদা থাকে, সেগুলো পেতে সেখানকার বাসিন্দাদের কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না, সেসব খোঁজ নিতেই মূলত তাঁরা গিয়েছিলেন দিনহাটার করোলা ছিটমহলে। তবে বিএসএফদের দ্বারা বাঁধাপ্রাপ্ত হওয়ায় প্রতিবাদে সরব হন অপর্ণা-বোলানরা।

আমির খানের ভাগ্নে ইমরানের বাড়ি ছেড়ে আসার পরই "সুখবর"-টা দিলেন স্ত্রী অবন্তিকা

আমির খানের ভাইপো, তবু কাজ নেই, একটা টাকা নেই ! স্ত্রীও ছেড়ে গিয়েছে ! অসহায় অবস্থায় ইমরানমুম্বই: বেশ কয়েকদিন ধরেই ইন্ডাস্ট্রির অলিতে গলিতে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, বিচ্ছেদের মুখে ইমরান খান অবন্তিকার সম্পর্ক! কিন্তু ঠিক কী কারণে তাঁদের সাজানো সংসার ভেঙে যাচ্ছে, সে বিষয়ে অবশ্য মুখ খোলেননি ইমরান বা অবন্তিকা... কেউই। সূত্রের খবর, ইমরানের বাড়ি থেকে বের হয়ে আসার পর নিজের ভাইয়ের রেস্তোরাঁর ব্যবসায় যোগ দিয়েছেন অবন্তিকা। এরমধ্যেই তাঁর একটা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট নতুন করে জল্পনার আগুনে ঘি ঢালল। অবন্তিকার তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি চারা গাছের ছবি পোস্ট করেছেন। টবে রয়েছে একটি হার্ট-ও। লেখা রয়েছে, ""যতক্ষণ আমাদের প্রাণশক্তি অটুট রয়েছে, আমাদের কেউই হারাতে পারবে না।""ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন অবন্তিকা ? তাহকে কী ইমরানেরর কাছেই ফিরে যাচ্ছেন তিনি ? ইন্ডাস্ট্রির একাংশের অবশ্য দাবি, পোস্টটির মধ্যে দিয়ে তাঁর নতুন জীবন, নতুন করে পথা চলার কথাই বোঝাতে চেয়েছেন অবন্তিকা।শোনা যায়, ইমরানের কোনও রোজগার না থাকায়, জমানো টাকা সব শেষ হয়ে যায় ইমরানের। আর্থিক অনটন থেকেই দম্পতির মধ্যে জমা নেয় তিক্ততা। অবন্তিকার পরিবারই বিগত কয়েকবছর ধরে তাঁদের সংসারের সমস্ত খরচা চালাচ্ছিল। অভাব-অভিযোগের কারণেই জমতে থাকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি। বাবা-মায়ের মধ্যে অশান্তি প্রভাব ফেলছিল তাদের সন্তান ছোট্ট ইমারার মধ্যেও। আর নিতে পারছিলেন না অবন্তিকা! শেষমেশ মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যান। এরপরই তাঁরা বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেন বলে খবর। শোনা যাচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরে কোনও রোজগার না থাকায়, জমানো টাকা সব শেষ হয়ে যায় ইমরানের। আর্থিক অনটন থেকেই দম্পতির মধ্যে জমা নেয় তিক্ততা।

গান্ধী সংকল্প যাত্রায় মোদীর পাশে রয়েছেন কঙ্গনা রানাওত

মহানগর ওয়েবডেস্ক: প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন কর্মসূচিতে বলি তারকারা যোগ দিয়েছেন। তেমনই গান্ধী সংকল্প যাত্রায় মোদীর পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন কঙ্গনা রানাওত। বাপুর ১৫০ তম জন্মবার্ষিকীতে মোদী এই নয়া কর্মসূচির ঘোষণা করেছেন।

কঙ্গনার পাশাপাশি বহু তারকারা গান্ধী সংকল্প যাত্রায় নিজেদেরকে যুক্ত করেছেন। অতীতে মোদীর নানা কর্মসূচিতে এগিয়ে এসছেন কঙ্গনাও। এমনকি দ্বিতীয়বার মোদী সরকার আসায় নিজের খুশি জাহির করতে খুব একটা সময় নেননি অভিনেত্রী। তিনি বলেন, নতুন ভারত গড়তে চলেছেন মোদী। আমাদের সকলকে একত্রিত হতে হবে। দেশকে উন্নতির পথে নিয়ে যাবেন তিনি। অভিনেত্রীকে খুব শীঘ্রই দেখা যাবে তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার বায়োপিকে। ইতিমধ্যেই কঙ্গনা প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছেন।কিছুদিন আগেই অভিনেত্রী লুক টেস্টিংয়ের জন্য আমেরিকায় পাড়ি দেন। কঙ্গনা ভারতনাট্যমের প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেছেন। অভিনেত্রীর টিমের তরফ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি পোস্ট করা হয়। যেখানে কঙ্গনাকে এই নৃত্যকলার প্রশিক্ষণ নিতে দেখা গিয়েছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বায়োপিক নিয়ে আনন্দিত অভিনেত্রীও। ছবির নাম হচ্ছে "থালাইভা"।অভিনেত্রী থেকে রাজনীতির ময়দানে আসার কাহিনিকে তুলে ধরা হবে "থালাইভা"-তে।এই বিষয়ে কঙ্গনা বলেছেন, জয়ললিতার সঙ্গে তিনি নিজের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। "থালাইভা"-র পর পরিচালক অশ্বিনী আইয়ারের "পাঙ্গা" ছবিতে দেখা যাবে তাঁকে।ছবির শ্যুটিং শেষ করেছেন তিনি। এরপর ২০২০-তে দিলওয়ালিতে "ধাকাড়" নিয়ে আসছেন কঙ্গনা।

খালি পেটে লেবু জল খাওয়ার সুফল

সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্যস্ততার কারণে জলখাবার সময়মতো খাওয়া হয়ে ওঠে না। তবে একটি খাবার রয়েছে সকালে উঠে খেলে আপনার সারাদিনের হজমশক্তি বাড়ানো ছাড়াও অনেক উপকার পাবেন।একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, লেবুতে রয়েছে ভিটামিন "সি", পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, যা দেহের ভেতরে পুষ্টির ঘাটতি দূর করে। লেবুর শরবত লিভারে উপস্থিত ক্ষতিকর টক্সিক উপাদান বের করে। ফলে লিভারের যেকোনও ধরনের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা কমে যায়।আসুন জেনে নিই সকালে গরম জলে লেবুর রস কেন খাবেন?১. ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে গরম জলে লেবুর রস খেলে দেহের ভেতরে পিএইচ লেভেলের ভারসাম্য ঠিক থাকে। ফলে দেহের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ২. লেবু ত্বক ভালো রাখে, শরীরের অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের চাহিদা পূরণ করে এবং কিডনির পাথরও প্রতিরোধ করে।৩. লেবু ত্বকে ব্যবহার করতে পারেন। লেবু ব্যবহারে চেহারায় বয়সের ছাপ কমবে।৪. প্রতিদিন সকালে হালকা গরম জলে কিছুটা লেবুর রস মিশিয়ে খেলে সারা দিনের হজমশক্তি ভালো থাকে।৫. লেবুতে থাকা ভিটামিন "সি" দেহের হরমোনকে সক্রিয় রাখে ও উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে।৬. তবে লেবুর শরবত খেতে হলে অবশ্যই চিনি ছাড়া পান করা ভালো। লেবুর ভিটামিন "সি" স্কার্ভি রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে।লেবু কী কাজে লাগে? প্রশ্ন শুনে অবাক হচ্ছেন নিশ্চয়ই। আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন সি-এর অন্যতম উতস হলো লেবু। ভাতের সঙ্গে, স্যুপের সঙ্গে, সালাদে, শরবত তৈরি করে, আচার তৈরি করে নানা ভাবে খাওয়া যায় লেবু। মুখের রুচি বাড়াতে এর জুড়ি নেই। কিন্তু এই লেবু শুধু খাওয়ার ক্ষেত্রেই নয়, কাজে লাগে আরও অনেক ক্ষেত্রেই। চলুন জেনে নেই এর অসাধারণ কিছু ব্যবহার-ধবধবে সাদা কাপড়: সাদা কাপড় ধবধবে সাদা না হলে দেখতে ভালোলাগে না। অনেক সময় ধুলো-ময়লার কারণে সাদা কাপড় দেখতে ধূসর লাগে। এক্ষেত্রে সাদা কাপড়কে আরও উজ্জ্বলতা দিন লেবুর সাহায্যে। লেবু আর বেকিং সোডার মিশ্রণে ডুবিয়ে রাখুন কাপড়টি অন্তত আধাঘণ্টা। এরপর ধুয়ে ফেলুন।ত্বকের পরিচর্যায়: লেবুর রস বয়সের ছাপ দূর করতে, অবাঞ্ছিত দাগ দূর করতে, এমনকি ত্বকে ব্রণের প্রবণতা কমাতে খুবই কার্যকরী। লেবু আর চিনির মিশ্রণ একটি দারুণ স্ক্রাব। এটি ত্বকে ব্যবহার করলে ত্বকের অনেক সমস্যা থেকেই মুক্তি পাবেন।মেনিকিওর: নখ পরিষ্কার না থাকলে আপনাকে দেখতে সুন্দর লাগবে না। আপনার নখগুলো স্বাস্থ্যবান এবং সুন্দর রাখতে লেবুর জুড়ি নেই। গরম জলে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস দিন তারপর সেটি ব্যবহার করুন মেনিকিওরে। নখ থাকবে পরিষ্কার।হজমশক্তি বাড়াতে: হজমে গোলমাল হচ্ছে কদিন ধরেই? নানা উপায় মেনে চলেও কাজ হচ্ছে না? এক্ষেত্রে খালি পেটে একগ্লাস গরম জলে মধু মিশিয়ে পান করুন। এই অভ্যাস আপনাকে হজমের সমস্যা থেকে মুক্তি দেবে, ইমিউনিটি সিস্টেম ভালো রাখবে, বাড়তি মেদ থেকে দেবে মুক্তি।ক্লিনার তৈরিতে: একটি লেবুর সবটুকু রস বের করে নিন। তার সাথে মেলান ১৫০ মিলিলিটার ভিনেগার। সারারাত রেখে দিন। এই মিশ্রণটি রাখুন একটি স্প্রে বোতলে, ব্যবহার করুন ঘরের বিভিন্ন জিনিস পরিষ্কার করতে।জুতার দুর্গন্ধ দূর করতে: অনেকের জুতায়ই ঘামের কারণে দুর্গন্ধ হয়ে থাকে। এই দুর্গন্ধের আছে সহজ সমাধান। লেবুর খোসা রেখে দিন জুতার ভেতর। এক রাতেই গন্ধ পালাবে।গাছ লাগাতে: ব্যবহৃত লেবুর খোসাটা ব্যবহার করতে পারেন গাছ লাগাতে। অর্ধেক করে কেটে নিন লেবু। এরপর রসসহ বের করে নিন ভেতরের সবকিছু। শুধু খোসাটা রাখুন। এরপর মাটি দিয়ে বীজ বপন করে দিন। কিছুদিনের মাঝেই পাতা গজাবে।পোকা তাড়াতে: ঘরের পোকা মাকড় তাড়াতে কাজে লাগাতে পারেন লেবু। অর্ধেক করে কাটা লেবুর মাঝে গেঁথে দিন কিছু লবঙ্গ। রেখে দিন ঘরের কোণায়। সহজেই দূর হয়ে যাবে পোকা-মাকড়। রান্না ঘরে পিঁপড়ার উপদ্রপ আছে, এমন সব জায়গায় রেখে দিন এটি। মুক্তি পাবেন পিঁপড়ার যন্ত্রণা থেকে।ক্যান্ডেল হোল্ডার: লেবুটা অর্ধেক করে কেটে নিন। লেবুর রসসহ ভেতরের সবকিছু বের করে ফেলুন। খোসাটাকে বানাতে পারেন আপনার ব্যতিক্রমধর্মী ক্যান্ডেল হোল্ডার।

স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে জীবনের শততম সিনেমা সম্পূর্ণ করছেন অজয়

আবার বড় পর্দায় জুটি বেঁধে আসছেন, জীবনের জুটি অজয় দেবগন আর কাজল। আর নেতিবাচক চরিত্রে আছেন সাইফ আলী খান। সিনেমার নাম "তানহাজি: দ্য আন সাং ওয়ারিয়র"। ২০২০ সালে বলিউডের সবচেয়ে বড় ছবিগুলোর একটি। ১৬৭০ সালে মোগল সাম্রাজ্যের সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের ওপর নির্মিত এই ছবি ইতিমধ্যে সাড়া ফেলেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ট্রেইলার মুক্তি পেয়েছে গতকাল মঙ্গলবার। ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ে এই ট্রেইলার দেখা হয়েছে আড়াই কোটির বেশিবার।বলিউডে অজয় দেবগানের বয়স হল ৩০ বছর।৩০ বছরে অভিনয় করেছেন গুনে গুনে ১০০টি সিনেমায়। আর এই "তানহাজি: দ্য আনসাং ওয়ারিয়র"ই তাঁর সেই শততম ছবি। এখানে তিনি হবেন মারাঠি তানহাজি মালুসারি। আর তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী মালুসারির ভূমিকায় দেখা যাবে বাস্তবের স্ত্রী কাজলকে। ১২ বছর পর আবারও পর্দা ভাগ করবেন অজয় দেবগন ও সাইফ আলী খান। ট্রেইলার দেখে ভক্তরা অ্যাকশন দৃশ্য, ডায়ালগ আর অলজয়-অতুলের মিউজিকের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে সাহসী যোদ্ধাদের একজন তানহাজি। কিন্তু ইতিহাসে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়নি। তাই বলিউড নতুন করে লিখছে তানহাজির ইতিহাস। সপ্তদশ শতাব্দীতে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব মোগল সম্রাজের পরিধি বাড়াতে দক্ষিণ ভারত দখল করার নির্দেশ দেন। বড় পর্দায় দেখা যাবে মোগলদের পক্ষ থেকে রাজপুত অফিসার উদয় ভানরূপী সাইফ আলী খান সেই যুদ্ধের নেতৃত্ব দেবেন। যুদ্ধটি "ব্যাটল অব সিংহাগাদ" নামে পরিচিত।এই যুদ্ধেই নির্ধারিত হয় দক্ষিণ ভারতের ভাগ্য। আর এই যুদ্ধে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেন মারাঠি সম্রাট শিবাজী মহারাজের সেনাপতি তানহাজি মালুসারি।১০০ কোটি রুপি খরচ করে বানানো এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন ওম রউত। গুণী অভিনেতা পঙ্কজ ত্রিপাঠীকেও দেখা যাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে, রাজা জয় সিংয়ের ভূমিকায়। থ্রিডি পর্দায় ২০২০ সালের ১০ জানুয়ারি মুক্তি পাবে বহু প্রতীক্ষিত এই ছবিটি।বলিউডের রুপালি পর্দায় তানাজি: দ্য আনসাং ওয়ারিয়র নিয়ে ফিরছেন অজয় দেবগন। গতকাল মঙ্গলবার মুক্তি পেয়েছে সিনেমার ট্রেইলার।মারাঠি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের সেনাপতি তানাজি মালুসারেকে নিয়ে নির্মিত হয়েছে এই সিনেমাটি।তানাজি: দ্য আনসাং ওয়ারিয়র অজয়ের ১০০তম সিনেমা। ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে বাহুবলি সিনেমার সঙ্গে এর তুলনা তবে যদিও অভিনেতা অজয় দেবগন বলেন, বাহুবলি'র সঙ্গে তানাজি সিনেমার তুলনা করবেন না। দুটো সিনেমার ধরন ভিন্ন এবং গল্পও আলাদা।সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন ওম রাউত। আগামী বছর ১০ জানুয়ারি এই সিনেমা মুক্তি পাবে।

প্রকাশ্যে এল আয়ুষ্মানের "শুভ মঙ্গল জয়াদা সাবধান"-এর মুক্তির তারিখ

মহানগর ওয়েবডেস্ক: "ড্রিম গার্ল" ও "বালা", চলতি বছরে অসাধারণ দুটি সিনেমা উপহার দিয়েছেন আয়ুষ্মান খুরানা। আগামী বছরেই মুক্তি পাবে "শুভ মঙ্গল জয়াদা সাবধান"। এদিন প্রকাশ্যে এসেছে এই সিনেমার মুক্তির তারিখ। সঙ্গে এসেছে এই সিনেমার ফার্স লুক পোস্টার। এই সিনেমার প্রথম পর্বে দেখা গিয়েছিল ভূমির সঙ্গে আয়ুষ্মানের ভালোবাসার সম্পর্ক। এবার এই পর্বে দেখা যাবে আয়ুষ্মানকে সমকামি হিসাবে। সঙ্গে থাকবে তাঁর স্ত্রী ভূমি পেডনেকারে.ব. উপস্থিতিও।সিনেমাটি মুক্তি পাবে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সালে। কিছুদিন আগেই জানা গিয়েছিল মার্চ মাসের ১৩ তারিখ মুক্তি পাবে এই সিনেমা কিন্তু এদিন জানা গিয়েছে আয়ুষ্মানের সিনেমার মুক্তি এগিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। মূলত এলাহাবাদের একটি শহরের ঘটনা উঠে আসবে "শুভ মঙ্গল জয়াদা সাবধান" সিনেমাতে। সেখানকার এক সমকামি ভালোবাসার গল্প উঠে আসবে আয়ুষ্মানের সিনেমাতে। কিছুদিন আগেই আয়ুষ্মান তাঁর এই সিনেমাটি প্রসঙ্গে জানান, "শুভ মঙ্গল জয়াদা সাবধান এবারে আমরা আরও বেশি পরিশ্রম করব। আপনারা একটু বেশি ভালোবাসা

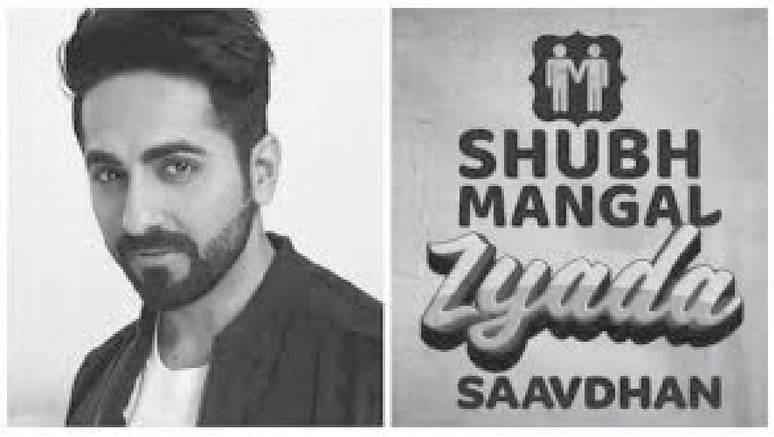

দেবেন তাহলেই হবে।"কার্যত আয়ুষ্মানের এই সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে আরও এক বড় চমক দিতে চলেছেন বলাই যায়। আয়ুষ্মান এর আগে এক সাক্ষাতকারে জানিয়েছিলেন, "অনেকে আমায় বলেছেন নিজের জনপ্রিয়তা থেকে কাজ শিখুন। এখন আমার মনে হয় বেশি করে গল্প নির্ভর সিনেমাতে অভিনয় করব আমি। তাই স্টারডম নয় সিনেমার চিত্রনাট্যের উপর জোর দিচ্ছি আমি।"

রহস্যজনকভাবে খুন ইমরান হাসমির স্ত্রী

প্রথমে রহস্যজনকভাবে খুন। তারপর আরও রহস্যের মোড়ক জড়িয়ে উধাও হয়ে যায় ইমরান হাসমির স্ত্রীর মৃতদেহ। স্ত্রীর মৃতদেহ কীভাবে মর্গ থেকে উধাও হয়ে যায়, তা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় ইমরান হাসমিকে। কি ঝটকা লাগল তো শুনে?বিষয়টি খুলেই বলা যাক তাহলে। শুক্রবার মুক্তি পায় ঋষি কাপুর, ইমরান হাসমি এবং সবিতা ধুলিপালা অভিনিতি দ্য বডি-র ট্রেলার। সেখানেই ইমরান হাসমির স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাচ্ছে সবিতা ধুলিপালাকে। অন্যদিকে এই সিনেমায় ঋষি কাপুরকে দেখা যাচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ঘটনার তদন্তকারী অফিসারের ভূমিকায়। যিনি গোটা ঘটনার তদন্তে নেমে নিজেই অবাক হয়ে যান। কে খুন করল ওই মহিলাকে, পাশাপাশি মর্গ থেকে কীভাবে ওই মহিলার মৃতদেহ হঠাত উধাও হয়ে যায়, তা নিয়ে খোঁজ শুরু করেন ঋষি কাপুর। শেষ পর্যন্ত কী রহস্যের সমাধান করতে পারবেন ঋষি, তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত। কারণ ১৩ ডিসেম্বর মুক্তি পাচ্ছে দ্য বডি।

উত্তম কুমারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ

ডিএনএ বাংলা ডেস্ক: আলোকপাত করা হয়েছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের উপরে। দাবি পরিচালক প্রবীর রায়ের। তাই নতুন করে মহানায়কের জীবন নিয়ে কাজ করেছেন তিনি। ছবির নাম যেতে নাহি দিব। কিন্তু এবার সেই উত্তম কুমারকে নিয়ে ডকু ফিচারের উপরে পড়ল আইনি কোপ। এই ছবিতে নাকি উত্তম কুমার ও তাঁর কাজের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে বলে দাবি করেছে খোদ মহানায়কের পরিবার। আর সেই মর্মেই আলিপুর আদালতে মামলা করেছে উত্তম কুমারের পরিবার। যেতে নাহি দিব মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল ২২ নভেম্বর। কিন্তু এই মামলার জেরে ছবিটির মুক্তিতে স্থগিতাদেশ দিয়েছে আদালত। আইনি জটে পড়ায় ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত যেতে নাহি দিব-র মুক্তির উপরে স্থগিতাদেশ রয়েছে। যেতে নাহি দিব-তে উত্তম কুমারের সঙ্গে যে অভিনেত্রীরা কাজ করেছেন তাঁদেরও বেশ কিছু অংশ রয়েছে। সুপ্রিয়া দেবী, সুচিত্রা সেন, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, কানন দেবী-সহ আরও অনেককেই এই ছবিতে তুলে ধরেছেন পরিচালক। ছবি সম্পর্কে প্রবীর রায় জানিয়েছিলেন, 'উত্তম কুমারের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অনেকের অনেক আগ্রহ রয়েছে। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবন যাই হোক, তিনি উত্তম কুমার। তাই এই ছবিতে কোনও স্ক্যান্ডাল নেই। তাঁর কাজের উপর আলোকপাত করেই যেতে নাহি দিব উত্তম কুমারকে উতসর্গ করা হয়েছে।' এই ছবিতে উত্তম কুমারের চরিত্রে দেখা যাবে নীল মুখোপাধ্যায়কে। কানন দেবীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন শকুন্তলা বড়ুয়া।

অ্যালার্জি প্রতিরোধ করতে ঘরোয়া উপায় ব্যবহার করুন

আবহাওয়া পরিবর্তনের এই সময় অনেকেই ঠাণ্ডা-কাশিতে আক্রান্ত হচ্ছেন। বিশেষ করে যাদের অ্যালার্জির সমস্যা আছে তারা এ ধরনের সমস্যায় বেশি আক্রান্ত হন। চিকিতসকের পরামর্শে ওষুধ গ্রহণের মাধ্যমে এ সমস্যা দুর করা গেলেও ঘন ঘন ওষুধ না খাওয়াই ভালো। বরং ঘরোয়া পদ্ধতিতেই অ্যালার্জির সমস্যা কমানোর চেষ্টা করতে পারেন। যেমন-প্রবায়োটিক : প্রয়োবাটিক অ্যালার্জির বিরুদ্ধে লড়াই করার পাশাপাশি পাকস্থলীর নানা অসুখ সারাতে ভূমিকা রাখে। পাকস্থলী শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঠিক রাখে। সেই সঙ্গে প্রদাহজনিত জটিলতা এবং অ্যালার্জির সমস্যা কমায়। এ কারণে নিয়মিত খাদ্য তালিকায় প্রয়োবায়োটিক সমৃদ্ধ দই রাখতে পারেন।ধু : ধূলাবালির কারণে অ্যালার্জির সমস্যা হলে নিয়মিত মধু খেতে পারেন। এটি শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে। প্রতিদিন সকালে হালকা গরম জলে এক চামচ মধু মিশিয়ে খেলে ভালো উপকার পাওয়া যাবে। এছাড়া এমনিও এক চামচ করে মধু খেতে পারেন।অ্যাপেল সিডার ভিনেগার : বেসিনের সিঙ্ক পরিস্কার, খাবারের স্বাদ বাড়ানো ছাড়াও অ্যাপেল সিডার ভিনেগার অ্যালার্জি প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। জমে থাকা কফ পরিষ্কার করতে প্রতিদিন সকালে এক চামচ অ্যাপেল সিডার ভিনেগার খেতে পারেন। এছাড়া হালকা গরম জলে এক চামচ অ্যাপেল সিডার ভিনেগার, মধু মিশিয়ে খেতে পারেন।নাকের স্প্রে : আজকাল বাজারে অনেক ধরনের নাকের স্প্রে পাওয়া যায়।

বুধবার আগরতলায় রাজ্য ভিত্তিক ফোক ডান্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

‘ক্যাব’ বাতিলের দাবিতে হাফলঙে ধরনা ডিমা হাসাও জেলার ছয় ছাত্র সংগঠনের

হাফলং (অসম), ২০ নভেম্বর (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল-২০১৬ (ক্যাব) বাতিলের দাবিতে বুধবার হাফলং জেলাশাসকের কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদী ধরনা কর্মসূচি পালন করেছে জেলার ছয়টি ছাত্র সংগঠনকে নিয়ে গঠিত হিলস্ট্রাইবসস্টুডেন্টসইউনিয়ন। আজ সকাল ১০টা থেকে হিলস্ট্রাইবসস্টুডেন্টসইউনিয়নের সদস্যরা নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল বাতিল করার দাবিতে উত্তাল করে তুলে জেলাশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণ।

প্রতিবাদী বিক্ষোভ কর্মসূচির পর জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়ার মাধ্যমে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল বাতিল করার দাবিতে এক স্মারকপত্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছে হিলস্ট্রাইবসস্টুডেন্টসইউনিয়নের পক্ষ থেকে।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী জেলার অন্যতম প্রথমসারির ছাত্র সংগঠন ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রমিত সেংইয়ং বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল এই শীতকালীন অধিবেশনে পাস হলে অসমে উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষ নিজেদের অস্তিত্ব ও পরিচয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি হারাবে যা খুই ভয়ঙ্কর ব্যাপার। এমন-কি উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষজনকে অসমে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে বাস করতে হবে।

এমতাবস্থায় সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন দল সংগঠন ও ছাত্র সমাজ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল বাতিলের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছাত্র সংগঠনকে নিয়ে গঠিত নেসো-ও নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল বাতিলের দাবিতে সরব হয়ে পড়েছে। তাই এই শীতকালীন অধিবেশনের কার্যক্রমণিকা থেকে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলকে ছেঁটে ফেলার দাবি জানিয়ে আজ ডিমা হাসাও জেলার ছয়টি সংগঠনকে নিয়ে গঠিত হিলস্ট্রাইবসস্টুডেন্টসইউনিয়নের পক্ষ থেকে জেলাশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র প্রেরণ করা হয়েছে, জানান প্রমিত সেংইয়ং।

মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল মহারাষ্ট্র, পালঘর-এ ৪.০ তীব্রতার কম্পন

মুম্বই, ২০ নভেম্বর (হি.স.): আবারও ভূমিকম্পের আতঙ্কউ ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলা। মঙ্গলবার গভীর রাতে ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে কেঁপে ওঠে মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলাউ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.০উ ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় মঙ্গলবার গভীর রাতের ভূকম্পনে এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-র মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার মারফত জানিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাত ০১.৩৫ মিনিট নাগাদ ৪.০ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলাউ ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে, ১৯.৯ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭২.৯ পূর্ব দ্রাঘিমাংশউ মৃদু ভূকম্পনে এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নিউ তবে, ভূমিকম্পের জেরে মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলা জুড়েই আতঙ্ক তৈরি হয়।

ভূমিকম্পে কাঁপল উত্তর-পূর্বের রাজ্য মণিপুর, ভোররাতে ৩.১ তীব্রতার কম্পাঙ্ক

চান্দেল (মণিপুর), ২০ নভেম্বর (হি.স.): মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তর-পূর্বের রাজ্য মণিপুর। বুধবার ভোররাতে মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয় মণিপুরের চান্দেল জেলায়উ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.১। মৃদু কম্পনে কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলেই জানা গিয়েছে প্রশাসন সূত্রে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-র মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার মারফত জানিয়েছে, বুধবার ভোররাত ০৩.১৪ মিনিট নাগাদ ৩.১ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে মণিপুরের চান্দেল জেলাউ ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূগর্ভের মাত্র ৪৫ কিলোমিটার গভীরে, ২৪.৪ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৪.১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশউ মৃদু ভূকম্পনে এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নিউ তবে, ভূমিকম্পের জেরে মণিপুরের চান্দেল জেলা জুড়েই আতঙ্ক তৈরি হয়উ যদিও, মণিপুরে মাঝেমধ্যেই হালকা তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়।

কংগ্রেস ও এনসিপির হাত ধরার জন্য দলের অন্দরেই বিদ্রোহের মুখে উদ্ধব

মুম্বই, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : কংগ্রেস এবং এনসিপির সঙ্গে জোট করে সরকার গড়া প্রসঙ্গে এবার দলের অন্দরেই বিদ্রোহের মুখ পড়লেন শিবসেনা সুপ্রিমো উদ্ধব ঠাকরে।

কংগ্রেস এবং শিবসেনার সঙ্গে জোট করে সরকার গঠনের প্রক্রিয়া নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন শিবসেনার ১৭ জন বিধায়ক। বুধবার এই ১৭ বিধায়কদের ক্ষোভ কমানোর জন্য তাঁদের মাতুশ্রীতে ডেকে পাঠান উদ্ধব।

দীর্ঘক্ষণ তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে এই সকল বিধায়ক পশ্চিম মহারাষ্ট্রের। বিধায়কদের ক্ষোভের কারণ আঁচ করতে পেরে তাদের নিজের বাসভবনে ডেকে পাঠান শিবসেনার বর্ষীয়ান নেতা মনোহর যোশী।

এরপরে তাঁদের নিয়ে মাতুশ্রীতে পৌছন তিনি। সেখানেই চলে বৈঠক।

জানা গিয়ে হিন্দুত্ববাদের আদর্শকে ত্যাগ করে এনসিপি ও কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে যেতে নারাজ এই বিধায়কেরা। তাদের দাবি হিন্দুত্বই হচ্ছে শিবসেনার মূল ভিত্তি। সেই ভিত্তিকেই যদি পরিহার করা হয়, তবে দলে ভবিষ্যত নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েন তাঁরা।

কংগ্রেস এবং এনসিপির উপরে যে কোনও ভাবে বিশ্বাস করা যায় না উদ্ধবের সঙ্গে বৈঠকে সেই কথা স্পষ্ট করে দেন বিক্ষুব্ধ বিধায়কেরা। এমনকি এনসিপি ও কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক আদর্শেরও অনেক ফারাক রয়েছে শিবসেনার।

জন্মশতবর্ষে দিনকর কৌশিক

শান্তিনিকেতন, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : শান্তিনিকেতন কলাভবনের সঙ্গে যে সমস্ত কৃতী মানুষের নাম জড়িয়ে রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম দিনকর কৌশিক। নিজের সেরাটি দিয়ে তিনি সারাজীবন কাজ করে গেছেন রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে। তাঁর লেখা ''নন্দলাল বসু: ভারতশিল্পের পথিকৃৎ'' বা ''শান্তিনিকেতনের দিনগুলি'' বইতে রবীন্দ্র-প্রয়াসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের নিবিড়তার কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে।

কর্নাটকের ধারাবাদে দিনকর কৌশিকের জন্ম ১৯১৮-এ। কলাভবনের ছাত্র ছিলেন তিনি। পরে সেখানেই অধ্যাপনা। ১৯৭৮ সালে অবসর নেন অধ্যক্ষ হিসেবে। ২০১১-র ১৩ ফেব্রুয়ারি তিনি প্রয়াত হন শান্তিনিকেতনেই। গুরু নন্দলালের জন্মদিন উপলক্ষে নন্দন মেলা-র সূচনা করেন তিনিই। এ বছর অধ্যাপক দিনকর কৌশিকের জন্মশতবর্ষ। এই উপলক্ষে বিড়লা আকাদেমি অফ আর্ট অ্যান্ড কালচার এবং শান্তিনিকেতন কলাভবনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছে একটি প্রদর্শনী ''রিমেম্বারিং দিনকর কৌশিক'' শিরোনামে। এখানে দিনকর কৌশিকের শিক্ষক, ছাত্র এবং এখনকার কলাভবনের শিক্ষকদের সম্মিলিত কাজ প্রদর্শিত হয়েছে।

আগামী শনিবার, ২৩ নভেম্বর সন্ধে ৬-টায় বিড়লা আকাদেমি প্রদর্শকক্ষে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন শান্তিনিকেতনের প্রবীণ আশ্রমিক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন শিল্পতাত্ত্বিক প্রণবরঞ্জন রায়। ১২ ডিসেম্বর, সন্ধেয় রয়েছে দু'টি আলোচনা। প্রথমে ''বিশ্বভারতী এবং সহশিক্ষা: শিল্পশিক্ষায় মহিলাদের উন্মেষ'' শিরোনামে বলবেন শর্মিলা রায় পোমো। পরে সৌমিক নন্দী মজুমদার বলবেন ''কলাভবন: স্বপ্ন এবং মধ্যবর্তিতা'' শিরোনামে। ১৮ ডিসেম্বর সন্ধেয় আর শিবকুমার বলবেন কলাভবনের জন্ম এবং বিকাশ নিয়ে। প্রদর্শনীটি চলবে আগামী ২১ ডিসেম্বর, ৩-৮-টা পর্যন্ত (সোমবার বাদে)।

পি চিদম্বরমের জামিন-আর্জিতে ইডি-কে সুপ্রিম নোটিশ, ২৬ নভেম্বর পরবর্তী শুনানি

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর (হি.স.): আইএনএক্স মিডিয়া অর্থ তছরুপ মামলায় (ইডি-র মামলা) জামিনের আবেদন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হয়েছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পালানিয়াপ্পন চিদম্বরমউ দিল্লি হাইকোর্টে জামিনের আর্জি খারিজ হওয়ায় সেই রায়কেও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন পি চিদম্বরমউ চিদম্বরমের জামিন-আর্জির প্রেক্ষিতে বুধবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-কে নোটিশ পাঠাল সুপ্রিম কোর্টউ এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে আগামী ২৬ নভেম্বরউ পি চিদম্বরম জামিন পাবেন কি পাবেন না, তা জানা যাবে আগামী ২৬ নভেম্বর।

আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় (ইডি-র মামলা) গত ১৫ নভেম্বর পি চিদম্বরমের জামিনের আর্জি খারিজ করে দিয়েছিল দিল্লি হাইকোর্টউ সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গত সোমবার সুপ্রিম কোর্টের শরনাপন্ন হন পি চিদম্বরমউ প্রবীণ কংগ্রেস নেতার আবেদন শুনতে সম্মত হয় সুপ্রিম কোর্টউ বুধবার সকালে সুপ্রিম কোর্টে পি চিদম্বরমের আবেদনের শুনানি শুরু হলে, জামিন-আর্জির প্রেক্ষিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-কে নোটিশ পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্টউ এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ২৬ নভেম্বর।

গান্ধীদের এসপিজি নিরাপত্তা নিয়ে সংসদে ফের সরব কংগ্রেস, পাল্টা জবাব দিলেন নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর (হি.স.): গান্ধী পরিবারের এসপিজি (স্পেশ্যাল প্রোটেকশন গ্রুপ) সুরক্ষা নিয়ে সংসদে ফের সরব হল কংগ্রেসউ এবার সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় গান্ধী পরিবারের উপর থেকে এসপিজি সুরক্ষা প্রত্যাহার নিয়ে সরব হলেন কংগ্রেস সাংসদ আনন্দ শর্মাউ সোনিয়া গান্ধী, মনমোহন সিং, রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢ়রার এসপিজি সুরক্ষা প্রত্যাহার প্রসঙ্গে বুধবার কংগ্রেস সাংসদ আনন্দ শর্মা রাজ্যসভায় বলেছেন, 'সরকারের কাছে আমরা অনুরোধ করছি, আমাদের নেতাদের সুরক্ষার বিষয়টি পক্ষপাতদুষ্ট রাজনৈতিক বিবেচনার বাইরে রাখা উচিত।

আনন্দ শর্মাকে পাল্টা জবাবও দিয়েছেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ জগতপ্রকাশ নাড্ডাউ নাড্ডা বলেছেন, 'গান্ধীদের এসপিজি নিরাপত্তা প্রত্যাহার কোনও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নয়উ এটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সিদ্ধান্তউ' রাজ্যসভায় জে পি নাড্ডা বলেছেন, 'এখানে রাজনীতির কিছুই নেই, সুরক্ষা প্রত্যাহার করা হয়নিউ একজন রাজনৈতিক নেতা এমনটা করেননি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করেছেনউ বিপদ ও ঝুঁকির কথা মাথায় রেখেই সুরক্ষা দেওয়া হয় এবং প্রত্যাহারও করা হয়।

পোখরানে যুদ্ধাভ্যাসের সময় দুর্ঘটনায় মৃত্যু একজন জওয়ানের, জখম একজন

জয়সলমের (রাজস্থান), ২০ নভেম্বর (হি.স.): রাজস্থানের জয়সলমের জেলার পোখরানে যুদ্ধাভ্যাসের সময় ট্যাংক-দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন জওয়ানউ এছাড়াও আরও একজন জওয়ান জখম হয়েছেনউ মঙ্গলবার এই ঘটনাটি ঘটেছিল জয়সলমের সেক্টরের ফালসুন্দ শহরের কাছে, প্রকাশ্যে আসে বুধবার।

বুধবার সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জয়সলমের সেক্টরে ট্যাংক-সংক্রান্ত ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন একজন সেনা জওয়ানউ এছাড়াও একজন জওয়ান জখম হয়েছেনউ ফালসুন্দ শহরের কাছে টি-৯০ ট্যাংক চলাচলের সময় মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছেউ ফালসুন্দ থানার পুলিশ অফিসার দেবকিশন জানিয়েছেন, ফালসুন্দ শহরের কাছে ট্যাংক লোড করার সময় দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন পরমেশ্বর যাদব নামে একজন সেনা জওয়ানউ জখম হয়েছেন

ছয়ের পাতায়

বুধবার আগরতলায় ভারতীয় জনতা পার্টি তপশিলী জাতি মোর্চার উদ্যোগে এক র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

বুধবার আগরতলায় সিআইটিইউ'র উদ্যোগ এক র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

ডিসেম্বরের আগেই জনপ্রিয় ও শক্তিশালী সরকার গঠন করা হবে মহারাষ্ট্রে : সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ২০ নভেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রে সরকার গঠন নিয়ে যাবতীয় জটিলতা এবার কাটতে চলেছে, বুধবার সকালে এমনই ইঙ্গিত দিলেন শিবসেনার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউতউ শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত এদিন জানিয়েছেন, আগামী ৫-৬ দিনের মধ্যেই মহারাষ্ট্রে সরকার গঠনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবেউ ডিসেম্বর মাসের আগেই মহারাষ্ট্রে একটি জনপ্রিয় ও শক্তিশালী সরকার গঠন করা হবে।

বুধবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'মহারাষ্ট্রে সরকার গঠন নিয়ে গত বিগত ১০-১৫ দিন ধরে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ছিল, তা আর নেইউ বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটার মধ্যেই আপনারা জানতে পারবেন কোনও প্রতিবন্ধকতা আর নেইউ বিকেলের মধ্যেই সমস্ত ছবি পরিষ্কার হয়ে যাবেউ' মহারাষ্ট্রে এবার 'জনপ্রিয়' ও 'শক্তিশালী' সরকার গঠন হবে, এমনই দাবি করে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'মহারাষ্ট্রে সরকার গঠনের প্রক্রিয়া আগামী ৫-৬ দিনের মধ্যেই সম্পন্ন হবে এবং ডিসেম্বরের আগেই মহারাষ্ট্রে একটি জনপ্রিয় ও শক্তিশালী সরকার গঠন করা হবেউ সেই প্রক্রিয়াই এখন চলছে।

উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্রে সরকার গঠন নিয়ে টান টান নাটকের পর, কিছুদিন আগেই সংবিধানের ৩৫৬ অনুচ্ছেদ প্রয়োগ করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয় মহারাষ্ট্রেউ সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়ার ছ'মাস পর নির্বাচন কমিশন নতুন করে ভোটের ঘোষণা করবে মহারাষ্ট্রেউ তবে এই সময়ের মধ্যে মারাঠাভূমে যদি নতুন কোনও রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হয় এবং সেই জোট যদি আস্থা ভোটে উতরে যায় তবে রাষ্ট্রপতি শাসন খারিজ হয়ে যেতে পারে।

হরিয়ানার ফরিদাবাদে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য, আততায়ীদের গুলিতে খুন ব্যক্তি

ফরিদাবাদ (হরিয়ানা), ২০ নভেম্বর (হি.স.): হরিয়ানার ফরিদাবাদে ফের দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য! বুধবার সকালে ফরিদাবাদের বাঁকে বিহারী মন্দিরের কাছে রেল রোডে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হলেন একজন ব্যক্তিউ নিহত ব্যক্তির নাম হল-সুভাষ (৫৫)উ সুভাষবাবু বাঁকে বিহারী মন্দিরের কাছে রেল রোডের ধারে একটি অস্থায়ী দোকানে টায়ার ও টিউব মেরামতের কাজ করতেনউ বুধবার সকালের এই ঘটনার জেরে স্থানীয় মানুষজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, বুধবার সকালে দোকান খুলছিলেন সুভাষ নামে ওই ব্যক্তিউ সেই সময় দু'জন দুষ্কৃতী মোটরবাইকে এসে সুভাষকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়উ গুলি চালানোর পরই দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়উ গুলির শব্দ শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারাউ স্থানীয় বাসিন্দাদের ততরতায় খবর দেওয়া হয় এনআইটি থানায়উ রক্তাক্ত ও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সুভাষকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিতকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেনউ কী কারণে এই হামলা, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশউ দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করতে ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

লস্কর, জইশ ও আল-কায়দার জোট গোটা বিশ্বের জন্যই বিপদ : সৈয়দ আকবরউদ্দিন

নয়াদিল্লি ও নিউইয়র্ক, ২০ নভেম্বর (হি.স.): আইএসআইএল, বোকো হারাম, লস্কর-ই-তৈয়বা এবং জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি সংগঠনের জোট গোটা বিশ্বের কাছেই বিপদউ ভারতীয় সময় অনুযায়ী বুধবার সকালে রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের একটি অনুষ্ঠানে এমনই মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সৈয়দ আকবরউদ্দিনউ ভারতের রাষ্ট্রদূত এবং রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি সৈয়দ আকবরউদ্দিন বলেছেন, লস্কর-ই-তৈয়বা, জইশ-ই-হম্মদ ও ইসলামিক স্টেটের মতো একাধিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ও অপরাধীদের মধ্যে জোট রয়েছেউ এই জোট গোটা বিশ্বের জন্য বিপদ।

রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের একটি অনুষ্ঠানে ভারতের রাষ্ট্রদূত এবং রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি সৈয়দ আকবরউদ্দিন বলেছেন, আইএসআইএল, আল-কায়দা, বোকো হারাম, লস্কর-ই-তৈয়বা এবং জইশ-ই-মহম্মদের মতো সন্ত্রাসবাদী সংগঠন তাদের আন্তঃসীমান্ত অর্থের যোগান, প্রচার ও নিয়োগের মাধ্যমে গোটা অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করার প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছেউ এমনকি সাইবারস্পেস এবং সোশ্যাল মিডিয়ারও অপব্যবহার করছে।

দিল্লির বাতাস ফের দূষিত, ক্ষোভে সুর চড়াচ্ছেন রাজধানীর মানুষজন

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর (হি.স.): ফের বায়ুদূষণের গ্রাসে রাজধানী দিল্লি। দিল্লিতে শ্বাস নেওয়া আবারও কষ্টকর হয়ে উঠেছে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় এবার অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকারের বিরুদ্ধেই ক্ষোভে সুর চড়াচ্ছেন রাজধানীর মানুষজন। অনেকেরই মতে, বায়ুদূষণ ঠেকাতে দিল্লির রাস্তায় জোড়-বিজোড় পরিবহন নীতিই যথেষ্ট নয়। দূষণ ঠেকাতে সরকারকে আরও নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

মঙ্গলবারও দিল্লির বাতাস সামান্য দূষিত ছিল। কিন্তু, বুধবার সকালে দিল্লির বাতাস আরও দূষিত হয়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ-এর দেওয়া এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স (একিউআই) তথ্য অনুযায়ী, দিল্লি-এনসিআর-এর বিভিন্ন জায়গায় বুধবার সকালে বাতাস ছিল দূষিত। অশোক বিহার, আনন্দ বিহার প্রভৃতি জায়গায় একিউআই

ছয়ের পাতায়

রাজস্ব দপ্তরের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী

জনজাতিদের আর্থিক মানোন্নয়নে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। বর্তমান রাজ্য সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর রাজ্যের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আগামীদিনে রাজ্যের রাজস্ব আয় আরও কিভাবে বৃদ্ধি করা যেতে পারে সে বিষয়ে রাজস্ব দপ্তরকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। আজ সচিবালয়ের ১ নং কনফারেন্স হলে রাজস্ব দপ্তরের এক পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এ কথা বলেন। সভায় তিনি আরও বলেন, বনাধিকার আইনে প্রাপ্ত জমির চিহ্নিতকরণের কাজ দ্রত সম্পন্ন করতে হবে। পাশাপাশি পা-াপ্রাপ্ত জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জনজাতিদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ পা-াপ্রাপ্ত জমির মালিকদের প্রদান করার জন্য রাজস্ব দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সে লক্ষ্যে ক'ষি, প্রাণীসম্পদ বিকাশ, উদ্যান, মৎস্য, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের যেসব প্রকল্প রয়েছে সেগুলির মাধ্যমে পাট্টাপ্রাপ্ত জমির মালিকদের উৎসাহিত করতে হবে।

সভায় রাজস্ব দপ্তরের প্রধান সচিব বি কে সাহু বলেন, রাজস্ব দপ্তর মূলত: ভূমি সংস্কার, ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি রেজিস্ট্রেশন, ত্রাণ, পুনর্বাসন, প্রাক'তিক বিপর্যয় মোকাবিলা, রাজস্ব সংগ্রহ, পা-া প্রদান, দেবার্চনা ইত্যাদি কাজগুলি করে থাকে। তিনি বলেন, জমির ক্রয়-বিক্রয় করার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে ই-স্ট্যাম্পিং ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় ই-স্ট্যাম্পিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিটি মহকুমায় স্টেট কো-অপরেটিভ ব্যাঙ্ক এবং ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ই-স্ট্যাম্প বিক্রি করছে। সেইল ডিড, পার্টিশন ডিড, লীজ ডিড, মর্টগেজ ডিড, উইল ডিড, পার্টনারশিপ ডিড, এগ্রিমেন্ট ডিড ব্যবস্থাকে উন্নত করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভেনিউ ও ল্যাণ্ড রিফর্মস অ্যাক্ট সংশোধনের জন্য রাজস্বমন্ত্রীকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। জমির মানচিত্রকে আপডেটিং করার জন্য জেলাশাসক ও মহকুমা শাসকদের বলা হয়েছে। জমির মানচিত্রকে আপডেটিং করার প্রক্রিয়াকে দ্রত সম্পন্ন করার জন্য জেলাশাসক ও মহকুমা শাসকদের নির্দিষ্ট সময়সীমা স্থির করে দেওয়ার জন্য সভায় উপস্থিত মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলুকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাজ্যের ২২২টি তহশীলের তহশীলদারদের কর্মদক্ষতা ব'দ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি তহশিলের যেখানে কম্পিউটার নেই সেখানে কম্পিউটার প্রদান করার জন্য রাজস্ব দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে হবে।

সভায় প্রধান সচিব বি কে সাহু আরও জানান, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, পি এস ইউ ইত্যাদির অব্যবহৃত জমিগুলি চিহ্নিত করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন দপ্তরের অধীনে কি পরিমাণ জমি অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে সেগুলি চিহ্নিত করতে হবে। যদি দেখা যায় সরকারী অব্যবহৃত জমিগুলি অবৈধভাবে কারোর দখলে আছে তাহলে তা পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নিতে হবে। প্রধান সচিব জানান, সিপাহীজলা এবং খোয়াই জেলার প্রশাসনিক বিল্ডিং নির্মাণের জন্য এন এল সি পি আর প্রকল্পে মোট ৪১ কোটি ১২ লক্ষ টাকার ম'রী পাওয়া গেছে। ২০২০ সালের মার্চ মাসের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও জম্পইজলা, অমরপুর, খোয়াই, করবুক এবং পানিসাগর মহকুমার মহকুমা শাসকের নতুন ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। কাজগুলি সময়ের মধ্যে এবং গুণগতমান বজায় রেখে সম্পন্ন করার উপর সভায় গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। সভায় এছাড়াও প্রাক'তিক বিপর্যয় মোকাবিলায় দপ্তরের বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন রাজস্ব দপ্তরের প্রধান সচিব বি কে সাহু। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু, আইন সচিব গৌতম দেবনাথ, উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব এন. ডার্লং এবং রাজস্ব দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে যথাযথ উপযোগী ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি ভাবতে হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, বর্তমান পরিকাঠামোতে প্রচুর সংখ্যক ব্রু শরণার্থী পরিবারকে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ দিতে গেলে তাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব পড়বে। তাই, রাজ্যের একটি নির্দিষ্ট মহকুমাতে ৪০০-৫০০ ব্রু শরণার্থী পরিবারকে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ দেওয়া হোক, চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এক্ষেত্রে ওই এলাকা উন্নয়নে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন পড়বে, সেকথাও তুলে ধরেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, ব্রু শরণার্থীদের রাজ্যের নির্দিষ্ট মহকুমায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ দিতে সড়ক যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়ন খুবই জরুরী। তবেই তাঁরা স্বাচ্ছ্যন্দপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারবেন। তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই প্রস্তাব বিবেচনার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

৫ ডিসেম্বর

● প্রথম পাতার পর

বিলের বিরোধিতায় আন্দোলন করছে। তাই এত আপত্তি সত্ত্বেও সংসদে বিলটি আনা উচিত হবে না কেন্দ্রীয় সরকারের, মনে করেন তিনি।

বিজয় রাঙ্খল আজ ফের কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানান, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল স্থায়ীভাবে বাতিল করা হোক। এদিকে, আইএনপিটি-র সাধারণ সম্পাদক জগদীশ দেববর্মাও এই বিলের বিরোধিতায় এদিন সুর চড়িয়েছেন। তাঁর মতে, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল দেশ এবং দেশবাসীর স্বার্থ-বিরোধী। তিনি বলেন, চলতি বছরের ৮ এবং ৯ জানুয়ারি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল লোকসভায় ও রাজ্যসভায় পেশ করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু বিরোধীদের আপত্তির জন্য বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখন ফের এই বিল আনতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর প্রতিবাদেই আইএনপিটি জাতীয় সড়ক ও রেল অবরোধ করবে। সাথে তিনি যোগ করেন, ওই কর্মসূচির পর আইএনপিটি নেতৃবৃন্দ দিল্লি অভিযানে যাবেন। বিলের বিরোধিতায় যে সমস্ত রাজনৈতিক দল মাঠে রয়েছে তাঁদের সমর্থন জানাবে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গুলিকান্ডে

● প্রথম পাতার পর

রোড নম্বর ৪ থেকে সমীর ভট্টাচার্যকে গ্রেফতার করেছিল। সরকারি আইনজীবীর কথায়, ওই মহিলার মোবাইলের এসএমএস থেকে তাকে পুলিশ সন্দেহ করছে। কারণ, শিবাণীদেবীর মোবাইলে সমীর ভট্টাচার্যের পাঠানো কিছু এসএমএস অপরাধমূলক বলে পুলিশ দাবি করেছে। তাই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি জানান, পুলিশ গতকাল সমীর ভট্টাচার্যকে মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে সোপর্দ করেছিল। আদালতে তাকে চারদিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে।

গত শনিবার রাতে রাজধানীর নতুননগর কো-অপারেটিভ সংলগ্ন এলাকায় দুষ্কৃতকারীরা এক গৃহবধূর বাড়িতে ঢুকে তাকে বেধড়ক মারধর করে এবং এক পর্যায়ে আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালায়। তাতে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মহিলার নাম শিবাণী সরকার ওরফে উমা সরকার। তার স্বামী রাজস্থানে নির্মাণকাজে নিয়োজিত থাকায় তিনি একাই বাড়িতে থাকেন। তার এক মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। ছেলে পড়াশোনার জন্য বাইরে থাকে। খবর পেয়ে রামনগর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। সাথে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌছায়। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ কয়েকটি কার্তুজের খোল উদ্ধার করেছে।

মহিলাদের

● প্রথম পাতার পর

অবরোধ করে।পরে তাদের সাথে এলাকার পুরুষরাও সঙ্গ দেন।সকাল সাতটা থেকে তাদের আন্দোলন শুরু হলে দুপুর নাগাদ সেখানে উপস্থিত হন প্রশাসনিক আধিকারিকরা।তাদেরকে মৌখিক প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি দিতে থাকলেও তারা তাদের দাবিতে অনড় থাকে।তাদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই তাদের এই সমস্যা চলে আসছে,এসব বিষয়ে বহুবার প্রশাসনকে লিখিত আকারে জানানো হলেও তাদের এই সমস্যা সমাধানের জন্য আজ পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি, তাই বাধ্য হয়ে তাদের এই অবরোধ আন্দোলন।

তাদের অভিযোগ এলাকায় সুস্থ একটি রাস্তা না থাকার কারণে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার অভাবে দুজন গর্ভবতী মহিলাকে প্রাণ হারাতে হয়েছে এলাকায়।পরিস্রুত পানীয় জলের অভাবে তাদেরকে পান করতে হচ্ছে ছড়ার নোংরা জল।আর তাদের এইসব সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না।

উল্লেখ্য এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে এই অবরোধ আন্দোলন সংগঠিত করা হলেও তারা প্রায় সকলেই ছিলেন বর্তমান সরকারের জোট শরিক আইপিএফটির এর সমর্থক। দীর্ঘক্ষণ এই অবরোধের জেরে রাস্তার দু"ধারে আটকে পড়ে প্রচুর যানবাহন দূর্ভোগে পড়তে হয় যানচালক থেকে যাত্রী সাধারণদের।অবরোধে আটকে পড়া এক যান চালক অভিযোগ করেন তাদের এই আন্দোলনের ফলেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভুগতে হচ্ছে তাদেরকে আর সরকার যদি আগেই এসবের দিকে দৃষ্টি দিত তাহলে হয়তো রাস্তায় দাঁড়িয়ে এমনভাবে ভোগান্তির শিকার হতে হতো না তাদেরকে। দীর্ঘক্ষন অবরোধ চলার পাশাপাশি প্রশাসনিক আধিকারিকদের সাথে বৈঠক হয় এলাকার বরিষ্ঠদের। তবে প্রশাসনিক আধিকারিকরা আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথে হাঁটছেন।

নিগমের

● প্রথম পাতার পর

তাদের দোকানপাট ভেঙে সরিয়ে নিয়ে গেছে টাস্কফোর্স বাহিনী। তাতে বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

নিম্ন আদালতের

● প্রথম পাতার পর

মন্ত্রী রবি শংকর প্রসাদ জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় অনুদান প্রাপ্ত স্কিমের অধীন ত্রিপুরা, রাজস্থান এবং মহারাষ্ট্রের জন্য চলতি অর্থবছরে ৭১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। তার মধ্যে গত ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত ৭০২ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা রাজ্যগুলিকে প্রদান করা হয়েছে। বাকি ৭কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ওই রাজ্যগুলির বদলে জম্মু ও কাশ্মীরকে প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

এদিন তিনি জানিয়েছেন, ত্রিপুরার নিম্ন আদালতগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে ৮৪ কোটি ৩৫ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া রাজস্থানকে ২২৬ কোটি ৭২ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা এবং মহারাষ্ট্রকে ৬৮০ কোটি ৮৩ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা ২০ নভেম্বর পর্যন্ত প্রদান করা হয়েছে।

এদিন তিনি জানিয়েছেন, বিচার ব্যবস্থার স্বার্থে নিম্ন আদালতের পরিকাঠামো উন্নয়নের সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। তবে, কেন্দ্রীয় অনুদান প্রাপ্ত স্কিমের মাধ্যমেও রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকার সহায়তা করছে। তিনি বলেন, গত ৫ বছরে কোর্ট ভবন এবং জুডিশিয়াল অফিসারদের জন্য আবাসন নির্মাণে সন্তোষজনক উন্নতি হয়েছে। তিনি জানান, ২০১৪ সালে কোর্ট হল ছিল ১৫ হাজার ৮১৮টি, যা ২০১৯ সালে বেড়ে হয়েছে ১৯ হাজার ৪১৪টি। এদিকে, আবাসন ২০১৪ সালে ছিল ১০হাজার ২১১টি তা ২০১৯ সালে বেড়ে হয়েছে ১৭ হাজার ১০৩টি। তিনি জানান, কোর্ট হল এবং আবাসন দুটোই ২৩ হাজার ৫৬৬টি নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রিসভার

● প্রথম পাতার পর

আইনমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার আরও একটি বিষয় প্রস্তাবে যুক্ত করেছে। তাতে সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিলের অনুচ্ছেদ তিন মোতাবেক জমি ও সম্পত্তি হস্তান্তর, অধিগ্রহণ ও ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, মন্ত্রিসভা সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিলের অনুচ্ছেদের ১ (ক) থেকে ১০ পর্যন্ত সমস্ত ক্ষমতা উত্তর কাছাড় হিলস অটোনোমাস কাউন্সিল এবং কার্বিআলং অটোনোমাস কাউন্সিলের ধাঁচে প্রদানে অনুমোদন দিয়েছে।

তিনি জানান, মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবগুলি সেন্ট্রাল স্টেন্ডিং কমিটির কাছে এবং তারপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে।

আজ থেকে শুরু মাসব্যাপী আইন সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে আইনি পরিষেবা শিবির অনুষ্ঠিত হবে। ২১ নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে মোট ২২ টি শিবির হবে। শিবিরেরগুলিতে সাধারণ মানুষকে তাদের আইনি অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা হবে। এ ছাড়া মানুষের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন শংসাপত্র বের করতে সাহায্য করা হবে এই শিবিরগুলি থেকে। শিবিরগুলোতে জন্মের শংসাপত্র, ম্যারেজ শংসাপত্র বের করা, সাধারণ চিকিৎসা-সহ নানা কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। সবকটি জেলায় এই শিবির বসছে।

এ উপলক্ষে চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। আইন সেবা কর্তৃপক্ষের নির্বাচিত প্যানেলভুক্ত আইনজীবী, প্যারা লিঙ্গল ভলান্টিয়াররা প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে সাধারণ মানুষকে তাদের চলতে গেলে কি কি করতে হবে তা নিয়ে সচেতন করছেন। তাদের প্রয়োজনীয় শংসাপত্র বের করে দিতে কাগজপত্রও সংগ্রহ করছেন। এই কাজে ইতিমধ্যে ব্যাপক সাড়া মিলছে গোটা রাজ্যেই। শিবিরগুলি সফল করতে রাজ্য সরকারের জেলা প্রশাসন, মহকুমা প্রশাসন, স্বাস্থ্য দপ্তর, পুলিশ প্রশাসন সহ অন্য দপ্তরগুলি সাহায্য করছে। ২১ নভেম্বর খোয়াই জেলার বেহালাবাড়ি এ ডি সি ভিলেজে শিবির দিয়ে মাস ব্যাপী এই কর্মসূচি শুরু হচ্ছে। ২৪ নভেম্বর শিবির হবে সিপাহিজলার টাউন কমিউনিটি হলে। ২৬ নভেম্বর শিবির হবে ধলই জেলার আমবাসা কাঠালবাড়ি ঐ ডি সি ভিলেজ। ১ ডিসেম্বর শিবির হবে বক্সনগর ব্লকের রহিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, খোয়াই জেলার মঙ্গিয়াকামী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, জুলাইবাড়ি হাই স্কুল এবং আমরপুর টাউন হল। ৮ ডিসের নয় জায়গায় শিবির হবে। এগুলি হল- পশ্চিম জেলার উওর বোধজংনগর, গোমতী জেলার গামারিয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ জেলার রাজনগর ব্লকের ভি এম হাহস্কুল, সালামের সাতছরি হাই স্কুল চত্বর, কৈলাসহরের বারখলা হাইস্কুল চত্বর, উত্তর জেলার পানিসাগর মহকমায় তিলথই রুপচরণ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় চত্বর, কাঞ্চনপুরের উত্তর জয়শ্রী হাইস্কুল মাঠ, কমলপুরের ধনচন্দ্র সি পি হাইস্কুল চত্বর এবং গন্ডাছড়ার রইস্যাবাড়ি দ্বাদশ স্কুল চত্বর। ১২ ডিসেম্বর শিবির হবে জিরানিয়া মহকুমার কমিউনিটি হলে। ১৫ ডিসেম্বর শিবির হবে বিশালগড়ের সাতমুড়া হাইস্কুল, খুমুলুঙ এস বি স্কুলে, রাজনগর রকের রাধানগর হাই স্কুল, ঊনকোটি জেলার ধনিছড়া এস বি স্কুল, ধর্মনগরের বাথিং বাড়ি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, লংতরাই ভ্যালি ধন্যরাম কারবারি পাড়ায়। সব কয়টি আইনি পরিষেবা শিবিরগুলোতে প্রত্যেক আবেদনকারীর হাতে হাতে তাদের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।

এসইউসিআই'র গণ অবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ নভেম্বর ।। রাজ্যের ভয়াবহ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হয়ে এসইউসিআই(সি) দল জনজীবনের বিভিন্ন সমস্যার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এবং এগুলি সমাধানের দাবিতে ১৯ নভেম্বর বিকাল ৪টা থেকে ৬টা পর্যন্ত প্যারাডাইস চৌমুহনীর সিটি সেন্টারের সামনে এক গণঅবস্থান সংগঠিত করে। দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ ফেল প্রথা চালু করতে হবে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোদ করতে হবে, জাতীয় সড়ক সহ সকল বেহাল রাস্তা অবিলম্বে মেরামত করতে হবে, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, খুন প্রতিরোধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে, রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে হবে, গ্রাম পাহাড়ে গরীব মানুষের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে, রিয়াং শরনার্থী সমস্যার অবিলম্বে গ্রহণযোগ্য সমাধান করতে হবে, মদ ও মাদক দ্রব্যের প্রসার রোধ করতে হবে ইত্যাদি। উক্ত বিষয়ে এক প্রেস বিবৃতিতে তা জানানো হয়েছে।

এডিসির ক্ষমতা বাড়ানোর দাবী জানালেন মুখ্য নির্বাহী সদস্য রাধারচরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর ।। সংসদের চলতি অধিবেশনে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বিল উত্থাপন করার দাবী জানালেন মুখ্য নির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা। আজ তিনি জানান সামনে এডিসি এলাকার নির্বাচন। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্য সরকার এডিসি এলাকার জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে রাজ্য সরকার এডিসি প্রশাসনের উপর দোষারোপ করছে। তিনি আরও বলেন রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরমন্ত্রী বলেন দীর্ঘ ২৫ বছরে তৎকালীন রাজ্য সরকার এডিসি ক্ষমতা বাড়ানোর বিষয়ে কোন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। তখন কেন্দ্রের ক্ষমতায় ছিল কংগেরস ও বিজেপ। গত ৬ বছর বিজেপি ক্ষমতায় ছিল তখন কেন্দ্র এডিসি ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হলনা। রাজ্যের সাংসদ জিতেন চৌধুরী, শঙ্কর প্রসার দত্ত এবং ঝর্ণা দাস বৈদ্য সংসদের ভেতরে এবং সংসদের বাইরে এডিসি ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য দাবী জানিয়ে ছিল। এছাড়া রাজ্য বিধান সভারঅধিবেশনে বিধানসভার সদস্য, সদস্যগণ বহুবার এই বিষয়ে উপর আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন সভা সমিতি সামাজিক মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা এর সমর্থনে কথা বলেছি। এডিসির প্রতিনিধিদল কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে। তখন কংগ্রেস, বিজেপি, আইপিএফটিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো কোন কথা বলেনি। সামনে এডিসি নির্বাচন এসেছে উপজাতি দরদের নামে এডিসি ক্ষমতা বাড়ানোর দাবীতে সংসদ বিল তোলার জন্য দৌড়ঝাঁপ আরম্ভ করেছে। তিনি আরও জানান কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানের ১২৫তম সংশোধনের মাধ্যমে এডিসির ক্ষমতা বাড়াতে সংসদে বিল তোলতে যাচ্ছে। সেই বিষয়ে এডিসি প্রশাসনের কাছে মতামত জানতে চেয়ে কেন্দ্র চিঠি দিয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছে বর্তমান টিটিএএডিসি নাম পরিবর্তন করে টিটিএএসি রাখা হবে। সহমত পোষন করা হয়েছে।

হ্যাকার

● প্রথম পাতার পর

ডলারে পরিবর্তন করে নিয়েছে হ্যাকাররা। সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চ সূত্রে খবর, তাদের কাছ থেে, বেশ কয়েকটি মোবাইল ফোন, অনেকগুলি সিমকার্ড, ভুয়ো পাসপোর্ট এবং ল্যাপটপ উদ্ধার হয়েছে।

ত্রিপুরা সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চ চারজন হ্যাকারকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু, তাতে কতটা সফল হবে ত্রিপুরা সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চের অফিসাররা, যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কারণ, ইতিমধ্যে অসম সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চের অফিসাররাও কলকাতায় ওই চার হ্যাকারকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার চেষ্টা করছে। শুধু তাই নয়, কলকাতা পুলিশ ও মুম্বাই পুলিশও তাদেরকে নিজেদের হেফাজতে রাখতে চাইছে বলে সূত্রের দাবি।

জনজাগরণ র‍্যালী

আটের পাতার পর

পার্টি অফিস তৈরি করেছে। রাজ্যের প্রতিটি জেলা ও ব্লক এলাকাতেও বিজেপি তপশীলি জাতি মোর্চা জনজাগরণ র‍্যালি সংগঠিত করে বিগত বাম অপশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে।

পর্যটনমন্ত্রী

আটের পাতার পর

পিএমসিএস লিমিটেডের চেয়ারম্যান বিক্রম দাস। অনুষ্ঠানে সমবায় সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় ২ জনকে পুরস্কার, ২ জনকে কেসিসি কার্ড, ২ জনকে মাইক্রো এটিএম কার্ড তুলে দেন অতিথিগণ।

প্রশাসনের অভিযান

আটের পাতার পর

সদর মহকুমা শাসক জানিয়েছেন গোটা রাজ্যেই এ ধরনের তৎপরতা চালানো হবে।

সদর মহকুমা প্রশাসন মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যাকেটজাত সামগ্রী পরীক্ষার জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছে তা সিন্ধুকে বিন্দুমাত্র হলেও অনেক ব্যবসায়ীর টনক নড়বে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও এ ধরনের অভিযান চালানো প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ বিষয়ে প্রশাসনকে রাজ্যজুড়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে সচেতন মহল থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

কমিশনারকে

আটের পাতার পর

সঙ্কটের শিকার হচ্ছেন নারীরা বলেও উল্লেখ করেন পাঞ্চালি ভট্টাচার্য।

ক্ষুব্ধ জনতার

আটের পাতার পর

সোমবারে যে ঘটনা হয়েছিল সেই ঘটনার মীমাংসা সোমবারেই হয়েছে। এরপর উনি স্কুলের কোনো শিক্ষককেই রীনা শর্মার বাড়িতে পাঠাননি বলে জানান।

শিপ্রা সহ যে পাঁচজন রীনা শর্মার বাড়িতে ঢুকে হাঙ্গামা এবং শ্লীলতাহানী করেছে এরমধ্যে পার্থ সারথী দত্ত, বিকাশ মালাকার এবং সংগীত মালাকার নামে তিনজন শিক্ষক রয়েছে বলে অভিযোগ। এরমধ্যে পার্থ সারথী দত্ত নেতাজী বিদ্যাপীঠেরই শিক্ষক। কৈলসহর মহিলা থানার ওসি অর্পনা দেবনাথের বিরুদ্ধে কৈলাসহরের মানুষ প্রচন্ড ক্ষোব্ধ। যেকোনো সময় ওসি অর্পনা দেবনাথকে নিয়ে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যেতে পারে। খোদ মহিলারা শ্লীলতাহানীর শিকার হয়ে মহিলা থানায় এসে বিচার পাচ্ছে না।

সোনিয়া

● প্রথম পাতার পর

স্পষ্ট করে দেন শিবসেনা নেতা আবদুল সাত্তার। এদিন ২৮৮ আসন বিশিষ্ট মহারাষ্ট্র বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য প্রয়োজন ১৪৫টি আসন। শিবসেনার ৫৬, এনসিপি ৫৪, কংগ্রেস ৪৪ জন বিধায়ক মিলিয়ে জোটের হাতে রয়েছে ১৫৪ জন বিধায়ক। সরকার বানাতে এই সংখ্যাটা যথেষ্ট।

জখম একজন

পাচের পাতার পর

আর ডি দীক্ষিত নামে আরও একজন জওয়ানউ তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।

মানুষজন

পাচের পাতার পর

ছিল ৩০৯, যা খুবই নিম্নমানের। আইটিও-তে একিউআই ছিল ২২৭, ওখলা ফেস ২-এ একিউআই ছিল।২৯০ এবং পঞ্জাবি বাগে একিউআই ছিল ২৮৬।

দিল্লির বাতাস ফের দূষিত হয়ে ওঠায় শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া এখন কষ্টকর হয়ে উঠেছে। ক্ষোভ প্রকাশ করে অনেকেই বলেছেন, বায়ুদূষণ ঠেকাতে দিল্লির রাস্তায় জোড়-বিজোড় পরিবহন নীতিই যথেষ্ট নয়। দূষণ রুখতে নতুন নতুন প্রচেষ্টা করতে হবে সরকারকে। অনেকের মতে আবার, দিল্লি সংলগ্ন হরিয়ানা ও পঞ্জাবে ফসলের অবশিষ্টাংশ পড়ানো দূষণের জন্য মোটেও দায়ী নয়। কারণ, বহু বছর ধরেই হরিয়ানা ও পঞ্জাবে ফসলের অবশিষ্টাংশ পড়ানো হচ্ছে।

দিলীপ ঘোষ

তিনের পাতার পর

প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষের কটাক্ষ কংগ্রেস ছাগলের তৃতীয় সন্তান । যারা মাঠের লড়ায়েই নেই তাদের তাদের কথায় কিছু যায় আসে না ।

কোর্ট হচ্ছে জেলায়

তিনের পাতার পর

ভলেনটিয়ারা। এদিন জেলার পাঁচটি বিদ্যালয়ের শিশুদের নিয়ে সৃষ্টি ও অঙ্কুর নামে শিশুদের হাতের তৈরী শিল্প কর্ম ও নৃত্য প্রদশনী ও উদ্যোগ নেওয়া হয়।

এদিনের আলোচনায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, চাইল্ড ফ্রেন্ডলি কোর্ট হচ্ছে জেলায়। এছাড়াও পকসো মামলার জন্য মহকুমা আদালতে বিচার হচ্ছে। শিশুদের অধিকারের জন্য যে সংবিধানে যে আর্টিক্যাল আছে তা কার্যকরি করা হচ্ছে।

২০১৭ সাল থেকে জেলায় শিশু যৌন হেনসা, শিশু পাচারের ঘটনা কমেছে। বাল্য বিবাহ অনেক বন্ধ হয়েছে। চাইল্ড লাইন ভালো কাজ করছে। সব থানায় চাইল্ড কর্নার খোলা হয়েছে। থানার সেকেন্ড অফিসারদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসু বলেন, শিশু অধিকার নিয়ে ক্যাম্প করার জন্য জেলার স্কুল, অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রগুলি দেওয়া হবে ডিষ্ট্রিক লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটিকে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিচারক দোবজৌতি মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, জেলায় যারা অসহায় শিশু তাদের বিনামূল্যে অঙ্কন ও নৃত্য প্রশিক্ষণ, হাতের শিল্প কর্ম তৈরীর বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা।

এদিন স্টেট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির থিম সং এর উপর নৃত্য প্রদশন করেন ময়ূরেশ্বর মহিলা সমিতি নুপুর বন্দনা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিউড়ি একাধিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্র, প্যারালিগ্যাল ভলেনটিয়ার মহিউদ্দীন আহমেদ, শিবদাস মন্ডল, মহম্মদ রফিক, সেখ সালাউদ্দীন সহ জেলার সব প্যারা লিগ্যাল ভলেনটিয়াররা।

TRIPURA TRIBAL AREAS AU TUNOMOUS DISTRICT COUNCIL OFFICE OF THE PRINCIPAL OFFICER (INDUSTRIES) KHUMULWNG TRIPURA WEST.

No.F 4(39)/ADC/PO/IND/2019-20/ 964
Dated, Khurnulwng. the 20/11.12019

Notice Inviting Tender

Sealed tenders are hereby invited by the undersigned on behalf of TTAADC from Registered manufacturing farm/proprietor/ dealer etc for supply of sewing machine (pedal) and its accessories to the TTAADC, HQ, Khumulwng.

Sealed tender will be received through Registered post/speed posticourser service only.

Last date and time for receiving the tender:- 29/11/2019 upto 3 pm.

Date of opening the tender- 30/11/2019 at 12.30 pm.

The details of Tender Notice with terms and conditions and specification of each item may be collected from the Office of the Principal Officer(Ind.),TTAADC, Khumulwng during office hours or may be downloaded by visiting the website **ttaadc.govin.**

The undersigned reserves the right to accept or reject all the tenders without assigning any reason thereof.

S/d- Illgible
Principal Officer (Industries)
TTAADC/ICAT/C66/19 TTAADC, Khuwulwng

অঙ্গন

টি-টোয়েন্টির জগঝম্প হচ্ছে, টেস্ট কিন্তু কোনও দিন হারিয়ে যাবে না”

সেটা ছিল ১৯৯১ সালের ১০ নভেম্বর।২১ বছরের নির্বাসন কাটিয়ে ফেরার পর, ইডেন গার্ডেন্সে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে নেমেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। বহু ইতিহাসের সাক্ষী ইডেনে এই ২২ নভেম্বর লেখা হতে চলেছে আরও একটা ইতিহাস। ভারতে প্রথম গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্ট ম্যাচ হবে। ২৮ বছর আগে সেই ঐতিহাসিক দক্ষিণ আফ্রিকা দলের সদস্য ছিলেন ব্রায়ান ম্যাকমিলান। আনন্দবাজার ডিজিটাল-এর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার সময়ে পুরনো সেই দিনের স্মৃতি রোমন্থনের পাশাপাশি, টেস্ট ক্রিকেটের নতুন ফরম্যাট নিয়েও মতামত দিলেন দীঘল চেহারার প্রাক্তন প্রোটিয়া আলরাউন্ডার।নির্বাসন কাটিয়ে এই ইডেন গার্ডেন্সেই শাপমুক্তি ঘটেছিল আপনাদের। সে দিনের কথা ভাবতে বসলে নিশ্চয় এখনও গায়ে কাঁটা দেয়?অবশ্যই। সে অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা কোনও মতেই সম্ভব নয়। বিমানবন্দরে নামার পর থেকেই শহরের পালসটা বুঝতে পারছিলাম। রাস্তার দু” পাশে প্রচুর মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন। ইডেন গার্ডেন্সে খেলতে নেমে তো আমরা রীতিমতো চমকে উঠেছিলাম। প্রায় ৯০ হাজারের মতো দর্শক মাঠে উপস্থিত ছিলেন সে দিন। আমরা এর আগে এত দর্শকের সামনে খেলিইনি। কপিলদেব, সচিন তেন্ডুলকর, মহম্মদ আজহারউদ্দিনকে নিয়ে তৈরি ভারতীয় দল খুবই শক্তিশালী ছিল। ম্যাচটা আমরা হেরে গিয়েছিলাম। কিন্তু, সেই ম্যাচের প্রতিটি মুহূর্ত আমরা উপভোগ করেছিলাম। প্রথম দর্শনেই ইডেন আমাদের মুগ্ধ করেছিল। নিউজপেপার পড়ে এখন জানতে পারছি যে ইডেনেই আবার একটা ইতিহাস তৈরি হতে চলেছে।গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্ট ম্যাচ খেলা হবে। ভারতের মাটিতে এই প্রথম এমন ফরম্যাটের টেস্ট ম্যাচ হচ্ছে। একজন প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং ক্রিকেটভক্ত হিসেবে ম্যাচটা নিশ্চয় আগ্রহ নিয়ে দেখবেন?টেলিভিশনে টেস্ট ম্যাচটা অবশ্যই দেখব। ম্যাচটা নিয়ে আমার খুবই আগ্রহ রয়েছে। আমি জানি ভারতে এই প্রথম বার দিন-রাতের টেস্ট ম্যাচ হতে চলেছে। দিন-রাতের টেস্ট ম্যাচ, গোলাপি বলে খেলা ভারতে দারুণ জনপ্রিয় হবে বলেই আমার বিশ্বাস। এর আগে আইপিএল-এর জন্ম দিয়েছে ভারত। মানুষ দারুণ ভাবে গ্রহণ করেছে আইপিএল। এখন টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের ক্রিকেট সারা বিশ্বেই খেলা হয়। কিন্তু, আইপিএল-এর মতো জনপ্রিয়তা অন্য কোনও টুর্নামেন্ট পায়নি। ভারতের মানুষ ক্রিকেটে অন্ত প্রাণ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দিন-রাতের টেস্ট ম্যাচ জমে যাবে আপনাদের দেশে।রাতে দেখতে সুবিধা, জেল্লা থাকে অনেকক্ষণ, গতি-বাউন্স বেশি, অনেকটাই আলাদা গোলাপি বলকিন্তু, সারা বিশ্বে তো টেস্ট ম্যাচের প্রতি মানুষের ভালবাসা কমছে। গ্যালারি থাকে ফাঁকা। প্রথমে ওয়ান-ডে, তার পর টি টোয়েন্টি ক্রিকেট থাবা বসিয়েছে টেস্টের উপরে। ধুমধারাক্কা ব্যাটিং দেখার জন্যই তো মাঠে আসছেন দর্শকরা। ঠুকঠুক করে পাঁচ দিনের টেস্ট ম্যাচ কেন দেখবেন দর্শকরা?কী বলছেন!টেস্ট ফরম্যাটই তো সব চেয়ে পুরনো। টেস্ট ক্রিকেটে একজন ক্রিকেটারকে যথার্থ পরীক্ষা দিতে হয়। সেই কারণেই তো এর নাম টেস্ট। আমি মনে করি টেস্ট ক্রিকেটই হল ফাউন্ডেশন। সব ফরম্যাটের ক্রিকেটের ফাউন্ডেশন। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে অনেকে ধুমধাম ব্যাট চালিয়ে রান করছে ঠিকই। অনেকে তো আবার ক্রিকেটীয় শট খেলেই রান করছে। আপনি যদি গ্রামার জানেন, তা হলে গ্রামার ভাঙতেও পারবেন। আমি মনে করি টেস্ট ক্রিকেট গ্রামার নির্ভর খেলা। গ্রামার যদি আপনার জানা থাকে, তা হলে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে আপনি গ্রামার ভেঙেও সফল হতে পারবেন। এখন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের এই জগঝম্প হচ্ছে ঠিকই। তবে মাদার ফরম্যাট কোনও দিনই হারিয়ে যাবে না।১৯৯১ সালের ইডেন গার্ডেন্স। শিহরণ জাগানো অনুভূতি ছিল আপনাদের। ঠিক ২ বছর পরের ইডেন দুর্ভাগ্য বয়ে এনেছিল আপনাদের জন্য। হিরো কাপের সেমিফাইনালে শেষ ওভারে জেতার জন্য ৫ রান দরকার ছিল আপনাদের। সচিনের ওভারে সেই রানও তুলতে পারলেন না।মনে থাকবে না কেন! নন স্ট্রাইক এন্ডে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি ডোনাল্ড একের পর এক বল নষ্ট করছে। জেতা-হারার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কেউ যদি বল নষ্ট করে, তা হলে তো বিরক্তি আসবেই। লাস্ট বলটায় আমিও বাউন্ডারি মারতে পারলাম না। সে দিন আমার খুব খারাপ লেগেছিল।দুর্ভাগ্য আপনাদের চিরসঙ্গী। ১৯৯২ বিশ্বকাপে ১ বলে জেতার জন্য আপনাদের দরকার ছিল ২২ রান। ২০০৩ বিশ্বকাপে শন পোলক ডাকওয়ার্থ-লুইস পদ্ধতি ঠিকমতো ক্যালকুলেশনই করতে পারলেন না। কেন বারবার আপনাদের ক্ষেত্রেই এমন সব অদ্ভুতুড়ে ঘটনা ঘটে?আপনি তো আর প্রকৃতির সঙ্গে লড়তে পারবেন না! ১৯৯২ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে আমাদের জন্য সমীকরণ একাধিকবার বদলাল। ফাইনালে পৌঁছনোর জন্য একসময়ে আমাদের সমীকরণ দাঁড়ায় ১৩ বলে ২২ রান। পরে সেই সমীকরণই বদলে দাঁড়ায় ১ বলে ২২ রান। ওই রান তোলা কি কারওর পক্ষে সম্ভব? পাকিস্তান অন্য দিক থেকে ফাইনালে উঠেছিল। আমরা কিন্তু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কনফিডেন্ট ছিলাম। কিন্তু, কী আর করা যাবে। ২০০৩ বিশ্বকাপেও ডাকওয়ার্থ-লুইস পদ্ধতি ঠিকঠাক ক্যালকুলেট করা গেল না। ১৯৯৯ বিশ্বকাপে ডোনাল্ড অন্ধের মতো রান আউট হয়ে গেল। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপে আমাদের ভাগ্যই খারাপ।দক্ষিণ আফ্রিকার ইয়ান বথাম বলা হত ম্যাকমিলানকে।ওয়ানডে ক্রিকেটে দক্ষিণ আফ্রিকা বিপ্লব ঘটিয়েছিল। আপনাদের প্রাক্তন কোচ বব উলমার বলতেন ওয়ানডে ম্যাচে চার-ছক্কা মারার দরকার নেই। প্রতি বলে সিঙ্গল নাও। তাহলেই তিনশো বলে তিনশো করতে পারবে। সেই দক্ষিণ আফ্রিকার আজ এই হাল কেন? হতশ্রী পারফরম্যান্স করল বিশ্বকাপে। ভারতের মাটিতে টেস্ট ম্যাচ খেলতে এসে ভরাডুবি ঘটল।, উলমার আমাদের সেই কথাই বলতেন। আমরাও সেটা মেনে চলতাম। আপনি বলছেন, দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটের গ্রাফ এখন পড়তির দিকে। সব দেশের ক্রিকেটেই তো উত্থান-পতন ঘটছে। এটাই নিয়ম। অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, পাকিস্তান যে দিকেই তাকাবেন, সেখানেই একই জিনিস লক্ষ্য করবেন। সাউথ আফ্রিকায় এখন পলিটিক্স সর্বত্র। দেখতে হবে, খেলায় যাতে রাজনীতি প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। খেলাধুলো হবে রাজনীতি মুক্ত একটা ব্যাপার। আমিও তো দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত হতে চাই। কিন্তু, এখন তা সম্ভব হচ্ছে না।বিশ্বকাপের কয়েক দিন আগে আপনাদের ক্যাপ্টেন ফ্যাফ দু”প্লেসিকে ব্যক্তিগত ভাবে ফোন করে বসেন এবি ডিভিলিয়ার্স। বিশ্বকাপে খেলার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন এবিডি। দু”প্লেসি পরিষ্কার জানিয়ে দেন, দল তৈরি হয়ে গিয়েছে বিশ্বকাপের। এখন আর কিছু করা সম্ভব নয়।(প্রশ্ন থামিয়ে দিয়ে) আপনাকে আমি একটা প্রশ্ন করছি। বিরাট কোহালিকে বাদ দিয়ে কি আপনারা বিশ্বকাপের দল গড়বেন? করবেন না তো। তা হলে ডিভিলিয়ার্সকে কেন নেওয়া হল না? আপনাদের হয়ে বিশ্বকাপে ভাল খেলল কে যেন?রোহিত শর্মা।(রোহিতের নাম শোনার পরে) হ্যাঁ, শর্মা। আমার মতে এই মুহূর্তে বিশ্বক্রিকেটে কোহালি, শর্মা আর এবি ভয়ঙ্কর ব্যাটসম্যান। ডিভিলিয়ার্সকে না নেওয়া শুধু ভুল সিদ্ধান্তই নয়, অত্যন্ত সস্তা দরের সিদ্ধান্ত।

শুক্রবার থেকে ভারত-বাংলাদেশ ঐতিহাসিক টেস্ট, নয়া রেকর্ডের মুখে বিরাট কোহলি

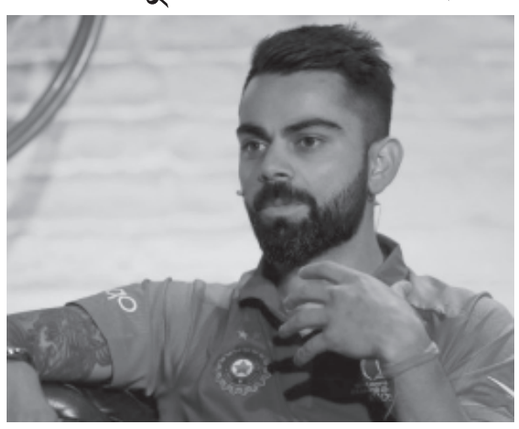

কলকাতা, ২০ নভেম্বর: টিম ইন্ডিয়ার প্রথম গোলাপি বলে আলোর রোশনাইয়ে দিন-রাতের টেস্টকে ঘিরে শহরজুড়ে যেন উতসবের মেজাজ। টিকিটের হাহাকার থেকে ক্রিকেটপ্রেমীদের উন্মাদনা, সবই চোখে পড়ছে গত কয়েকদিন ধরে। তবে এসবের মধ্যেও নিজেদের ফোকাস নষ্ট করতে নারাজ ভারতীয় দল। তাই তো নয়া রেকর্ড গড়ার লক্ষ্যে প্র্যাকটিসে মনোনিবেশ করেছেন বিরাট কোহলি।

শুক্রবার থেকে ভারত-বাংলাদেশ ঐতিহাসিক টেস্ট দেখতে ইডেনের গ্যালারি ভরাবেন দর্শকরা। প্রাক্তন তারকাদের উপস্থিতি থেকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দর্শনও করবেন তাঁরা। তারই মধ্যে আবার তাঁরা সাক্ষী থাকতে পারেন ক্যাপ্টেন কোহলির নয়া রেকর্ডের। বাংলার বাঘদের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে রানের খাতা খুলতে পারেননি ভারত অধিনায়ক।—কিন্তু গোলাপি বলের টেস্টে নজির গড়ার হাতছানি কোহলির সামনে। আর মাত্র ৩২ রান করতে পারলেই প্রথম ভারত অধিনায়ক হিসেবে পাঁচ হাজার রানের মালিক হয়ে যাবেন তিনি।

বিশ্বের ষষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসেবে এই কৃতিত্বের অধিকারী হয়ে যাওয়ার সুযোগ কোহলির সামনে। যে তালিকার শীর্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার গ্রেম স্মিথ।তাঁর সংগ্রহ ৮৬৫৯ রান। তাঁর পরেই দুই-তিন-চার ও পাঁচে রয়েছেন যথাক্রমে প্রাক্তন অজি তারকা অ্যালান বর্ডার (৬৬২৩), রিকি পন্টিং (৬৫৪২), ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ক্লাইভ লয়েড (৫২৩৩) এবং প্রাক্তন কিউয়ি ক্যাপ্টেন স্টিভেন ফ্লেমিং (৫১৫৬)। আপাতত কোহলির ঝুলিতে ৪৯৬৮ রান। নয়া রেকর্ড গড়ে ঐতিহাসিক টেস্টকে স্মরণীয় করে রাখতে মরিয়া কোহলি।

ক’টা লাগবে বলুন? ৫০-এর টা ১০০০ টাকা লাগবে

ইডেন গার্ডেন্সে ম্যাচ হবে, আর টিকিট ব্ল্যাক হবে না, এটা ভাবাই যায় না!ওয়ানডে হোক বা টেস্ট, টি-২০ কিম্বা আইপিএলে কেকেআরের ম্যাচ। ইডেনের আশেপাশে টিকিটের চোরাবাজারির ঘটনা অত্যন্ত পরিচিত।আর দিন দুয়েক পরেই কলকাতায় সাক্ষী থাকবে ঐতিহাসিক দিন-রাতের টেস্টের। ভারতে প্রথমবার গোলাপি বলে সরকারি টেস্ট বলে কথা। শহরের ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে এই টেস্ট নিয়ে উত্তেজনা তুঙ্গে।বুধবার বিকেলে যখন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা মাঠে গোলাপি বলে অনুশীলন সারছিলেন ঠিক তখনই মাঠের বাইরে চলছিল ব্ল্যাকারদের চেনা প্র্যাকটিস। ইডেন থেকে ঠিক ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে হাওড়া ইউনিয়ন ক্লাব। তার সামনেই ঘোরাঘুরি করছেন একাধিক ব্ল্যাকার। সিএবি-র পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, অনলাইনে টিকিট ছাড়ার দু”দিনের মধ্যেই প্রথম তিন দিনের টিকিট প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ব্ল্যাকাররা সাফ বলছেন যে, পাঁচ দিনের টিকিটই তাঁদের হাতে রয়েছে যথেচ্ছ পরিমাণে।

ইডেন টেস্টের চার দিনের টিকিট শেষ, জানালেন সৌরভ

ইডেনের গোলাপি বলে দিনরাতের ঐতিহাসিক টেস্টে কাউন্টার থেকে দর্শকদের টিকিট না পাওয়ার সম্ভাবনা ক্রমে বাড়ছে। এমনটাই খবর—সিএবি সূত্রে।২২ নভেম্বরের এই ঐতিহাসিক টেস্ট নিয়ে ইতিমধ্যেই সেজে উঠেছে ইডেন। মঙ্গলবার মুম্বই থেকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, প্রথম চারদিনের টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। তাঁর মন্তব্য, “ইডেনে ভারত বনাম বাংলাদেশের প্রথম চার দিনের সব টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। টেস্ট ম্যাচ নিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের এই আগ্রহ দেখে দারুণ আনন্দ হচ্ছে।”সৌরভের এই মন্তব্যের আগেই— সিএবি কর্তারা জানিয়ে দিয়েছেন, অনলাইনে টিকিট বিক্রি হওয়ার পরে যে সামান্য টিকিট উদ্বৃত্ত থাকবে, তা কাউন্টারে তাঁরা পাঠাতে চান না দর্শকদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই। না হলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে।ইনদওর থেকে এ দিনই কলকাতায় এসেছেন ভারত ও বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। তবে দলের আগে সকালে মুম্বই থেকে কলকাতা আসেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহালি ও অজিঙ্ক রাহানে। তবে হোটেলেই ছিলেন তাঁরা। শোনা গিয়েছিল, কোচ রবি শাস্ত্রী বিকেলে পিচ দেখতে ইডেনে আসতে পারেন। কিন্তু গোটা দলই এ দিন বিশ্রাম নিয়েছে হোটেলে। সন্ধ্যায় কলকাতায় আসেন ইশান্ত শর্মা। মঙ্গলবার গভীর রাতে কলকাতায় আসার কথা রোহিত শর্মার। মহম্মদ শামি ও উমেশ যাদব আসবেন বুধবার সকালে।

Auction Notice.

Sealed tender/ bids in plain paper invited from bona fide Indian Citizen for disposal of Confiscated seized vehicle vide Auction Notice No.F.7 (5/ Timber/ SDFO(DMN)/2019/607-639 dated 07.11.2019 of Office of the Sub-Divisional Forest Officer, Dharmanagar, North Tripura District For details departmental web site of Tripura Forest Department & Notice board of the undersigned may be visited. Last date of receipt of tender/bids up to 3.30 pm date, 28.11.2019. Auction open date at 4.00pm on 28.11.2019,is possible.

ICA/C-1669/2019

Sd/- (P.Bhowmik,TFS)
Sub-Divisional Forest Officer,
Dharmanagar North Tripura.

SHORT NOTICE INVITING OUOTATION (2nd Calll

Scaled item rate quotations invited from bonafied manufacturers, distributors. suppliers. authorized dealers vide No. F 1(21)-GDPICDP. Prop Equip.CE.2018,1487(A) dated 05-032019 for **“Supply. installation and maintenance of Civil Engineering Laboratory Equipments”** and subsequently cancelled vide No F 1(21)-GDP/UDP Proc./Equip/CE/2018/2086 dated 21-10-2019 is hereby recalled for **“Supply. installation and maintenance of Civil Engineering Laboratory Equipments” at** Gomati District Polytechnic, Fulkumari, Udaipur, Gomati Tripura. Detailed specification, necessary terms & conditions and requisite documents may be collected from the office of the undersigned or can be downloaded from the website: www.gdp.nic. in. Interested bidders may send or drop their bids and offers to the “Principal, Gomati District Polytechnic, Fulkumari” in sealed cover superscripting **“Quotation for Supply, installation and maintenance of Civil Engineering Laboratory Equipments (2” Call)” latest by 9th December, 2019 upto 1:00 P.M.** The quotations will be opened on the same day at **1:30 PM,** if possible, in presence of intending bidders. Quotations received after the due date and time will not be taken into consideration. The undersigned reserves the right to reject any quotation including the lowest one without assigning any reason thereof.

ICA/C-1663/2019

Sd/- Principal-in-charge
Gomati District Polytechnic
Fulkumari Udaipur, Gomati Tripura

একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকমুক্ত ত্রিপুরা,- জীবনের স্বার্থে আমাদের অঙ্গীকার।

ফিফা বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনের ম্যাচে ওমানের কাছে হার ভারতের

মাসকট, ২০ নভেম্বর : পাঁচ ম্যাচ খেলার পরেও ২০২২ ফিফা বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনের ম্যাচে এখনও পর্যন্ত জয়ের মুখ দেখল না ভারত। ইগর স্টিমাচের এই ব্লু-বিগ্রেড মঙ্গলবার মাসকটে ওমানের কাছে ০-১ গোলে হারল। এই হারের সঙ্গেই কাতার বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনের রাস্তা প্রায় বন্ধই হয়ে গেল সুনীলদের জন্য। ঘরের মাঠের পর এদিন অ্যাওয়ে ম্যাচেও ওমানের বিরুদ্ধে হার হজম করতে হল সুনীলদের। ঘরের মাঠে এগিয়ে গিয়ে হেরেছিল ভারত। এদিন অ্যাওয়ে ম্যাচে প্রথম থেকে পিছিয়ে ছিল। যদিও একটির বেশি গোল হজম করতে হয়নি। ম্যাচের প্রথমার্ধে ৩৩ মিনিটের মাথায়, ভারতের দুর্বল ডিফেন্স ভেঙে গুরপ্রীতকে পরাস্ত করে, বল জালে জড়িয়ে ওমানকে এগিয়ে দেন মুহসেন আল ঘাহসানি।—ওমানের হয়ে একমাত্র গোলটি তিনিই করেছেন। দ্বিতীয়ার্ধে ভারত মরিয়া লড়াই চালাবে, এমনটা মনে করা হলেও তা হয়নি। গুরপ্রীত সিং সাঁধু একাধিক বার দলকে বিপদের হাত থেকে বাঁচালে, ভারতকে আরও গোল হজম করতে হতো। এদিন মাসকটে ম্যাচ হারায়, যোগ্যতা অর্জন পর্বের লড়াইয়ে ই-গ্রুপে ৫ ম্যাচ খেলে একটি ম্যাচেও জিততে পারলেন না সুনীলরা।পাঁচটির মধ্যে ৩টিতে ড্র ও ২টি ম্যাচে হেরেছে ভারত। এদিন ভারতকে হারানোয় ৫ ম্যাচে ১২ পয়েন্টে পৌঁছল ওমান। অন্য দিকে, ৫ ম্যাচ শেষে ভারতের পয়েন্ট ৩। ফলে, গ্রুপ টেবিলে চার নম্বরেই রইল ভারত। ৫ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে তিন রয়েছে আফগানিস্তান।

১৮-২২ ডিসেম্বর রাজ্যে জাতীয় স্কুল ক্রীড়া ফুটবলের আসর

আগরতলা।। ৬৫তম জাতীয় স্কুল গেমস ২০১৯-২০২০ এর ফুটবল ‘অনূর্ধ ১৭’আগামী ১৮-২২ ডিসেম্বর ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত হবে। জাতীয় স্তরের এই ক্রীড়া সফলভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে আজ মহাকরণের ২নং কনফারেন্স হলে এক প্রস্তুতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মী মনোজ কান্তি দেব। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা শরদিন্দ চৌধুরী সহ ক্রীড়া ও অন্যান্য দপ্তরের প্রতিনিধিগণ। এই ক্রীড়া আসরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৩০-৩৫টি দল অংশ নেবে। প্রায় ৭০০ জন ফুটবল খেলোয়াড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে বলে ক্রীড়া অধিকর্তা জানান। পশ্চিম ত্রিপুরা, সিপাহীজলা, গোমতী এবং ধলাই প্রভৃতি জেলার ১৬টি মাঠে অনূর্ধ ১৭ বালক বিভাগের জাতীয় স্তরের ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ১৮ ডিসেম্বর দুপুরে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে জাতীয় ক্রীড়া আসরের উদ্বোধন হবে এবং ২২ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সমাপ্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ক্রীড়ামী মনোজ কান্তি দেবকে চেয়ারম্যান এবং ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সরদিন্দ চৌধুরীকে আহ্বায়ক করে ৮২ জনের প্রস্তুতি কমিটি ও ১৫টি উপকমিটি গঠন করা হয়। সভায় ক্রীড়ামী মনোজ কান্তি দেব, স্বচ্ছতা বজায় রেখে সাফল্যের সঙ্গে এই জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান।

এগিয়ে আল আমিন, গোলাপি বলের টেস্টে বাড়তি পেসার খেলানোর কথা ভাবছে বাংলাদেশ

কাউন্টডাউন শেষ। ইডেনে ক্রিকেটপক্ষের ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে। বুধবার সকালে বাংলাদেশ প্র্যাকটিসে নামার সঙ্গে সঙ্গে ক্রিকেটজ্বর জাঁকিয়ে বসল ময়দানে। ইনদওরে সিরিজের প্রথম টেস্ট ইনিংস ও ১৩০ রানে হেরেছে মোমিনুল হকের দল। তিন দিনেরও কমে দাঁড়ি পড়েছে টেস্টে। ইডেনেগোলাপি বলে টেস্টেরউন্মাদনার মধ্যেও তাই ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে কোথাও থাকছে সংশয়। যে,পাঁচদিন খেলা আদৌ গড়াবে তো!২২ গজে রয়েছে ঘাসের আভা। তবে দিন কয়েক আগেও আউটফিল্ডের সঙ্গে আলাদা করা যাচ্ছিল না পিচকে। বুধবার সকালে অবশ্য উইকেট অতটা সবুজ দেখাল না। ক্রিকেটমহলে একটা মতবাদ ঘুরে বেড়াচ্ছে যে, দ্রুত খেলা শেষ হয়ে যাক,তা একেবারেই চাইছে না ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড ও সিএবি। আর তাই ঘাস যতটা সম্ভব ছেঁটে ফেলা হচ্ছে। গোলাপি টি-শার্ট পরা কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায় অবশ্য আনন্দবাজার ডিজিটালকে বললেন,‘রোলার চলছে। রোদের তাপও যথেষ্ট। এই দুই কারণেই উইকেটের ঘাসকে বাদামি দেখাচ্ছে। এ বার খেলা ক’দিন চলবে,তা নির্ভর করছে ক্রিকেটারদের উপর।”মুশকিল হল,বাংলাদেশ থেকে আসা প্রায় জনা পঞ্চাশেক মিডিয়ার সদস্যেরও বিশেষ ভরসা নেই দলের উপর। শাকিব অল হাসান,তামিম ইকবাল নেই। তার প্রভাব অনভিজ্ঞ দলে পড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে নামতে হবেইডেন গার্ডেন্সে। কিন্তু তার মানে মোটেই প্রতি বলে বাউন্ডারি হাঁকানোর মানসিকতা নয়। বরং নিজেদের দুর্বলতা উপলব্ধি করে ঠিকঠাক হোমওয়ার্ক সেরে নামার ভাবনা জোরালো। কিন্তু, তা কতটা সম্ভবপর, দ্বিধা থাকছেইযা আভাস,তাতে বাড়তি পেসার নিয়ে নামতে পারেবাংলাদেশ। সে ক্ষেত্রে কোপ পড়তে পারে বাঁ-হাতি স্পিনার তাইজুল ইসলামের উপর। বাঁ-হাতি মুস্তাফিজুর রহমান ও ডান-হাতি আল-আমিন হোসেন,দুই পেসারের মধ্যে দ্বিতীয়জনকেই দৌড়ে এগিয়ে থাকা দেখাচ্ছে। মনে করা হচ্ছে যে ইনদওরে বড্ড বেশি চাপ পড়েছে দুই পেসার আবু জায়েদ ও এবাদত হোসেনের উপর। তৃতীয় পেসার সেই কারণেই জরুরি।ফিসফাস শোনা যাচ্ছিল,চোট পাওয়া মোসাদ্দেক হোসেনের জায়গায় সৌম্য সরকারকে উড়িয়ে আনতে পারে বাংলাদেশ। তা হলে,—ওপেনার হিসেবে ইডেনে নামতে পারেন তিনি। কিন্তু বাংলাদেশের টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে বুধবার সকাল পর্যন্ত এমন কোনও খবর নেই। সৌম্য এখনও ঘরোয়া ক্রিকেটেই ব্যস্ত।ফলে,ইমরুল কায়েস ও শাদমান ইসলাম,দুই ওপেনারই সম্ভবত শুরু করবেন ইডেনে।পদ্মাপারের মিডিয়ার কাছ থেকে শোনা গেল২০১৩ সালে একবার বাংলাদেশে গোলাপি বলে ঘরোয়া ক্রিকেটের ম্যাচ হয়েছিল। তবে সেই দলের কেউ বাংলাদেশের এই দলে নেই। এবং মোমিনুলের দলের কোনও ক্রিকেটারের গোলাপি বলে খেলার কোনও অভিজ্ঞতা নেই। ইনদওরে টেস্ট জলদি শেষ হওয়ার পরই পরিচয় ঘটেছে গোলাপি বলের সঙ্গে।আর ইডেনে এসে তো শুধু বিরাট কোহালির দলকে খেলতে হচ্ছে না। বরংগোলাপি বলনামের একটা থিমকেই সামলাতে হচ্ছে মোমিনুলদের। গ্যালারির উপরে উড়ছে গোলাপি বেলুন। ক্লাবহাউসের সদরদরজায় হাজির গোলাপি ম্যাসকট। ইলেকট্রনিক স্কোরবোর্ডেও গোলাপি ছোঁয়া। বাদ নেই গ্যালারিও। গোলাপি রংয়ে সাজানো হচ্ছে স্ট্যান্ডগুলো। ইডেন জুড়ে এমন গোলাপি রংয়ের ছড়াছড়ি যে গোলাপি দুর্গ দেখাচ্ছে ক্রিকেটের স্বর্গোদ্যানকে।বাংলাদেশ দল যতই ইনদওরে বিধ্বস্ত হওয়ায় ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে থাক,—বহিরঙ্গে প্রকাশ করছে না। কোচ ডোমিনগো মাঠে ঢুকলেন হাত জড়ো করে নমস্কারের ভঙ্গিতে। স্পিন কোচ ড্যানিয়েল ভেট্টোরি আবার‘গুডমর্নিং’বললেন সেদেশের মিডিয়াকে। কুড়ি বছর বয়সি সইফ হোসেনের হাতে লাগার পর বিদেশি ফিজিওর তরফে তা নিয়ে লুকোচুরিও চলল না। মুশফিকুর-মাহমুল্লাহদের উপরে চাপ নেই,এমন নয়। তবু কলকাতায় পা রেখে টাইগারদের অনেক স্বচ্ছন্দ খোল। সেই দেশের মিডিয়ার যুক্তি হল,একই জল-বাতাস, একই সংস্কৃতি,একই ভাষা বলেই দল এত ফুরফুরে।খচখচানি একটাই,গোলাপি বলে দিন-রাতের ঐতিহাসিক টেস্টে বাইশ গজেও মোমিনুলদের জন্য কি এতটাই আতিথেয়তা ভালবাসা আর সৌজন্য মজুত থাকবে!

Short Notice Inviting Tender No : EE-IED/AMB/14/2019-20

The Executive Engineer, Internal Electrification Division Ambassa, Dhalai Tripura invites on behalf of the **‘Governor of Tripura’** sealed percentage rate tender(s) from the Central & State public, sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies/ Manufactures/ bonafied Suppliers/Authorized Dealer of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MESC/PWD/Railway up to **3.00 P.M. on 29.11.2019** tier the following work’

Sl No	Name of the work	Estimated cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date & time for receipt of application for issue of tender form	Time and date of opening of tender	Place of sale of tender documents	Class of bidder
1	Hiring of 01(one) No. of vehicle (Maruti Omni Van/ Maruti Eeco) with driver and having commercial license and purchased not earlier than January 2015 for Supervision of different Internal Electrification works under the Jurisdiction of Internal Electrification Sub-Division, Ambassa Under Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura. **DNIT NO: 24 /EE-IED/AMEIT2019-20**	2,80,780.00	2,808.00	01(One) year	Upto 16.00 Hrs on 28/11/2019	At 15.30 Hrs on 29/11/2019	Office of the Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura.	Appropriate Class
2	Hiring of 01(one) No. of Vehicle (Maruti Omni Van/ Maruti Eeco) with driver and having commercial license and purchased not earlier than January 2015 for official use of SDO(E), Internal Electrification Sub-Division Teliamura, Khowai Tripura under Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura. **DNIT NO: 25 JEE-IED/AMB/ 2019-20**	2,80,780.00	2,808.00	01(One) year				
3	Hiring of 01(one) No. of vehicle (Maruti Omni an/Maruti Eeco) with driver and having ommercial license and purchased notearlier han January 2015 for Official use of SDO(E), nternal Electrification Sub- Division harmanagar, North Tripura Under Internal lectrification Division, Ambassa, Dhalai ripura. **DNIT NO: 26 JEE-IED/AMB/ 2019-20**	2,80,780.00	2,808.00	01(One) year				

Detailed Tender Notice/Fomisfrerms & Conditions is available in the office of tile weutive Engineer. Internal Electrification Ambassa. Dhalai Tripura from 11.00 A M to 4.00 P.M. during office hours on all working days specified as above.

ICA/C-1674/2019

সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ত্রিপুরা এবং আমাদের সংকল্প
একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকমুক্ত ত্রিপুরা।

(Er. Ajit Ghosh)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Ambassa, Dhalai Tripura.

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

ছাত্র-ছাত্রীদের দেশ ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। আজকের ক্লাসরুমে বিকশিত হচ্ছে আগামীদিনের দেশ ও সমাজ গঠনের কারিগররা। তাই পাঠ্যপুস্তকের পড়াশুনার পাশাপাশি ছাত্র সমাজকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, দেশ, সমাজ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। আজ সুকান্ত একাডেমী অডিটোরিয়ামে এস সি ই আর টি আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক লোকনৃত্য এবং ভূমিকা নাটক প্রতিযোগিতা ২০১৯-এর উদ্বোধন করে একথাগুলো বলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। উল্লেখ্য, রাজ্যের ৮টি জেলা থেকে উভয় বিভাগের মোট ১৬টি দল আজকের এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। দুই বিভাগের বিজয়ী দু'টি দল জাতীয়স্তরের প্রতিযোগিতায়ও অংশগ্রহণ করবে। বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, দেশ ও সমাজকে ভালবাসতে হবে। সকলকেই নিজের দেশের লোকসংস্কৃতি, ঐতিহ্য সম্পর্কে সাম্যক ধারণা থাকবে হবে। নিজের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে চলবে না। প্রকৃত শিক্ষার অর্থ হল জ্ঞান অর্জন করা। আর এই জ্ঞানই জীবনযুদ্ধে মানুষকে সদা সাহায্য করে চলে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এস সি ই আর টি'র অধিকর্তা উত্তম কুমার চাকমা বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিভার স্ফুরণে এই ধরণের অনুষ্ঠান সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উচ্চশিক্ষা পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান ড. অরুণোদয় সাহা ও ত্রিপুরা টি বোর্ডের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ অংশগ্রহণ করেন।

বাম জমানার দুর্নীতির প্রতিবাদে যুব মোর্চার জনজাগরণ র‍্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর ।। বিজেপি তপশীলি জাতি মোর্চা বিগত বামফ্রন্ট সরকারের জনস্বার্থে বিরোধী কাজকর্ম, দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচারের প্রতিবাদ জানিয়ে বুধবার আগরতলা শহরে জনজাগরণ র‍্যালি ও সমাবেশ সংগঠিত করে। র‍্যালিতে অংশ নিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ রাজ্যের বর্তমান সরকারের ২০ মাসের জনস্বার্থ বিষয়ক কাজকর্মের ভূয়ষী প্রশংসা ও রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জানান। বিজেপি তপশীলি জাতি মোর্চার জনজাগরণ র‍্যালিটি আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে রামঠাকুর সংঘ সংলগ্ন এলাকায় সমবেত হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। জমায়েতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি রাজ্য সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, গোটা রাজ্যেই এ ধরনের জনজাগরণ র‍্যালির মধ্য দিয়ে বিগত বামফ্রন্ট সরকারের জনবিরোধী কার্যকলাপ জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারে আসার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিগত বাম আমলে করা গরীব মানুষের অর্থ আত্মসাৎ করেছে, লুটতরাজ চালিয়েছে তারা পাতালে থাকলেও খুঁজে বের করে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যের সবচেয়ে বড় ঘোটালা ইতিমধ্যেই জনসমক্ষে এসেছে। সিপিআইএম জনগণের টাকা, জনকল্যাণের টাকা আত্মসাৎ করে ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি করেছে,

ছয়ের পাতায় দেখুন

শিশু শ্রমিক উদ্ধার আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর ।। শিশু শ্রম বন্ধ করতে প্রশাসনের তরফ থেকে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও শিশুশ্রম পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। রাজধানী আগরতলা শহরের এলাকার হিন্দি স্কুল থেকে এক নাবালককে মেশিন দিয়ে রড কাটার সময় উদ্ধার করা হয়েছে। জানা যায় ক্রাইম অ্যান্ড করাপশন সোসাইটি বিষয়টি চাইল্ডলাইন কাউন্সিলার সুতপা ভৌমিকের নজরে আনেন। খবর পাওয়ার সাথে সাথেই চাইল্ডলাইন কাউন্সিলার শ্রম দপ্তরের অফিস এবং পূর্ব থানায় বিষয়টি জানান। পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে হিন্দি স্কুলে গিয়ে ১৩ বছরের নাবালককে বিপজ্জনক কাজে যুক্ত থাকার সময় সেখান থেকে উদ্ধার করেন। তাকে হোমে কিংবা তার বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে বলে জানিয়েছেন চাইল্ডলাইন কাউন্সিলার সুতপা ভৌমিক। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

বিএমএসের দুই গোষ্ঠীর বিবাদে উত্তপ্ত নাগেরজলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর ।। বিএমএসের দুটি গোষ্ঠির মধ্যে মতভেদকে কেন্দ্র করে ফের উত্তাল হয়ে উঠেছে নাগেরজলা স্ট্যান্ড এলাকা। বুধবার সকালে দুটি গোষ্ঠির মধ্যে সংঘর্ষে রক্তপাতের ঘটনা ঘটে। তাতে যাত্রী সাধারণের মধ্যেও তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। বিবাদকে কেন্দ্র করে বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল বন্ধ থাকে। পরবর্তী সময়ে উভয় গোষ্ঠির নেতারা একত্রিতভাবে যানবাহন চালানোর জন্য সহমত পোষণ করে। তাতে পরিস্থিতি আপাতত স্বাভাবিক হয়।

ওসির বিরুদ্ধে অভব্য আচরণের অভিযোগে কৈলাসহর মহিলা থানা ঘেরাও ক্ষুব্ধ জনতার

নিজস্ব প্রতিনিধি , আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। কৈলাসহর মহিলা থানার ওসি অভব্য আচরণ ঘিরে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ক্ষুব্ধ মহিলারা। ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার পর এবং লিখিত অভিযোগ দেওয়ার ২৪ ঘণ্টা পরও আসামীদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। এমনকি মামলাও থানায় রেজিস্ট্রি হয়নি লিখিত অভিযোগ করার পর। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এলাকার মহিলারা কৈলাসহর মহিলা থানা ঘেরাও করলেন।

মহিলা থানার ওসি অর্পনা দেবনাথ অভব্য এবং খারাপ আচরণ করেন বলে অভিযোগ। প্রায় তিন ঘণ্টা ঘেরাও এর পর মহিলা থানার ওসি চাপে পরে মামলা রেজিস্ট্রি করেন। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যদি মহিলা থানা আসামীদের গ্রেপ্তার না করে তাহলে আগামীকাল এলাকার মহিলারা কৈলাসহরের মূল রাস্তা অবরোধ করবেন বলে হুমকি দিয়েছেন। কৈলাসহরের বনেদি স্কুল হিসেবে পরিচিত নেতাজী বিদ্যাপীঠ ইংরেজি মিডিয়াম হাই স্কুল।

গত সোমবার স্কুলের ক্লাস নাইনের দুই ছাত্রের মধ্যে মারপিট হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এদিনই অর্থাৎ সোমবারেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অসীত দত্ত দুই ছাত্রকে ডেকে এনে ঘটনার নিষ্পত্তি করেছিলেন। কিন্তু সোমবার রাতে এই ঘটনার জের ধরে ছাত্রের মা শিপ্রা ঘোষ সহ পাঁচজন মিলে কৈলাসহরের পদ্মেরপাড় এলাকার রীনা শর্মার বাড়িতে রাত্রিবেলা ঢুকে রীনা শর্মার ছেলেকে মারধোর করে ও রীনা শর্মাকেও মারধোর করে । রীনার শ্লীলতাহানী করে পালিয়ে যায়। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই রীনা শর্মা মহিলা থানায় ফোন করে পাঁচজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এবং পরের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার সকালে লিখিত অভিযোগ করে থানায়। মহিলা থানা ওসি অর্পনা দেবনাথ আসামী গ্রেপ্তার করেনি এবং মামলাও রেজিস্ট্রি করেনি।

পদ্মেরপাড় এলাকার মহিলারা বুধবার সকাল এগারোটায় মহিলা থানা ঘেরাও করে আসামী কেন গ্রেপ্তার হল না এবং মামলা কেন রেজিস্ট্রি হল না তা জানতে চান। তাতে মহিলা থানার ওসি অর্পনা দেবনাথ এলাকার মহিলাদের সাথে চূরান্ত খারাপ এবং অভব্য আচরণ করে বলে রীনা শর্মা সহ অন্যান্য মহিলারা অভিযোগ করেন।

এবিষয়ে স্কুলের প্রধানশিক্ষক অসীত দত্তকে জিজ্ঞাসা করা হলে উনি ঘটনা স্বীকার করে বলেন, স্কুলে

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্যের গ্রামীণ মানুষের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ : পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর।। সমবায়ের উদ্দেশ্য হল গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন। গ্রামীণ মানুষের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিকভাবে মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলার পাশাপাশি রোজগারের পথ সৃষ্টি করতে সমবায় সমিতিগুলিকে পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। সেই দিশায় রাজ্য সরকার কাজ করছে।

বুধবার উদয়পুর টাউন হল-এ ৬৬-তম অখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত গোমতি জেলাভিত্তিক আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে পর্যটনমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় এ-কথা বলেন।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকার সমবায় ক্ষেত্রগুলির উন্নয়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। ত্রিপুরার সার্বিক বিকাশে কৃষি, প্রাণী সম্পদ, মৎস্য চাষ উন্নয়নেও সরকার গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। তিনি কৃষকদের কৃষি সহায়ক সামগ্রী সরবরাহ করার ক্ষেত্রেও সমবায় সমিতিগুলিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিধায়ক রঞ্জিত দাস বলেন, সরকারের উদ্দেশ্য সমবায় সমিতিগুলির উন্নতি করা। যে সকল ল্যাম্পস ও প্যাক্স লোকসানে চলছে সেগুলি পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি গোমতি জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারী রাজ্যের জনগণকে বিভিন্ন সমবায়ে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বিধায়ক বিপ্লবকুমার ঘোষ বলেন, সমবায় সমিতিগুলি যাতে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে তার জন্য সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। অনুষ্ঠানে স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের অধিকর্তা সুব্রত রায় সমবায়ের মাধ্যমে স্বনির্ভর হওয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। স্বাগত ভাষণ দেন সহ-সমবায় নিয়ামক বিমলকান্তি দাস। সভাপতিত্ব করেন উদয়পুর

ছয়ের পাতায় দেখুন

মঠ চৌমুহনীতে মেয়াদোত্তীর্ণ সামগ্রীর বিরুদ্ধে প্রশাসনের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর ।। সদর মহকুমা শাসক বুধবার রাজধানী আগরতলা শহরের মঠচৌমুহনি বাজার সহ অন্যান্য বাজারে মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যাকেটজাত খাদ্য সামগ্রীর বিরুদ্ধে অভিযানে শামিল হন।

মঠ চৌমুহনি বাজারে এ সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন করার দায়ে দুটি মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে সদরের এসডিএম জানান, তাদের কাছে খবর রয়েছে বিভিন্ন দোকানপাটে মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যাকেটজাত বিভিন্ন সামগ্রী বেআইনিভাবে বিক্রি করা হচ্ছে। এসব সামগ্রী জনস্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক। সে কারণেই এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে প্রশাসন। অন্যান্য বাজারেও এ ধরনের অভিযান চালানো হবে বলে তিনি জানান। ব্যবসায়ী এবং ক্রেতাদের প্যাকেটজাত সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সচেতন থাকার জন্য সদরের এসডিএম পরামর্শ দিয়েছেন। কোথাও কোন ধরনের গড়মিল পরিলক্ষিত হলে বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে মহকুমা প্রশাসনের নজরে আনতেও তিনি বলেছেন। উল্লেখ্য, রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে মেয়াদ উত্তীর্ণ শিশু খাদ্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে। প্রশাসন এসব বিষয়ে তেমন কোন নজরদারি রাখছে না। কালেভদ্রে প্রশাসনের কর্মকর্তারা অভিযান চালাচ্ছেন। এর ফলে সুযোগসন্ধানীরা মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যাকেটজাত খাদ্য সামগ্রী বিক্রি করে চলেছে। রাজধানী আগরতলা শহর কিংবা সমতল এলাকায় শিক্ষিত অংশের জনগণ অনেকটাই সচেতন থাকলেও গ্রাম পাহাড়ে মানুষ ততটা সচেতন নন। অর্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত মানুষজন এসব বিষয়ে খোঁজখবরই রাখেন না। ফলে মেয়াদ উত্তীর্ণ বিভিন্ন প্যাকেটজাত সামগ্রী গ্রামপাহাড়ে বিনা বাধায় বিক্রি হচ্ছে। ওইসব এলাকায় প্রশাসনের কোন ধরনের নজরদারি নেই। ওইসব মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যাকেটজাত সামগ্রী খেয়ে বহু মানুষ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে লিভারের অসুখ হচ্ছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

দাবী আদায়ে মহিলা সমন্বয় কমিটির ডেপুটেশন শ্রম কমিশনারকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ নভেম্বর ।। শ্রমজীবী মহিলাদের উপর নির্যাতন ও ছাঁটাই বন্ধ করা ও মজুরি বৃদ্ধি সহ ৭ দফা দাবিতে সিআইটিইউ শ্রমজীবী মহিলা সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে বুধবার শ্রম কমিশনারের কাছে ডেপুটেশান ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। সিটুর রাজ্যনেত্রী পাঞ্চালি ভট্টাচার্য এবং প্রাক্তন সাংসদ তথা সিটু নেতা শঙ্কর প্রসাদ দত্ত সহ অন্যান্যরাও আন্দোলন কর্মসূচিতে শামিল হন। শ্রমজীবী মহিলাদের মিছিলটি আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে কাশারিপট্টিস্থিত শ্রম কমিশনারের অফিসের সামনে এসে সমবেত হয়। এখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নারীনেত্রী পাঞ্চালি ভট্টাচার্য বলেন, রাজ্যের বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার কর্মসংস্থানের বদলে কর্মী ছাঁটাই করে চলেছে। মিড ডে মিল কর্মীদের ছাটাই করছে। ত্রিপুরায় বর্তমান সরকারকে আসাম সরকারের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে কর্মী ছাঁটাই থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন নারীনেত্রী পাঞ্চালি ভট্টাচার্য, বেসরকারি সংস্থা মিড ডে মিল পরিচালনা করলে এবং রাজ্যে কোন ধরনের অঘটন ঘটলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। শিক্ষামন্ত্রীকে শিক্ষা নিতে বলেন তিনি। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের হেনস্তা করা হচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। কর্মস্থলে হেনস্তার প্রতিবাদে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বিজেপি কর্মীদের কোন ধরনের নজরদারি বরদাস্ত করা হবে না বলেও তিনি উল্লেখ করেন। প্রত্যেক শ্রমজীবী নারীকে ন্যূনতম ২১ হাজার টাকা মাসিক মজুরি দেবার জোরালো দাবিও জানানো হয়েছে। দেশের ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।